

হাইকোর্টে তথ্য গোপন করে প্রাথমিকে অযোগ্যদের চাকরি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ প্রাথমিকে নিয়োগ দ্বীতির মামলা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলাতেই তথ্য গোপন করে যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগে উচ্চ মধ্যশিক্ষা পর্যদের বিরুদ্ধে। ওই মামলায় বৃহস্পতিবার পর্যদকে তীব্র ভৎসনা করলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। বিচারপতির প্রশ্ন, “প্রায় ৫০০জন চাকরিপ্রার্থী সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েও মেধা তালিকায় স্থান পাননি। অথচ অযোগ্যদের মেধা তালিকায় স্থান দিয়ে কীভাবে নিয়োগের প্রস্তাব?” এক সপ্তাহের মধ্যে এ ব্যাপারে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ঘটনার সূত্রপাত, ২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যায়। ২০১১ সালে লিখিত পরীক্ষা হয়। কিন্তু সেই লিখিত পরীক্ষা পরবর্তী সময় বাতিল হয়ে যায়। পরে আরও লিখিত পরীক্ষা হয় ২০১৪ সালের ১৮ মার্চ। এরপর ২০১৪ সালের ১১ নভেম্বর ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু করে উত্তর ২৪ পরগনা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। এ বিষয়ে বিচারপতি রাজশেখর মাস্তার এজলাসে একটি মামলা দায়ের হয়। পর্যদের জমা দেওয়া তালিকার ভিত্তিতে যোগ্যদের নিয়োগের নির্দেশ দেন বিচারপতি। এক্ষেত্রেই আদালতে তথ্য গোপনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে ৫০০ জন মামলাকারীর পক্ষে আদালতে মামলা করেছিলেন আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী। আদালতে তিনি বলেন, “এই ৫০০ জন চাকরিপ্রার্থীদের বেশি নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও, তাদের মেধা তালিকায় স্থান না দিয়ে তথ্য গোপন করে অযোগ্যদের স্থান পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরই এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছে আদালত।”

‘সিবিআই ডিরেক্টর আশ্বিন্ত করেছেন আমরা ন্যায়বিচার পাব’, জানালেন নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ আরজি কর হাসপাতালের নিহত তরুণী-চিকিৎসকের বাবা-মা মেয়ের বিচারের দাবিতে বৃহস্পতিবার দিল্লি গিয়েছিলেন। দেখা করেন সিবিআই-এর ডিরেক্টরের সঙ্গে। সিবিআইয়ের তদন্তে যে তাঁরা খুশি নন এদিন ফের একবার সে কথা বলতে দেখা যায় তাঁদের। সিবিআই দফতর থেকে বেরিয়ে নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা জানান, “আমরা সিবিআই তদন্তে খুশি নই, সেটা বলার জন্যই এতদূর এসেছিলাম। ওনার বললেন, আমরা তদন্ত করছি, ধৈর্য ধরুন। আরও কিছুদিন দেখি তারপর দিল্লিতে বা অন্য কোথাও ধরনা করার কথা ভাবব। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়াব।” শুধু তাই নয়, কথিত বৃহস্পতিবার ভাষাতে তাঁরা বলেন, “শেষ দেখে ছাড়াব। প্রয়োজনে রাজধানীর রাস্তায় ধরনায় বসব।” আরজি কর মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ব্যবস্থাপন কারাও হয়েছে সিডিক ভলেন্টারি সঙ্ঘর রায়ের। কিন্তু সেই রায়ে খুশি হতে পারেননি নিহত চিকিৎসকের পরিবার।

মুখ্যমন্ত্রীর বিস্ফোরক অভিযোগের পরেই বৈঠক! ভোটের কার্ডে ‘ভূত’ ধরতে উঠেপড়ে লাগছে কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ হাতে এখনও প্রায় এক বছর। কিন্তু, বাংলার বুকে হাজার হাজার ‘ভূতুড়ে ভোটের’ খোঁজ এখন থেকেই যেন ভোটের উত্তাপটা একধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। ‘ভূতুড়ে ভোটের’ নিয়ে এদিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই অ্যাল আউট অ্যাটাক নামতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূল সূত্রিমেকে। কীভাবে ভিন রাজ্যের ভোটারদের নাম বাংলার ভোটারদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে তা একবারে ‘খতিয়ান’ তুলে ধরে দেখান। এবার কড়া ব্যবস্থার পথে নির্বাচন কমিশন। সোজা কথায়, একই এপিক নম্বরে কার্ড ভিন রাজ্যে। এই খবর শোরগোল ফেলেছে গোটা দেশে। সূত্রের খবর, জাল কার্ড ধরতে উদ্যোগী নির্বাচন কমিশন। জেলা প্রশাসকে এ বিষয়ে তথ্য আরও সতর্ক থাকার কথাও বলছে। বীরভূমে পৃথক অভিযোগ পেলেই তদন্তের নির্দেশ। সূত্রের খবর,

‘দাদার রাজনীতি করা যাবে না’ মমতা মনে করালেন, তিনিও ফেসবুকটা দেখেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ ইনডোর স্টেডিয়ামের তৃণমূলের বর্ধিত কর্মসভার মধ্য থেকে দলের নারীশক্তির প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। পাশাপাশি জানানেন, তৃণমূলের তরফে মহিলাদের যেভাবে এগিয়ে দেওয়া হয় লড়াইয়ে, যেভাবে তাঁদের শক্তিকে সম্মান করা হয়, তা অন্য কোনও দলে হয় না। এদিন মমতা বলেন, “লোকসভায় আমাদের মোরে প্রার্থীদের সংখ্যা ৩৯ শতাংশ। ইলেকশনের আগে ৩৩ শতাংশ বলা হয় কমিশনের তরফে। অন্য দলগুলো দেয় না। আমরা দিই। হারা সিটে নয়, জেতা সিটে দিই। লোকসভা এবং রাজ্যসভায় তারা র‍্যালি বেঙ্গল টাইগারের মতো লড়াই করে। সুদীপ, কল্যাণ, তেরেকদের পাশেই লড়াই করে সাগরিকারা।” এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী এদিন জোরও বলেন, “২০০৪ সালে আমাদের আরও করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েও একটামাত্র আসন জিতি। তারও আগে, ২০০১ সালেই আমরা ক্ষমতায় আসতাম। কংগ্রেস বিট্টে না করলে সেবারই পরিবর্তন হয়ে যেত। যে অত্যাচার, দুরাচার্য্য করছে, মানুষ তার বিচার চেয়েছিল। আমরা দিনে কী করছি, রাতে কী করছি, সেটাও মানুষ দেখছে। আমি সেই কর্মীকেই চাই, যে কিছু চায় না, ভোটের দিন পিস্তলের সামনে দাড়িয়ে বুক চিতিয়ে লড়াই করে।” মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, “ইলেকশনের সময়ে বিজেপি ডিএম, এসপি, বিডিওদের চেঞ্জ করে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে গ্রামে ঢুকিয়ে, বলে তৃণমূলকে ভোট দেবে না। বিজেপিকে ভোট দাও এমন দূরবস্থা বাংলায় আগে দেখিনি। ভোট এনেছি এটা বাড়ে। সব মিডিয়াকে কন্ট্রোল করে নিয়েছো।” এখানেই শেষ নয়, মমতা বলেন, “ইলেকশন এলেই মনে পড়ে, তৃণমূলের কাকে কাকে চার্জশিট দেবে, জেলে ভরে দেবে। ক’টা প্রমাণ করতে রেবেছেন, লজ্জা করে না, আরজি করের আঙু ও সমাধান করতে পারলেন না, কেসের পর কেস চলছে। ফোন ট্যাপ করে, মিথ্যা কেস দেয়। ওদের টাকাবার জোর আছে। এজেন্সির জোর আছে। কী জোর নেই বলুন।” এর পরেই জনতার উদ্দেশে মমতা বলেন, “কি, আপনারা

তৈরি তো?” সমস্বরে জবাব আসে, হ্যাঁ। এর পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “২৭ থেকে ২৯-এর মধ্যে বিজেপি শেষ। ২-৩ বছরের মধ্যে ওদের আয় শেষ। ওরা বাংলাকে টার্গেট করেছে কারণ বাকিরা কেউ লড়তে পারে না, বাংলা লড়তে পারে।” গত বুধবার আই-প্যাকের কর্তা প্রতীক জৈন যখন নবান্নে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন, তখনই ইঙ্গিতটা স্পষ্ট ছিল।



তার পরও সাহস দেখিয়েছিলেন, তৃণমূলের প্রবীণ নেতা ও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণের অভিযোগ, আই প্যাক টাকা তুলে পদ দেয়, সেই টাকায় পাটি করে। আই প্যাক অসং। রাজনৈতিক দল চালাতে এরকম ঠিকাদার দরকার নেই। সাত দিন পর এদিনের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লিপল্লি জমিয়ে বলেন, “আই-প্যাককে নিয়ে এই সব উল্টোপাল্টা কথা বন্ধ করতে হবে।” তৃণমূলের সভায় মমতার বক্তৃতার একটি বারনা। তিনি যেমন বলেন, আমার এমপিরা, আমার অমলএম-এরা, আমার জেলার সভাপতিরা, আমার যুবর, আমার ছাত্ররা। এদিন তাইই মধ্যে বলেন, “আমার আই প্যাক।” এদিনের সভাগুলো আই-প্যাকের কয়েকজন প্রতিনিধি ছিলেন। এমনকি মঞ্চের পিছনে ছিলেন আই-প্যাকের কর্মকর্তা প্রতীক জৈনও। যারা তাঁদের দেখতে পাননি বা চেনেন না তাঁদের জন্য

দিদির মুখে এই শব্দবন্ধই যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল। পরে আরও স্পষ্ট করে দিদি বলেন, “বিজেপির যদি পঞ্চাশটা এজেন্সি থাকে আমাদের ভো একটা থাকবে। তারা খিল্ড সার্ভে করবে। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। তাঁর কথায়, “পিকের (পড়ুন প্রশান্ত কিশোর) আই-প্যাক এটা নয়। এটা একটা নতুন টিমা সবাই জানে এদের কো-অপারেশন কতটা।



এদের নামে উল্টোপাল্টা কথা বন্ধ করনা।” কল্যাণের আগে মনন মিত্রও আই-প্যাকের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছিলেন। তাঁরও অভিযোগ ছিল, আই-প্যাক টাকা তোলে। তবে পরে মনন মিত্র দিদির কাছে চিঠি লিখে ক্ষমা চান। তবে তৃণমূল সূত্রের দাবি, এরা দুজনেই নন, দলের অনেক প্রবীণ নেতাই আই প্যাকের নামে দিদির কান ভাঙিয়েছিলেন। দলের একাংশ সেই প্রবীণ নেতার অসন্তোষ প্রকাশিত করতে মমতাও এক সময়ে ‘প্যাক প্যাক মানি না’ গোছের মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু জানা গিয়েছে, পরে দিদির সঙ্গে বৈঠকে অভিষেক স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আই-প্যাককে বাদ দিয়ে ভোট লড়া সস্তব নয়। নিচুতলায় তথা তৃণমূলস্তরে নিরপেক্ষ সমীক্ষার জন্য এরকম একটি এজেন্সি প্রয়োজন। আই-প্যাকের কাজের জন্য যাঁদের সমস্যা হচ্ছে তাঁরাই কোঁস করছেন। সূত্রের দাবি, এই পরিস্থিতিতে একটা রফা সূত্র বেরিয়েছে। আই

আজ থেকেই ময়দানে নেমে পড়ছেন বক্সী, অভিষেকরা, লিস্ট তৈরি করে দিলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ সাধারণত ভোটের কাজ শুরু হয় ভোটের তালিকা সংশোধনের মধ্যে দিয়ে। ভোটের তালিকায় কারা নতুন যুক্ত হল, কারা বাদ পড়ল, সেগুলিই বেরিয়ে আসে সংশোধনে। আর এবার ভূম্যে ভোটের ধরার কাজ দিয়েই কার্যত



নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করলেন তৃণমূল সূত্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কমিটি গঠন করে দিলেন। কারা থাকবেন সেই কমিটিতে, প্রকাশ করলেন সেই তালিকাও। মমতা জানিয়েছেন, ভোটের তালিকা সংক্রান্ত একটি কমিটি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। ওই কমিটির সদস্যদের মধ্যে প্রতিদিন ৪ জন করে অফিস বসবেন। তাঁরা এই ভূতুড়ে ভোটের কার্ডের বিষয়টি

নাম জুড়ে দিচ্ছে। সূত্রত বক্সীর নেতৃত্বে ওই কমিটিতে থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ ভৌমিকের মতো নেতারা। এছাড়া উত্তরের বিষয় উদয়ন গুহ, জগদীশ বসুনিয়া থেকে শুরু করে মমতাঝালা ঠাকুর, অরূপ বিশ্বাস থেকে কিরহাদ হাকিম, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ থাকছেন একগুচ্ছ বিষয়ক, সাংসদ। বীরভূমে পৃথক কোর কমিটি থাকায়, সেখানকার নেতাদের রাখা হয়নি। সূত্রত বক্সীর কাছে রিপোর্ট দেবে এই কমিটি।

ছুটি নোটিস বিতর্কে অভিযুক্ত অফিসারকে সাসপেন্ড করল কলকাতা পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ ইদে দু’দিনের ছুটি, আর বিশ্বকর্মা পুজো নেই। কলকাতা পুরসভার নয়া বিজ্ঞপ্তি গিরে শোরগোল পড়ে যায় রাজ্যে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শাসকদলের বিরুদ্ধে বিশেষ একটি ধর্মকে তোষামোদ করার অভিযোগ তোলে বিজেপি। বিতর্ক শুরু হতেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করল পুরসভা। বুধবার শোকজ করা হয় সংশ্লিষ্ট অফিসার সিদ্ধার্থশঙ্কর ধারাকে। আজ করা হল সাসপেন্ড। কলকাতা পুরসভার শিক্ষা বিভাগের ছুটি সংক্রান্ত বিতর্কিত নির্দেশিকা নিয়ে বৃহস্পতিবার পুর কমিশনার ধবল জৈন নির্দেশিকায় সাফ জানিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে পুরকর্তাদের আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষত, নীতিগত সিদ্ধান্ত বা রাজ্য সরকারের বিষয় জড়িত থাকলে, শীর্ষ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোনও নির্দেশিকা জারি করা যাবে না। প্রতিটি বিভাগের কন্ট্রোলিং অফিসার ও ডিভিডের এবিষয়ে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও এই সাসপেনশনের কথা জানান।

সরকারি সিকিওরিটিসমূহে বিনিয়োগ করা এখন আরো অনেক সহজ...

এখনই কাজে লাগান আরবিআই রিটেল ডাইরেক্ট মোবাইল অ্যাপ
যেকোনো সময়ে, যেকোনো জায়গায় যদি এখানে বিনিয়োগ করেন :

সরকারি সিকিওরিটিসমূহে যার মধ্যে সানিল রয়েছে

- ▶ ট্রেজারি বিলস্
- ▶ সভারেইন গোল্ড বণ্ডস্
- ▶ ফ্রোটিং রোট সেভিংস বণ্ডস্ 2020

রসিকা রাজে
ভারতের ব্যাডমিন্টন প্রেয়ার এবং আরবিআই কর্মচারী

আরবিআই রিটেল ডাইরেক্ট মোবাইল অ্যাপ এর সুযোগসুবিধে :

- সরকারি সিকিওরিটিজ বাজারে ন্যাশনালপ্রাঙ্গি এখন একবারেই নশদপলে
- চটপট লগ ইন, সিম্পল ইউজার ইন্টারফেস্ এবং অনায়াসেই ন্যাভিগেট করা যায়
- পেমেণ্টের একাধিক অপশন - নেট ব্যাঙ্কিং, UPI এবং NACH
- মেয়াদপূর্তিতে গ্যারান্টিড ফেরতলাভ, কোনো ব্রোকারেজ নেই আর কোনো লুকানো ফীজ্-ও নেই

আরো তথ্যের জন্যে, এখানে দেখুন :<https://rbiretaildirect.org.in>
আমাদের লিখে জানান : support@rbiretaildirect.org.in

আরবিআই একাধারে
তোমার রাখুন, সতর্ক থাকুন!

জনস্বার্থে প্রচার করছে
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

আমিই মুকুল-শুভেন্দুদের চিহ্নিত করেছি অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ ‘বিশ্বাসঘাতক’দের চিনতে ভুল করেন না তিনি। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে সে কথা আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন ডায়মান্ড হারবার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের নিচুতলার কর্মীদের বুঝিয়ে দিলেন, কেউ যদি ষড়যন্ত্র করে থাকেন তাহলে কোনও লাভ হবে না। উল্টে তাঁরা আক্রান্ত হবেন। বৃহস্পতিবার ছাত্রীশের নির্বাচনের রণভঙ্গা এক প্রকার বাজিয়েছে তৃণমূল। দলের ছোট-বড়-মাঝারি সব নেতাদের এ দিন সূত্রিমো মমতা বুঝিয়েছেন আগামী নির্বাচনে কী করতে হবে। একই কথা বলেছেন ‘সেনাপতি’ অভিষেকও। বৈধে দেওয়া



হয়েছে টার্গেট। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, “একুশে আমরা ২১৪টা আসন পেয়েছিলাম। এবার ২১৫টা আসনের লক্ষ্যে থাকতে হবে।” এরপর দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, “নিজের কাছে ক্ষমতা কৃষ্ণগত করে রাখলে হবে না। মানুষের কাছে যেতে হবে।” তৃণমূল সাংসদ বলতে গিয়ে বলেছেন, “অনেকে দলের শৃঙ্খলা না মেনে সংবাদ মাধ্যমে ভেসে থাকার জন্য দলকে ছোট করছেন। আমি মুখপাত্র-সাংসদ-বিধায়ক, আমার কত ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে দলের ক্ষতি করবেন না।” এর পরক্ষণেই তিনি বলেন, “একদিকে ভাল হয়েছে চিহ্নিত করা গেছে। আমি মুকুল-শুভেন্দুকে চিহ্নিত করেছিলাম। এবার ও চিহ্নিত করে বাংলা ছাড়া করব।” একই সঙ্গে তিনি বলেন, “ষড়যন্ত্র করে কোনও লাভ নেই। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে রাজনীতি করে লাভ নেই। ষড়যন্ত্র করলে আক্রান্ত হবেন।” মহারাষ্ট্রে শরদ পাওয়ারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পদ্মশিবির যেভাবে অজিত পাওয়ারকে কাছে লাগিয়েছিল, বাংলাতেও তার পুনরাবৃত্তি হবে বলে একটা প্রচার গত বছর খানেক ধরে চলছে। অজিত পাওয়ার শরদ পাওয়ারের ভাইপো। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেউ কেউ এও রটিয়ে দিয়েছিলেন যে অভিষেক নতুন দল করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এদিন তৃণমূলের বর্ধিত কর্মসভার মঞ্চ থেকে সেই গুজবের জবাব দিলেন অভিষেক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, “বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, অভিষেক বিজেপিতে যাচ্ছে, নতুন দল করছে। কিন্তু জেনে রাখুন, আমি বেইমাম নয়। আমার গলা কেটে দিলেও আমি বিজেপিতে যাব না।” অভিষেক এএও বলেন, “আমি অন্য ধাতুতে তৈরি, মানুষের কাছে যাব, মাধানত করে কাজ করব, কিন্তু বিজেপির বন্ধ্যতা স্বীকার করার লোক আমি নই।” অভিষেক যে গুজবের প্রসঙ্গ তুলেছেন, তা শুধু বিরোধী শিবিরে নয়, তৃণমূলের একাংশেও ছড়িয়েছিল। এমনকি এই ধারণাও তৈরির চেষ্টা হচ্ছিল যে এ কারণে দিদি ও অভিষেকের মধ্যে সম্পর্কে একটা আড়ষ্টতা তৈরি হয়েছে। অবিশ্বাসের পরত জমছে। বৃহস্পতিবারের মঞ্চকে সেই ধুলো সাফ করারই চেষ্টা করলেন অভিষেক। যে ধ্বং ও ধারণা চাড়িয়ে গিয়েছিল, তা তিনি পরিস্কার করার চেষ্টা করলেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

ছবি-সৌরভ দত্ত

৪-দিনের সফরে গুজরাটে রাষ্ট্রপতি, সর্দার প্যাটেলকে শ্রদ্ধার্থ্য দ্রৌপদী মুর্মুর



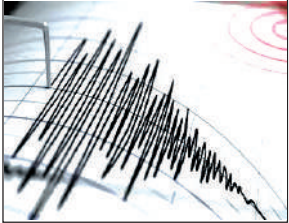
গান্ধীনগর, ২৭ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৪-দিনের গুজরাট সফরে বৃহস্পতিবার সকালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি ‘ স্ট্যাচু অফ ইউনিট’-তে পুষ্পার্থ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। তিনি এই স্মৃতি সৌধটি ঘুরে দেখার পাশাপাশি একতা নগরের অশপাশও পরিদর্শন করেন। লৌহপুরুষ সর্দার প্যাটেলকে পুষ্পার্থ্য অর্পণ করেছেন রাষ্ট্রপতি।এই সফরকালে আহমেদাবাদ ও গান্ধীনগরের দু’টি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেনেন তিনি। একতা নগর থেকে রাষ্ট্রপতি যাবেন আহমে দাবাদের ‘ ন্যাশনাল ইস্টিটিউট অফ ডিজাইন’-এর ৪৪-তম সমাবর্তনে যোগ দিতো। সেখানে ৪৩০ জন পড়ুয়ার হাতে তিনি শংসাপত্র তুলে দেনেন। আজ গান্ধীনগরে ‘ ন্যাশনাল ফরেন্সিক সাইন্সেস’ বিশ্ব বিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তনে যোগ দেনেন তিনি। ওইদিনই তুজ-এ আর্থকায়েক মেরোয়িয়ারও পরিদর্শন করবেন তিনি। পয়লা মার্চ রাষ্ট্রপতি মুর্মু যাবেন ঢে’লাভিরা-য় ইউ’নেস্কো হেরিটেজ সাইট পরিদর্শনে।

জম্মু ও কাশ্মীরে ফের তুষারপাত, পাহাড় ঢেকে গেল সাদা বরফে



শ্রীনগর, ২৭ ফেব্রুয়ারি : শীতের বিদায়রঙ্গে ফের তুষারপাতের সাক্ষী হল জম্মু ও কাশ্মীরে। বৃহস্পতিবার বাকতুর, কানজলওয়ান ও তুলুলি উপত্যকা-সহ গুরজে উপত্যকা জুড়ে বাদিপোয়ার ওপরের অংশে ভারী তুষারপাত দেখা গিয়েছে। রাজদান পাসে প্রায় ৬ ফুট বরফ জমে গিয়েছে। প্রবল তুষারপাতের কারণে গুরেজের ভিতরের সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাহাড়, গাছপালা ঢেকে গিয়েছে বরফের চাদরে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার সন্ধ্যা থেকেই কাশ্মীর উপত্যকায় নতুন তুষারপাত হয়েছে। এই তুষারপাত আগামীকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে, এই সময়ে সমভূমিতে বৃষ্টি প্রত্যাশিত। গুলমার্গে প্রবল তুষারপাত পর্যটকদের আনন্দিত করে তুলেছে। যদিও গত মাসে কম তুষারপাতের কারণে খেলাে ইন্ডিয়া গেমস স্থগিত করা হয়েছিল।

৫.০ প্রাবল্যের ভূমিকম্প অসমে, হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতি নেই



গুয়াহাটি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে অসম সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ৫.০। এতে কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিসএ)-র প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ভোররাত ০২টা ২৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে সংঘটিত ভূমিকম্পের তীব্রতা রিখটার স্কেলে ৫.০ ধরা পড়েছে। ভূমিকম্পের উসঙ্খল ছিল মরিগাও (অসম) জেলার ভূপূরভে ১৬ কিমি গভীরে ২৬.৮৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.২৪ও পূর্বে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি ২০২৫ সালের দ্বিতীয় দিন থেকে আজ পর্যন্ত নয় (৯) বার অসম সহ উত্তরপূর্বীয় রাজ্যগুলি কেঁপেছে ভূমিকম্পে।

মহাকুন্তু একতার মহাযজ্ঞ, বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : মহাকুন্তু একতার মহাযজ্ঞ। এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার নিজের এক হাতেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, মহাকুন্তু সম্পন্ন হয়েছে... ঐক্যের মহাযজ্ঞ শেষ। প্রয়াগরাজে ঐক্যের মহাকুন্তে এই ৪৫ দিন ধরে যেভাবে ১৪০ কোটি দেশবাসীর আস্থা



একসঙ্গে, একই সময়ে একত্রিত হয়েছিল, তা অভিভূত।প্রধানমন্ত্রী আরও লিখেছেন, মহাকুন্তে বিপুল

২০২৬ সালে তামিলনাড়ুতে সরকার গঠন করবে বিজেপিঃঅমিত শাহ

কোয়েম্বাটুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি : দুনীতি ইস্যুতে তামিলনাড়ু সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি এম কে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে-র সমালোচনা করে বলেছেন, ২০২৬ সালে তামিলনাড়ুতে সরকার গঠন করবে বিজেপি। গত বুধবার

কোয়েম্বাটুরে আয়োজিত এই জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, ২০২৪ সালে আমরা প্রথমবারের মতো পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে ওড়িশায় সরকার গঠন করেছি। বহু বছর পর অন্ধ্রপ্রদেশে এখন এনডিএ সরকার আছে। ২০২৫ সাল দিল্লিতে জয় দিয়ে শুরু হয়েছে এবং ২০২৬

রেল কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ অশ্বিনীর, অভিনন্দন জানালেন সবাইকে

প্রয়াগরাজ, ২৭ ফেব্রুয়ারি : মহাকুন্তু মেলার জন্য দিন-রাত এক করে পরিশ্রম করেছেন তাঁরা, সেই সমস্ত রেল কর্মীদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সকালে দেখা করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সমস্ত রেলকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী বৈষ্ণব। রেলমন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ধন্যবাদ



জানাতে চাই, যাদের নেতৃত্বে এমন একটি জমকালো অনুষ্ঠানের

বিধানসভায় ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ অতিশীর, তোপ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভার ভিতরে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনলেন দিল্লি বিধানসভার বিরোধী দলনেত্রী অশ্বিনী মারলেনা। বৃহস্পতিবার অশ্বিনী অভিযোগ করেছেন, পুলিশ অফিসাররা বলেন, আমাদের (এএপি বিধায়কদের) বিধানসভা থেকে সাসপেত্ত করা হয়েছে, তাই আমাদের এমনকি বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এটা অগণতান্ত্রিক ও অসংবি



ধানিক অতিশী আরও বলেছেন, এখনও পর্যন্ত দেশের ইতিহাসে এমনটা কখনো ঘটেনি। এমনকি সংসদে সাসপেত্ত হওয়ার পরও গান্ধী

মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ হয়। সব মিলিয়ে আমাদের থামানো যাবে কী করে? আমরা স্পিকারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। প্রতিবাদে এদিন বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এএপি বিধায়করা।পাল্টা এএপি-কে আক্রমণ করেছে বিজেপি। দিল্লির মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র বলেছেন, দেশের কোনও বিধানসভা বিরোধী বিধায়কদের এমন আচরণ নিয়ে

কাজ করতে পারে না। ১০ বছর ধরে, দিল্লির জনগণের সমস্যাগুলি এখানে আলোচনা করা হয়নি। আমরা কাউকে এমন ষড়যন্ত্র করতে দেব না, যাতে দিল্লির জনগণের সমস্যা নিয়ে আলোচনা না হয়। আমি মনে করি যে এখন এএপি-র লোকজনদের বোঝা উচিত, তাদের দিল্লির সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা উচিত এবং একটি মর্ষাদাপূর্ণভাবে সভা পরিচালনা করা উচিত।

চলছে স্কুলগুলিতে। গাড়ি উল্টে রাস্তা আটকে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন পড়ুয়া থেকে নিত্যযাত্রীরা প্রত্যেকে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশের উদ্যোগে স্বাভাবিক হয় যানবাহন চলাচল।

বাইপাসে উল্টে গেল ট্রাক, সমস্যায় স্কুল পড়ুয়া-নিত্যাত্রীরা

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ফের দুর্ঘটনা সাদার্ন বাইপাসে। এবার রাস্তার ধারে রাখা ইটে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল পাটের দড়ি বোঝাই একটি ট্রাক। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

সাদার্ন বাইপাসের খাসমল্লিকের কাছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ১৬ চাকার একটি বড় ট্রাককে জয়গা দিতে গিয়ে রাস্তার বাঁদিকে সরে যায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটি। সেখানে রাস্তার ধারে রাখা ছিল ইট, বালি-সহ

একাধিক দ্রব্য। সেই ইটে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায় ট্রাকটি।ট্রাকটির ভিতরে চালক একাই ছিলেন। যদিও ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। উল্লেখ্য, এই রাস্তাতেই রয়েছে একাধিক স্কুল। বর্তমানে পরীক্ষাও

বিহারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণঃমন্ত্রী পড়ে শপথ নিলেন ৭ জন বিধায়ক



পাটনা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : বিহারে আচমকাই সম্প্রসারণ হয়ে গেল মন্ত্রিসভায়। গত বুধবার বিকেলে বিহারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ৭ জন বিধায়ক। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন দারভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সঞ্জয় সারোগি, এছাড়াও বিজেপি বিধায়ক জীবেশ কুমার ও রাজু কুমার সিং মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। নীতীশ কুমারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে এদিন শপথ নিয়েছেন বিহারশরিফের বিজেপি

বিধায়ক ডঃ সুনীল কুমার।এছাড়াও বিজেপি বিধায়ক মোতিলাল প্রসাদ এবং কৃষ্ণ কুমার মন্টু মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। বিহারের মন্ত্রী হিসেবে ৭ জন বিধায়ক। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন দারভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সঞ্জয় সারোগি, এছাড়াও বিজেপি বিধায়ক জীবেশ কুমার ও রাজু কুমার সিং মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। নীতীশ কুমারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে এদিন শপথ নিয়েছেন বিহারশরিফের বিজেপি

ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ মমতার, বললেন ২৬-এও খেলা হবে

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ আনলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, ২০২৬-এও খেলা হবে। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসমাবেশে মমতা বলেছেন, ‘২০২৬ সালে আবার খেলা হবে। সেই কাজটা শুরু হবে ভোটার তালিকা পরিষ্কার করার মধ্য দিয়ে। জেলা সভাপতিদের বলব, বুথ কর্মীদের মাঠে নামান। প্রয়োজনে নির্বাচনের কমিশনের দফতরে ধনী দেবো।’ বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বলেন, ‘এসেই ওরা টিক করে, কাকে জেলে ঢোকাতে হবে, কার নামে চার্জশিট দিতে হবে, কাকে চোর বলতে হবে! লজ্জা করে না! আর জি কর মামলার এখনও সমাধান করতে পারেননি।’ অন্যদিকে আগামী বছরই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবে। নির্বাচন, তার আগে বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল কংগ্রেসের

মহাসমাবেশ। এদিন মহাসমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিয়ো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন, তা জানার অপেক্ষা ছিল রাজনৈতিক মহলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, যারা ভালো কাজ করছেন, তাঁদের পদোন্নতি করব। কিন্তু যারা কাজ করেন না, শুধু ভাষণ দেন, বিজেপি-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করেন না, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেন না, তাদের জন্য আমার কোনও দয়ামায়া নেই। মাটির বাড়িতে থাকা সেই কর্মী যিনি বুক দিয়ে জোড়ামূলকে আঁকড়ে রাখেন আমাদের মতো, আমি সাত জন মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই, যারা মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিহারের উন্নয়নে কাজ করবেন।

শুভেন্দু অধিকারী, ওঁদের আমিই চিহ্নিত করেছিলাম। ভবিষ্যতেও বেইমানদের লেজেগোবরে করার দায়িত্ব আমি নিলাম।’’নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের কর্মসভার বৈঠকে অভিষেক আরও বলেন, ‘ গরিবের টাকা বন্ধ করে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৪-এ বলেছিলাম, তির-চার মাস অপেক্ষা করব। তার পরেও আবাসের টাকা না-দিলে, রাজ্য সরকার বাড়ি করার ব্যবস্থা করবে। ওদের টাকায় আমরা বঁচে থাকি না। মুখ্যমন্ত্রী কথা রেখেছেন। সরাসরি টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।’ অভিষেক বলেন, ‘থেকে শুরু করে আর জি কর, বার বার মানুষকে ভুল বোঝানো হয়েছে। বাংলায় ক্রান্তি করা হয়েছে, এখনও ঢক্কাঢ়ি চলছে। আমরা বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাকে আঁকড়ে রাখব।’’প্রাথমিকে নিয়োগ দূনীতিতে সিরিআই-এর চার্জশিটে তাঁর নাম প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, ‘ দেখাচ্ছে, আমার বিরুদ্ধে নাকি সিরিআই চার্জশিট দিয়েছে। দু’জায়গায় খালি আমার নাম লিখেছে। কে অভিষেক, বাড়ি কোথায়, কোনও পরিচয় লেখা নেই। সিরিআই ভাববোকে কথা বলছেন, তার কোনও উল্লেখ নেই। বিজেপি কোনও দাবাব্যচে কথা বলছে। এই ভয়টা দেখে ভালো লেগেছে।উল্লেখ্য, আগামী বছরই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসমাবেশ। এই মহাসমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিয়ো মমতা বং্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন, তা জানার অপেক্ষা ছিল রাজনৈতিক মহলা। এদিন সকাল থেকেই নেতাজি ইন্ডোরে আসতে শুরু করেন তৃণমূলের নেতা এবং কর্মীরা। পঞ্চায়েত স্তর থেকে মন্ত্রী স্তর পর্যন্ত নেতারা জড়ো হন।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে। তবে এই অভিষেক আদতে কে তা স্পষ্ট করা হয়নি চার্জশিটে। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরের সভামঞ্চ থেকে এই নিয়ে তৃণ খুললেন মহামন্ত হারবারের মুখমূল সাসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, কাল খবরে দেখানো হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সিরিআই চার্জশিট দিয়েছে। ২৮ পাতার চার্জশিট। ২ জায়গায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নামটা লিখেছে। এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে, তিনি সাংসদ না বিধায়ক, কোথায় থাকেন, কী করেন, তার কোনও উল্লেখ নেই। বিজেপি কোনও দাবাব্যচে কথা বলছে। এই ভয়টা দেখে ভালো লেগেছে।উল্লেখ্য, আগামী বছরই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসমাবেশ। এই মহাসমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিয়ো মমতা বং্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন, তা জানার অপেক্ষা ছিল রাজনৈতিক মহলা। এদিন সকাল থেকেই নেতাজি ইন্ডোরে আসতে শুরু করেন তৃণমূলের নেতা এবং কর্মীরা। পঞ্চায়েত স্তর থেকে মন্ত্রী স্তর পর্যন্ত নেতারা জড়ো হন।

দেশ এখন মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়নে জোর দিয়েছেঃরাষ্ট্রপতি



হুস্তরপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গত বুধবার মধ্যপ্রদেশের হুস্তরপুরে বাগেশ্বরধাম যান। সেখানে তিনি গণবিবাহ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। নব দম্পতিদের আশীর্বাদ জানান রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, দেশ এখন মহিলাদের উন্নয়নের পরে মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়নে জোর দিয়েছে। প্রত্যেক পরিবারের উচিত কন্যাদের সক্ষম ও স্বনির্ভর করে তোলা।রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও বলেছেন, ভারতীয় পরম্পরায় সাধকগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের কাজ এবং কথার মাধ্যমে মানুষকে পথ দেখিয়েছেন। তাঁরা সমাজে ছড়িয়ে থাকা কুসংস্কার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেছেন এবং অস্পৃশ্যতা ও বৈষম্য দূর করার শিক্ষা দিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবও উপস্থিত ছিলেন।

দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে সঙ্গমে যোগী, আরাইল ঘাটে করলেন গঙ্গা আরতি

প্রয়াগরাজ, ২৭ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াগরাজে মহাকুন্তু মেলা শেষ হয়েছে গত বুধবার, এখনও বহু পূণ্যাধী রয়েছেন মহাকুন্তু মেলায়। বহু পূণ্যাধী বৃহস্পতিবারও মহাকুন্তে পূণ্যস্নান করেছেন। আরাইল ঘাটে দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রয়াগরাজে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক ও কেশব প্রসাদ মৌর্য এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা প্রয়াগরাজের আরাইল ঘাট - সঙ্গমে গঙ্গা আরতি করেছেন।উল্লেখ্য, বিশ্বের বৃহত্তম



আধ্যাত্মিক সমাবেশ মহাকুন্তু ২০২৫-এর সমাপন ঘটেছে গত বুধবার পবিত্র মহাশিবরাত্রির দিনে। মনে করা হয়েছিল, মহাকুন্তু মেলায় আসবেন ৪৫ কোটি মানুষ, সেই সংখ্যা ছাপিয়ে মেলায় এসেছেন ৬৬ কোটি মানুষ। যা এককথায় রেকর্ড।

সোদপুর শুকচরে বালক ব্রহ্মচারী বাবধামে হাজার হাজার মানুষ শিবের মাথায় জল ঢাললেন

মহন্ত দাশগুপ্তঃ- সোদপুর সুকাচরে গঙ্গার ধারে বালক ব্রহ্মচারী আশ্রমে তথা বাবধামে সাড়ম্বরে ও নিষ্ঠা সহকারে অনুষ্ঠিত হলো মহাশিবরাত্রির শুভ লগ্নে ভোলেবাবা তথা শিবের পূজার্তা এবং জাঁক-জমকি পূজা-পাঠ। এদিন সহস্রাধিক ভক্ত এবং মানুষজন বালক ব্রহ্মচারীর শুকচর আশ্রমে সকাল থেকে উপস্থিত হয়ে ভগবান শিবের মাথায় দুধ গঙ্গাজল ঢালেন এবং নানান করমের ফল-মূল দিয়ে পূজো দেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে এদিন উপস্থিত ছিলেন পানিহাটি পৌরসভার পৌরপারিষদ তীর্থধর ঘোষ, ডাক্তার অফ আর.অধিকারী কলেজ অফ অপটিমেট্রি প্যারামেডিকেল টেকনোলজির কর্ণধার তথা অধ্যাপক- ডাক্তার তপন অধিকারী সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্ব। শুধু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই নয়,এই রাজ্যের বাইরে থেকেও বিভিন্ন রাজ্যের ভক্ত ও মানুষজন ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীর বাবাবাম প্রাদ্দনে



এসে পূজা দেন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মূখা শিবরাত্রিতে শিবকে এবং তাদের ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারীকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং প্রার্থনাও জানান। সুদূর মুম্বাই থেকে এসেও ডক্তরা পূজার্চনা সহ ঠাকুরকে প্রণাম জানান ও প্রার্থনা জানান। বালক ব্রহ্মচারী ট্রাণ্ডির সভাপতি কাজল রায় সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

দেশে বিশাল সুযোগ উন্মোচিত হচ্ছেঃপীযুষ গোয়েল



মুম্বই, ২৭ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে ভারত কলিং কনফারেন্স ২০২৫-এর উদ্বোধন করেছেন। সেমেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে পীযুষ গোয়েল বলেছেন, মেক ইন ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এবং আর্থনিক ভারত-সহ ভারত সরকারের কৌশলগত উদ্যোগগুলি অভূতপূর্ব মাত্রায় উদ্ভাবন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরকে চালিত করছে। তিনি বলেন, ‘ দেশে বিশাল সুযোগ উন্মোচিত হচ্ছে।’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোয়েল বলেন, সরকারের ওপর নির্ভর না করে আমাদের দক্ষতা ও প্রতিযোগিতা বাড়াতে হবে। গোয়েল আরও বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃত্তি যে কোনও অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেন, দক্ষতা বৃদ্ধি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। তিনি আরও বলেন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ভবিষ্যতে আরও চাকরি যোগ করবে।

সুতদ্রার মৃত্যুর ৪ দিনের মাথায় পাকড়াও বাবলু যাদব

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি :পানাগড়-কাণ্ডে অবশেষে প্রেক্তার সাদা গাড়ির মালিক বাবলু যাদব। তাঁকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা। ধৃতকে নিম্নে আসা হয় কাঁকসা খানা।রবিবার পানাগড়ে গাড়ি উল্টে মৃত্যু হয় চন্দননগরের তরুণী সূতদ্রার মৃতের পরিবারের তরফে ইভটিজিংয়ের জেরে এই গাড়ি দুর্ঘটনা বলে দাবি করা হলেও, আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ করল পুলিশ। ঘটনার দিন সাংবাদিক বৈঠক করে জানান,

ইভটিজিংয়ের কোনও ঘটনার অভিযোগ তাঁরা পাননি। গাড়ির রেষারেষির জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পানাগড় কাণ্ডে তরুণীর মৃত্যুর পরই জানা গিয়েছিল একটি সাধা গাড়ির কথা। অভিযোগ ছিল, ওই গাড়িতে থাকা যুবকরাই নাকি উত্তাক্ত করছিল মৃত সূতদ্রা চট্টোপাধ্যায়কে। ইভটিজারদের হাত থেকে বাচিতেই প্রাণ খোঁষাতে হয়েছে তরুণীকে। ঘটনার ৪ দিন পর অভিযুক্তদের সাদা গাড়ির মালিক বাবলু যাদবকে প্রেক্তার করল পুলিশ। ঘটনার দিন চালকের আসনে ছিলেন বাবলুই।

দুরন্ত বার্তা

মহাকুন্তু শেষেও প্রয়াগরাজে বিশাল ভিড়, সঙ্গমে আস্থার ডুব ভক্তদের

প্রয়াগরাজ, ২৭ ফেব্রুয়ারি : মহাকুন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও প্রয়াগরাজে ভক্তদের সন্ধ্যামে ভাটা পড়েনি। বৃহস্পতিবারও ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব ভক্তদের বিপুল সংখ্যক ভক্তরা। সঙ্গমে আস্থার ডুব দেওয়ার পর কেউ অযোধ্যা, কেউ কেউ আবার বারানসীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। ফলে, প্রয়াগরাজের মতো এই দুই শহরেও তুড়তের ভিড় দেখা গিয়েছে।উল্লেখ্য, বুধবারই ছিল মহাকুন্তু মেলার অন্তিম দিন। মহা শিবরাত্রির পবিত্র দিনে ত্রিবেণী সঙ্গমে চতুর্থ অমৃত স্নান করেন লক্ষ লক্ষ পূণ্যাধীরা। উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি শুরু হয়েছিল মহাকুন্তু মেলা, টানা ৪৫ দিন পর ২৬ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে মহাকুন্তু মেলা। ৪৫-দিনে ৬৬ কোটিরও বেশি মানুষ সঙ্গমে পূণ্যস্নান করেছেন, যা এককথায় রেকর্ড।

পূর্ণাঙ্গ পণ্ডিতকা

১৫ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ২৮ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫২৭৫, সৌরঃ২৪ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সান্ন, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দ, বাংলাদেশঃ১৩ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১২ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈত্রেয়ঃকৃষ্ণেরন, আশ্বিনঃ১১ ফাল্গুন, মূলসিঃ৫-শা’বান-১৪৪৬-হিজরীঃশীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ৪০ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭ঃ০১২.৫ পর্যন্তক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাাত্রিঃ১২ঃ৪৪ঃ২২ দং ৪৮ঃ১৪ঃ০ পর্যন্ত পরে ভরগীকরণঃগর রাাত্রিঃ ০৬ঃ৭ঃ২৮ দং ৩০ঃ২৬২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২ঃ৬২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ০৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ২৪ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবোলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ৫১ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০৩ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বাবরবোলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ৪০ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবোলাঃদিন ০১ঃ৩৬ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাাত্রিঃ ০৭ঃ০৫ঃ১১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ২২ঃ০৩৬ (২২) ৪ পদক্ষত্রঃ ০১ঃ৫৫০২১ (২২) ১ পদক্ষত্রঃ ২২ঃ৬২২০ (৭) ২ পদবৃধঃ ৯ঃ১৫ঃ১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১ঃ৪২ঃ১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১ঃ৩৮ঃ৮৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০ঃ২৪ঃ৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১ঃ৭৪ঃ৪৩৮ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭ঃ৪৩ঃ৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুন্ত রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৫৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই আদিত্যত বৃষ্টিপাতকোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র আবারও বিক্ষি় দিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তাপমাত্রাও কিছুটা কমতে পারে। দার্জিলিঙে হতে পারে তুষারপাত।মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৯ ডিগ্রি বেশি। আগামী দু’দিনে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। তার পরের তিন দিনে তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন হবে না। উত্তরবঙ্গেও দার্জিলিঙে সন্ধ্যাআবহাওয়া থাকবে। মূলত শুষ্ক এবং কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিঙের সন্ধ্যাআবহাও কোথাও তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।জ্যোয়ার-সকাল৮ টা ৫২ মিনিট এবং রাত্র ১১টা ৫২ মিনিট। ভিটি-সকাল৮ টা ৫২মিনিট এবং রাত্র ২ টা ৫২মিনিট।সূর্যউদয় সকাল ৬টা ১০মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৫মিনিট

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে

দূরস্বভার্ভা, ২৭ ফে ৪ জেলায় ধস নামিয়ে তৃণমূলে যাবেন ও ডজন বিজেপি নেতা-বিধায়ক, বারলার দলত্যাগ নিশ্চিত। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার কলকাতায় শাসকদল তৃণমূলের মহাবৈঠক। এটি কার্যত রাজ্য সম্মেলন বলেই চিহ্নিত হয়েছে। সম্মেলনেই তীব্র আলোচনা বিরোধী দল বিজেপিতে ধস নামছে।

উত্তর থেকে দক্ষিণ-বাংলা জুড়ে ধসাতক্ষে বিজেপি। নেতা-বিধায়ক-সাংসদ মিলিয়ে হুমপাকে তিন ডজন নেতা-নেত্রী দল ছাড়তে তৈরি। এদের অনেকেই প্রাক্তন তৃণমূল। তারা বিজেপিতে গেছিলেন। ফের তৃণমূলে ঢুকবেন।



বিজেপি ছাড়তে পারেন ৬ জন জেলা সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকে ও গত লোকসভা নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থীরা। কানাঘুষো তারা নিরাপত্তাহীনতা ভুগছেন। কারন, তাদের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বলয় তুলে নেওয়া হয়েছে। বিজেপির উত্তর দিনাজপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, গাটাল ও কলকাতা উত্তর সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে।

বিজেপির মোট ৩২ জন নেতা-নেত্রীর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বলয় তুলে নিয়েছে কেন্দ্রের মোদী সরকার। এতেই চরম ক্ষুব্ধ তারা। জানা যাচ্ছে নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্কে এই বিজেপি নেতা-নেত্রীরা যোগাযোগ করেছেন তৃণমূলের সঙ্গে। তারা আশ্বাস পাচ্ছেন বলেই ইঙ্গিত আসছে। আলিপুরদুয়ারে জন বারলার ক্ষোভ তুঙ্গে। তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে টিকিট পাননি। বারলাকে ছেঁটে মাদারিহাটের প্রাক্তন বিধায়ক মনোজ টিগ্গাকে আলিপুরদুয়ার কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করে রেখেছিলেন। তিনি বর্তমান সাংসদ। নির্বাচনের সময় থেকে বারলা-টিগ্গা সংঘাত চলছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরে যান। তাঁর সঙ্গে একমঞ্চে দেখা গেছিল বারলাকে। তারপর থেকেই আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদের দলবদল নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছে বিজেপি।

১০ টাকায় বয়স্কদের খাবার ক্যান্টিন

দূরস্বভার্ভা, ২৭ ফে ৪ মাত্র ১০টাকায় টিফিন বাস্স ভর্তি খাবার বাড়িতে পাচ্ছে দেওয়া হবে, শহরে সজল ঘোষের বড় উদ্যোগ। শহরে এবার কাউন্সিলর ক্যান্টিনের উদ্বোধন করলেন বিজেপি নেতা তথা কলকাতা পুরনিগমের ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সজল ঘোষ। আগামী ২ মার্চ থেকে চালু হবে ওই ক্যান্টিন। রাতে এলাকার ৬০ বছরের উর্ধ্বের একাধী প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ১০ টাকার বিনিময়ে প্রতিদিন খাবার দেওয়া হবে



এই কাউন্সিলর ক্যান্টিন থেকে।

প্রশ্ন উঠেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের ‘ ক্যান্টিন’ের পাল্টা কি এই ‘ ক্যান্টিন’? ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির পৌরপিতা সজল ঘোষের দাবি, একেবারেই তেমনটা নয়। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর বন্ধদিনের ইচ্ছা ছিল, এলাকার বস্ক মানুষ বিশেষ করে যারা একা থাকেন, তাঁদের জন্য একবেলা খাবারের ব্যবস্থা করবেন। আর সেই ইচ্ছা থেকেই এই প্রচেষ্টা। কাউন্সিলর জানান, তাঁর এই উদ্যোগ সফল করতে সহযোগিতা করেছে সম্ভোষ মিত্র ফ্লোরার এবং মধ্য কলকাতা ক্লাব সমষ্ঘয় সমিতি। এলাকার বেশ কয়েকজন মানুষও এই উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন বলে জানান তিনি। আপাতত ২০০ জনকে পরিষেবা দেওয়া হবে সজল ঘোষের এই ক্যান্টিনে। সপ্তাহে চার দিন আমিষ এবং তিন দিন নিরামিষ খাবার দেওয়া হবে। একটি টিফিন বাস্সও দেওয়া হবে, তার জন্য ৩০০ টাকা জমা নেওয়া হবে। যখন আর তাঁরা খাবার নিতে চাইবেন না, তখন তিনি টিফিন বাস্স ফেরত দিয়ে ৩০০ টাকা ফেরত নিয়ে যাবেন।

যৌন হেনস্থার দায়ে রং মিস্ত্রি গ্রেফতার

দূরস্বভার্ভা, ২৭ ফে ৪ ৯ বছরের নাবালিকাকে নির্যাতন, গ্রেফতার রং মিস্ত্রি। কলকাতা নিউটাউনে নাবালিকার স্মীলতাহানির অভিযোগ। আর এই অভিযোগ উঠল এক রং মিস্ত্রির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল ইকোপার্ক থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ন’বছরের নাবালিকা নিউটাউনের বাসিন্দা। স্মীলতাহানির ঘটনায় নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত বাড়ির রঙ মিস্ত্রিকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর কমিশনারেটের ইকোপার্ক থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির বয়স বত্রিশের কাছে। সেও ইকোপার্কের বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দিন কয়েক ধরে নির্যাতিতা নাবালিকাদের বাড়িতে রঙের কাজ করছিল অভিযুক্ত যুবক। বৃধবার সকালেও সে ওই নাবালিকার বাড়িতে কাজে গিয়েছিল বলে খবর। নিচের ঘরে রঙের কাজ চলছিল। সে সময় নাবালিকার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যরা বাইরে বেরিয়েছিলেন। তখন নির্জন বাড়ির সুযোগ পেয়ে ওই নাবালিকাকে নানা প্রলোভন দেখায় অভিযুক্ত। তারপর বাড়ির উপরের চারতলার ঘরে ডেকে নিয়ে যায় ব্যাথ।

অভিযোগ, সেখানেই বাড়ির রঙ মিস্ত্রির কাছে স্মীলতাহানির শিকার হয় নাবালিকা। দুপূরের দিকে পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে এলে কল্লাকাটি জুড়ে দেয় মেয়েটি। এরপর নির্যাতিতার পরিবার রঙ মিস্ত্রির বিরুদ্ধে ইকোপার্ক থানায় যৌন হেনস্থার একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অ্যাপ বাইক টাক্সি ধর্মঘটের ডাক

দূরস্বভার্ভা, ২৭ ফে ৪ শহরে পাবেন না কোনও অ্যাপ বাইক বা ট্যাক্সি, বড় সিদ্ধান্ত নিল সংগঠন। অফিসে যেতে অনেকেরই ভরসা অ্যাপ ক্যাব অথবা বাইক। গন্তব্যস্থলে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে এই ক্যাব বা বাইকেই আস্থা রাখেন অনেকে। তবে সেই সকল যাত্রীদের জন্য দূরখের খবর। কারণ বৃহস্পতিবার শহরের পথে নেই অ্যাপ ক্যাব অথবা বাইক। কারণ, অ্যাপ ক্যাব ও বাইক ট্যাক্সি ইউনিয়ন নিয়েছে বড় সিদ্ধান্ত। তারা ডাক দিয়েছে বারো ঘটচার ধর্মঘটের। জানা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরেই বাড়ানো হলেও না ভাড়া। ন্যূনতম ভাড়া বাড়াতো অনেক দিন ধরেই দারি জানাছিল অ্যাপ ক্যাব সংগঠন। শুধু তাই নয়, অনেকেই হলুদ নম্বর প্লেট হয়নি। তাঁরা লোনে গাড়ি নিয়ে আছেন ঠিকই। কিন্তু ব্যবসায়িকভাবে গাড়িতে খাটাতে পারছে না। সেই কাজ ক্ষত করে দিতে হবে। বৃহস্পতিবার বেলা বারোটা থেকে মিটিং রয়েছে তাঁদের। মূলত, বামপন্থী অ্যাপ-ক্যাব সংগঠনই এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এ দিকে, এই ধর্মঘটের ডাকে সকাল থেকেই কিন্তু অ্যাপ ক্যাব ও বাইকের সংখ্যা রাস্তায় খুবই। ফলত যাত্রী ভোগান্তিতে যে বাড়তে পারে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মিনার্ভা থিয়েটারে হেরিজট ব্লপ্লাক

মিনার্ভা থিয়েটারের মুকুটে নতুন পালক! ‘ প্লেক’ হেরিটেজ তকমা বিভন্ন স্ট্রিটের ১৩২ বছরের এই হলকে। উত্তর কলকাতার বিভন্ন স্ট্রিটে অবস্থিত ১৩২ বছরের পুরনো মিনার্ভা থিয়েটার ১৯ শতকের আধুনিক বাংলা থিয়েটার জগতের সূচনাকালের সাক্ষী। ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার এই জনপ্রিয়



নাট্যশালা অবশেষে পেল ব্লু পেক তকমা। ব্লু পেক সম্মান সেই সমস্ত স্থাপত্যকে দেওয়া হয় যাদের ঐতিহাসিক মনুয়া রয়েছে। পুরসভার হেরিটেজ কমিটির তরফ থেকে

হাওড়া স্টেশনে বিপুল বিদেশি মুদ্রা

দূরস্বভার্ভা, ২৭ ফে ৪ গভীর রাতে কলকাতার রাস্তায় দেহ উদ্ধার। মঙ্গলবার রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকায় টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োর সামনের রাস্তা থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। কীভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম অনুপ মণ্ডল। বয়স ৩০-এর কোঠায়। হরিদেবপুরের মণ্ডলপাড়া এলাকার বাদামতলায় থাকতেন তিনি। অরিদম সেন নামে এক প্রবীণ আইনজীবীর অধীনে কাজ

করতেন অনুপ। মঙ্গলবার রাত প্রায়

৩টে নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার

রিজেন্ট পার্কে উত্তমকুমার সরণির

উপরে তাঁর দেহটি পড়ে থাকতে

দেখেন স্থানীয়েরা। যুবকের মাথায়

গভীর আঘাতের চিহ্ন ছিল। পাশেই

পড়েছিল তাঁর হেলমেটিট। অথচ

সঙ্গে কোনও বস্তু ছিল না। যুবকের

তড়িৎঘড়ি উদ্ধার করে বাঙুর

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে

চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

খবর দেওয়া হয় পুলিশেও। কলকাতা

শহর জুড়ে একন বহু হত্যার ঘটনা

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যাতে

বিতর্কিত হয়ে পড়েছে বাসিন্দারা।

শান্তিপূর্ণ কলকাতা কেনে একেবারে

হঠাৎ করে উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি

হতে শুরু করেছে এবং তার ফলে

শান্তিপ্রিয় মানুষের বসবাস করাটা

একেবারে অযোগ্য হয়ে উঠতে শুরু

করেছে তাকে খতিয়ে দেখতে শুরু

করেছেন পরিবেশবিদরা। আরজি কর

ঘটনা থেকে শুরু হয়েছে সেই

আশান্তি থাকি তার আর একটি স্থানে

থেকে থাকতে না। ক্রমশ তা ঘুরতে

শুরু করেছে শহরের সর্বত্র।

কাদা ছোড়াছুড়ি করলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে ৪ বাংলাদেশের সেনা প্রধান জেনারেল ওয়াকার



তিনি বলেন, এর মধ্যে যারা কাজ করেছে, যদি অপরাধ করে থাকে, সেটার শাস্তি হবে। অবশ্যই শাস্তি হতে হবে। না হলে এই জিনিস আবার ঘটবে। আমরা সৌচকে বন্ধ করতে চাই চিরতরে। কিন্তু তার আগে মনে রাখতে হবে, আমরা এমনভাবে কাজটা করব, এই সমস্ত অর্গানাইজেশনগুলো যেন আভারমাইন্ড না হয়। পুলিশ বাহিনীকে এতোদিনে কার্যকর করতে না পারার পেছনের কারণ উল্লেখ করে সেনাপ্রধান বলেন, আজকে পুলিশ সদস্য কাজ করছে না। একটা বিশাল বড় কারণ হচ্ছে, অনেকের বিরুদ্ধে মামলা, অনেক জেনেলে।

র‍্যাব, বিজিবি, ডিজিএফআই, এনএসআই প্যানিকড (আতঙ্কিত)। বিভিন্ন দোষারোপ গুম খুন ইত্যাদি। তদন্ত চলছে, অবশ্যই তদন্ত হবে, দোষীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে, এমন ভাবে কাজটা করতে হবে যেন এন এর্গানাইজেশনগুলো আভারমাইন্ড না হয়। এই অর্গানাইজেশনগুলোকে যদি আভারমাইন্ড করে আনতে হয়, দেশের শাস্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করবে, সবাই শাস্তিতে থাকবেন, এটা হবে না। সেটা সম্ভব না। আমি আপনাদের পরিকার করে বলে দিচ্ছি।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব শুধু সেনাবাহিনীর নয়, সে কথা মনে করিয়ে দি়ে সেনাপ্রধান বলেন, ‘এই দেশের শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব খালি সেনা সেনাবাহিনীর না। দুই

জগতের একাধিক মহারথী যেমন গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, শিশির কুমার ভাঙ্গড়ি, উৎপদন্ত এবং উত্তমকুমার এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা ভীষণ খুশি যে সরকার মিনার্ভা থিয়েটারকে ঐতিহাসিক স্থাপত্য হিসেবে গণ্য করেছে। ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই থিয়েটারে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল নাটকটি। থিয়েটারের প্রথম মালিক ছিলেন নরেন্দ্র ভূষণ মুখোপাধ্যায়। ১৯২২ সালে এই থিয়েটারটি অধিদগ্ধ হয়েছিল, ১৯২৫ সালে থিয়েটারটি ফের নির্মিত হয় গায়িকা তথা সেই সময়ের খ্যাতনামা অভিনেত্রী আঙুর বাল্মা দেবীর আর্থিক সহায়তায়।

১৮৯৩ সালের ২৮ জানুয়ারি গিরিশ চন্দ্র ঘোষের প্রথম নাটক ‘ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই থিয়েটারে। শুধু তাই নয়, বাংলার প্রথম মোশন পিকচার যেটি হীরাবাল সেন তৈরি করেছিলেন, সেটিও প্রথম দেখানো হয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারে। পরবর্তী সময়ে স্টার থিয়েটার এবং ক্লাসিক থিয়েটারেও সেটি দেখানো হয়। এই হলেই গিরিশ চন্দ্র ঘোষের সর্বশেষ থিয়েটার ‘ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যাতে বিতর্কিত হয়ে পড়েছে বাসিন্দারা। শান্তিপূর্ণ কলকাতা কেনে একেবারে হঠাৎ করে উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি হতে শুরু করেছে এবং তার ফলে শান্তিপ্রিয় মানুষের বসবাস করাটা একেবারে অযোগ্য হয়ে উঠতে শুরু করেছে তাকে খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন পরিবেশবিদরা। আরজি কর ঘটনা থেকে শুরু হয়েছে সেই আশান্তি থাকি তার আর একটি স্থানে থেকে থাকতে না। ক্রমশ তা ঘুরতে শুরু করেছে শহরের সর্বত্র।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যাতে বিতর্কিত হয়ে পড়েছে বাসিন্দারা। শান্তিপূর্ণ কলকাতা কেনে একেবারে হঠাৎ করে উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি হতে শুরু করেছে এবং তার ফলে শান্তিপ্রিয় মানুষের বসবাস করাটা একেবারে অযোগ্য হয়ে উঠতে শুরু করেছে তাকে খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন পরিবেশবিদরা। আরজি কর ঘটনা থেকে শুরু হয়েছে সেই আশান্তি থাকি তার আর একটি স্থানে থেকে থাকতে না। ক্রমশ তা ঘুরতে শুরু করেছে শহরের সর্বত্র।

লক্ষ পুলিশ আছে, বিজিবি আছে, র‍্যাব আছে, আনসার,ভিডিপি আছে। আমার আছে ৩০ হাজার সৈন্য। এদেরকে আমি এই যে একটা বিরাট ভয়েড, আমি এই ৩০ হাজার সৈন্য দিয়ে কীভাবে এটা পূরণ করব? ৩০ হাজার থাকে, আবার ৩০ হাজার চলে যায়, ক্যান্টনমেন্টে আরও ৩০ হাজার আসে, এটা দিয়ে আমরা দিন-রাত চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখনে যে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল কাজ হয়েছে সেটা আমাদের নিজস্ব তৈরি। এটা আমাদের নিজস্ব মানুষ্যাকারড। আমরা এইগুলো তৈরি করছি। এই



বিপরীতমুখী কাজ করলে দেশে সামরিক শাস্তি শৃঙ্খলা আসবে না। এই জিনিসটা আপনাদের মনে রাখতে হবে।

তিনি বলেন, তদন্ত কমিশন হচ্ছে আবার আবেকটা। আমরা সর্বদা চেষ্টা করব তদন্ত কমিশনকে সহায়তা করতে। যে ধরনের সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন হয় আমরা করব।

নির্বাচনের বিষয়ে সেনাপ্রধান বলেন, ‘আমরা দিচ্ছি একটা ফ্রি ফ্লোর অ্যান্ড ইনকুসিড ইলেকশনের জন্য দিকে ধাবিত হছি এবং তার আগে যে সমস্ত সরকার করা প্রয়োজন অবশ্যই সরকার সেদিকে ছেল্ল করবেন। আমি যতবারই ড. ইউনুসের সঙ্গে কথা বলেছি, কমপ্লিটলি অগ্রািড উইথ মি। দেয়ার শুড বি ফ্রি ফ্লোর অ্যান্ড ইনকুসিড ইলেকশন অ্যান্ড দ্যাট ইলেকশন শুড বি উইথইন ডিসেম্বর, অর ফ্লোজ্ টু দ্যাট। যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলি,১৮ মাসের মধ্যে একটা ইলেকশন। আমার মনে হয় সরকার সেদিকের ধাবিত হচ্ছে। ড. ইউনুস যথাস্থায় চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এ দেশটাকে ইউনাইটেড রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন উনি। তাঁকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। উনি যেন সফল হতে পারেন। সেদিকে আমরা সবাই চেষ্টা করব। আমরা একসাথে ইনশাল্লাহ কাজ করে যাব।’

দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে সেনাপ্রধান বলেন, ‘আসেন, আমরা নিজের নিজেদের মধ্যে মারামারি কটাকাটা না করে দেশে জাতি যেন

বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনায় হিন্দু মহাসভার পশ্চিমবঙ্গ শাখা

দূরস্বভার্ভা, ২৭ ফে ৪ প্রয়াগরাজ মহাকুন্ডে শিবরাত্রির দিন সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনায় গঙ্গারাজ হিন্দুমহাসভার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড়



গোষামীর উদ্যোগে মহাশিবরাত্রির দিন প্রয়াগরাজ মহাকুন্ডের ত্রিবেণী সঙ্গমে সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনায় গঙ্গাস্নান করলেন হিন্দুমহাসভার সদস্যরা। এরপর তারা গঙ্গাজল নিয়ে থয়াগে দেবাদিবর্ষ মহাদেবের জল কামেশ্বর অফিস শিবের মাথায় জল ঢাললেন। সম্প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়ে হিন্দুমহাসভার বক্তব্য মহাকুন্ডের গঙ্গাজল যুগ যুগ ধরে ভারতের আত্মা, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। তবে তীর্থ করতে এসে ভিড় এবং দূর্ঘটনায় পুণ্যার্থীদের মৃত্যু অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক। এই বিষয়ে আজ সন্ধ্যায় যোগী প্রশাসন এবং কুন্ডমেল্লা আয়োজক কমিটির অধিকারিকদের সাথে দেখা করে নিজেদের মতামত জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুমহাসভার রাজ্য

ভুংয়ো কল সেন্টার তৈরি করে চিটিং

দূরস্বভার্ভা, ২৭ ফে ৪ ভুংয়ো কল সেন্টারের আড়ালে চলছিল প্রতারণার চক্র। এ বার গার্ডেনরিচে অভিযান চালিয়ে সেই চক্রের খোঁজ পেল পুলিশ। ধরা পড়লেন চার জন। বাজেয়াপ্ত করা হল নগদ ও সোনা মিলিয়ে এক কোটি ১৮ লক্ষ টাকা।

গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার গার্ডেনরিচের আয়রন গেট রোডের কাছে হোয়াইট হাউস বিল্ডিংয়ে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশের গোয়েন্দা দল। সেখান থেকে বহুমূল্য সোনা ও নগদ মিলিয়ে প্রায় ১.১৮ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে বেশ কয়েকটি ল্যাপটপ, একটি ইন্টারনেট র‍াউটার এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি। পাশাপাশি, সন্দেহভাজন চার যুবককে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের না নাম খালিদ ইউসুফ খান, জাস্টিন পাল, মহম্মদ শাহরুখ এবং মুলিস হানা। সকলেরই বয়স ২৮ থেকে ৩৩-এর মধ্যে। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৬, ৪৩ এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। অভিযোগে, গার্ডেনরিচে বেআইনি কল সেন্টারের আড়ালে আসলে প্রতারণার চক্র চালাছিলেন ওই চার যুবক। ধৃতদের বৃধবার কলকাতা সিজেএম আদালতে হাজির করিয়ে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিশ।

ভারত রাশিয়া যৌথ উদ্যোগে ক্ষেপনাস্ত্র

দূরস্বভার্ভা, ২৭ ফে৪ রাবণ-পুত্র মেঘনাদের (ইন্ড্রজিৎ) মতোই আড়ালে থেকে শত্রুর উপর প্রাণঘাতী আঘাত হানতে সে দক্ষ। এ বার রাশিয়ার প্রযুক্তিগত সহায়তায় সেই অস্ত্র পেতে চলেছে ভারতীয় নৌসেনা। ব্রহ্মাস ক্ষেপণাস্ত্র এবং ডুবোজাহাজ বিধ্বংসী প্রযুক্তিতে সজ্জিত ‘মালি-রোল স্টেলথ গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট’ আইএনএস তমাল রাশিয়া থেকে শীঘ্রই রওনা দেবে ভারতের উদ্দেশে।

ভারত এবং রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে ইয়নটার শিপইয়ার্ডে নির্মিত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত ‘স্টেলথ গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট’গুলির অন্যতম তমাল। ২০১৬ সালের সমঝোতা এবং ২০১৮ সালে সহ ইউয়া চূড়ান্ত চুক্তি অনুযায়ী আইএনএস তলোয়ার শ্রেণির চারটি স্টেলথ ফ্রিগেট বানাচ্ছে রাশিয়া। চুক্তির মোট অঙ্ক ২৫০ কোটি ডলার (প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা)। এই তালিকার প্রথমটি, আইএনএস তুঘিল ইতিমধ্যেই ভারতীয় নৌসেনায় যোগ দিয়েছে। এ বার পাল্লা আইএনএস তমালের। হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস ‘শত্রুর’ যুদ্ধজাহাজ। নতুন সাফল্য ডিআরডিও-র অত্যধুনিক এই যুদ্ধজাহাজ পরিচালনা এবং যুদ্ধকৌশলের প্রশিক্ষণে অংশ নিতে এখন রাশিয়ায় রয়েছেন ভারতীয় নৌসেনার ২০০ জন অফিসার এবং কর্মী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, চলতি বছরের জুন মাসেই আনুষ্ঠানিক ভাবে নৌসেনায় যোগ দিয়ে সমুদ্রযুদ্ধের মহড়ায় অংশ নেবে আইএনএস তমাল। প্রসঙ্গত, ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের চিনের মোকাবিলার জন্য নৌসেনাকে আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ইউপিএ সরকারের আমলে। সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ হিসেবে পি-১৭এ প্রকল্পে মোট সাতটি শিবালিক গেমের ‘স্টেলথ ফ্রিগেট’ নির্মাণ শুরু হয়েছিল প্রায় দেড় দশক আগে। পরবর্তীকালে যুদ্ধজাহাজ, এমর্কি সামরিক হেলিকপ্টারেও ব্যবহার হচ্ছে এই প্রযুক্তি। শত্রুর নজর এড়িয়ে হামলা চালালেও সেনা পরীক্ষামূলক ভাবে স্বচ্ছ ফাইবরের তৈরি যুদ্ধবিমান বানিয়েছিল হিটলারের জার্মানি।

বিশ্ব শান্তির বার্তায় স্বপন বাউল

বনম্পতি দে,দূরস্বভার্ভা, ২৭ ফে ৪ রাষ্ট্রপতির পুরস্কার দেওয়া একতারা হাতে মহাকুন্ডে বিশ্ব শান্তির বার্তায় ডক্টর স্বপন বাউল। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির পুরস্কার দেওয়া একতারা হাতে ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল মহাকুন্ডে বাউল গানে বিশ্ব শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিলেন বিশ্ব বাসীকে। সুদূর পূর্ব বর্ধমান থেকে ছুটে গেলেন প্রয়াগ রাজ মহাকুন্ডে, পূর্ব বর্ধমানের গরিব বাউল শিল্পী টাকা পরসার অভাবে মহা কুন্ডে গিয়ে বাউল গানে বিশ্ব শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিতে প্রাশছেন না সেই খবর শুনেই আসানমোলের বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ জি স্বপন দত্ত বাউলকে নিমন্ত্রণ করেন তারপর বর্ধমুখী প্রতিভা ও নিঃস্বার্থ সমাজ সেচতেনে মুগ্ধ হয়ে সম্প্রদায় নিঃশব্দ নিঃশ্বরচায় স্বপন দত্ত বাউলকে মহাকুন্ড নিয়ে যান। প্রয়াগরাজ মহাকুন্ডে গিয়ে রাষ্ট্রপতির দেওয়া একতারা ও কোল ডুগী বাজিয়ে স্বপন বাউল নেচে নেচে গাইতেছেন, বিশ্ব শান্তির কামনায় মহাকুন্ডে গিয়ে এই যুক্তকণ্ঠে গান গে। গানে গানে বলছেন সারা বিশ্বের শান্তি বজায় থাকুক সম্প্রীতি রক্ষা পাক হিসা মুক্ত যুদ্ধ মুক্ত পৃথিবী হোক। বক্তব্যে বলেন জগতের মঙ্গল কামনায় আমি প্রয়াগরাজ মহা কুন্ডে এসেছি পৃথ্য মান করে জগতের মঙ্গল কামনা করলাম ও সারা বিশ্ব যেন শান্তি ময় হয় যুক্ত পৃথিবী হোক, এই আমার কামনা প্রয়াগ রাজের কাছে। নিজের উদ্যোগেই এমন মহতী প্রচেষ্টা দেখে সাধু সন্ত সন্ন্যাসী যোগী মহারাজ ও কোটি কোটি মানুষের মুখে একটাই কথা নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সেচতেন ও শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায়

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরস্‌ব‌র্ভা‌

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৮৯ সংখ্যা, শুক্রবার ১৫ ফাশন, ১৪৩১

সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ দিনু ঠাকুর

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সিংহভাগের স্বরলিপিকার ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ নতুন কোনো গান রচনা করার পরপরই তিনি স্বেচ্ছায় বা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে শিখে নিতেন। প্রশংসার তিন সে গানের স্বরলিপি করে – সরক্ষণ করতেন এবং তা অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকে শিখিয়ে দিতেন। পরবর্তীকালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কোনো গানের সুর ভুলে গেলে – তিনি দিনেন্দ্রনাথের স্বরাগাম হতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তলপানীদমটকের উৎসর্গপত্রে তাঁকে ; সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী, আমার সকল গানের ভাণ্ডারী -- আখ্যায় অভিহিত করেছেন। শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ মল্লিকের মতে, ‘রবীন্দ্রসংগীত বা বাংলা সংগীতের জগতে দিনুবাবুর চেয়ে বড় শিক্ষক আর কেউ ছিলেন না।’ শান্তিনিকেতনে গান শেখানোর সময় তিনি সাধারণত কোনও যন্ত্র ব্যবহার করতেন না। গান গেয়ে যেতেন, ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে দু-একবার শুনতেন, তারপর দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে গাইতে শুরু করতেন। প্রতিটি ছাত্রছাত্রী গানের সুর শুদ্ধভাবে আয়ত্ত না করা পর্যন্ত তিনি বিরামহীনভাবে শোখাতেন। শান্তিনিকেতনে উনি যখন গানের ক্লাস নিতেন তখন তা শুধু গান শোখার মধ্যেই সীমিত থাকতো না, পরিণত হতো ভাব আদান-প্রদানের এক অপরূপ আনন্দমেলায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন, ‘আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য এমনকি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাধ সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনদিন ক্লান্তি বা ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখিনি।’ গান শোখার জন্য দিনেন্দ্রনাথের উৎসাহেরও শেষ ছিল না। তিনি কবিগুরুর ডাক পেলেই হাজির হতেন। তাছাড়া নিজ উৎসাহেও তিনি নতুন নতুন গান শিখে নিতেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের গানের বিশাল ভাণ্ডার নিজ আয়ত্তে নিয়ে আসেন। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তার সকল গানের ভাণ্ডারি হচ্ছেন দিনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তার লেখা ‘ফাধনী’ নাটকের উৎসর্গ পাঠায় লিখেছেন, ‘যাহারা ফাধনীর ফখাদীটিকে বৃদ্ধ কবির চিত্তমরু্ত তলদেশে হইতে ওপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের এবং সেইসঙ্গে সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারি আমার সকল গানের ভাণ্ডারি শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো সমর্পণ করিলাম।’ শান্তিনিকেতনে ছিল দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণ। যেখানে ছোট-বড় সবাইকে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখতেন। জীবনের শেষদিকে অভিমানে শান্তি নিকেতন ছেড়ে জোড়াসাঁকোয় চলে যান। কিন্তু মন পড়ে থাকতো শান্তি নিকেতনে। প্রিয় কোনও ছাত্র বলিষ শান্তিনিকেতনের খুঁটিনাটি খবরও নিতেন আগ্রহ ভরে। দিনেন্দ্রনাথ স্বদেশ সুরতেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে ডাকবেন। কিন্তু ডাকেননি। তার ছাত্র শান্তিদেব যখন দেখা করতে এসেছিলেন, কমলা দেবী তাকে কবিগুরুকে বলার জন্য বলেছিলেন, ‘রবিদাকে বলো ঐকে যদি একবার ডাকেন।’ শান্তিদেব সে কথা রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছেও দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ডাকেননি। কবিগুরুর এই আশ্রয়ণ বিস্ময়কর। অচ্যু তখনও শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি, রবীন্দ্রভারতীতে সংরক্ষিত একটি চিঠি পড়লেই তা বোঝা যায়।

যে পরিচালক বাংলার হবে না

সত্যি কথা হল ছবির শেষ দৃশ্যে চৌরঙ্গীর রাস্তার সাবেকি আমলের একটা ল্যাম্পপোস্টের তিনটে হোল্ডারওলা এনামেলের তৈরি গোলাকার ল্যাম্প শেডের অবস্থা কার্যত বিতর্কে জড়িয়েছিলেন ছবির দর্শক থেকে সাধারণ মানুষ। মানিকবাগ হািস চাপতে চাপতে বলেছিলেন, কাগজে কাগজে সে একেবারে জয়জয়কার মশাই। এমন নির্ভেজাল প্রশংসা আর কখনও এর আগে পাইনি। আসল ঘটনাটা কী জয়পুরেরে অফিসে ঢুকলে বাঙালি ভদ্রলোক কে রাজস্থানী পিওন বলেছেন,সত্যদেও রাও নামে একজন ফোন করেছিলেন। তিনি অফিসে এসে বেনে একবার খানসকোটি পাালেন ফোন করেন। একটু যেন ধাঁধার মত লাগছে,আর সে নিজে সত্যদেও রাও নামের কাউকে চেনেন না। যাই হোক ফোন করার অনুরোধ যখন এসেছে তখন পাল্টা ফোন করতে হয়। সেই সময় তার জন্মায়ত্র প্রসঙ্গে একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটি তিনি জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইকোলজি বিভাগের অধ্যক্ষ বিজ্ঞানী ড. হেঙ্গেলেন্ডাখ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণার ভিত্তিতে লিখেছিলেন। পরামনোবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সিধু জ্যাঠা ফেল্ডাদকে যে ম্যাগাজিনটি ট্রেনে পড়ার জন্য দিয়েছিলেন সেটির জন্যই মানিকবাবু তাঁকে টেলিফোন করেছিলেন। হ্যাঁ লেখক ভদ্রলোক টেলিফোন ব্যাক করে শুনলেন গম্ভীর স্বরে উল্টোদিকের মানুষটি বলেছেন, হ্যাঁ আমি জয়পুরে ‘সোনার কেল্লা’র গুণ্টিং করতে এসেছি, আমার জন্মাস্ত্রবাদের ওপরে কিছু বিশেষী ম্যাগাজিন চাই। নিবন্ধের লেখক জ্যোতির্ময় দাশ লিখেছেন, মানিকদার কাছে গল্প শোনা এক বিরল সৌভাগ্যের মত। অমন জমিয়ে মজলিশি ঢংয়ে গল্প বলা আমি আর কারও কাছে শুনিনি। রসিকতার সূরে বলেছিলেন। তবে বাঙালিদের মত অমন ইন্টেলেকচুয়াল দর্শক আর হুজুগে মানুষ আমি বিশ্বের কোথাও পাইনি। সঙ্গে আরও কিছু বলেছিলেন সে গল্প না হয় আপাতত অন্যদিনের জন্য তোলা থাকুক। ‘মহানগর’ ছবির একটা গল্প বলেছিলেন মানিকবাবু। বলেছিলেন, বাঙালিরা তাঁকে মহানগরের যে প্রশংসা করেছেন তার তুলনা হয় না। ছবির দুই মুখ্য চরিত্র মাধবী ও অনিলা চট্টোপাধ্যায় অফিসপাড়া দিয়ে হাঁটছেন। সন্ধ্যা নেমে আসছে,অনিলের ব্যাক ফেল করতেছে, ওদিকে মাধবী চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।সদ্য চাকরি হারানো স্বামী,স্ত্রী পাশাপাশি পথ চলতে চলতে শেষ সংলাপ বলে, এত বড় শহরে আমরা কী আবার চাকরি পাবে না? তারা জনতার ভোটে মিশে যায় আর আমরা চৌরঙ্গীর রাস্তার সাবেকি আমলের একটা ল্যাম্পপোস্টের তিনটে হোল্ডারওলা এনামেলের তৈরি গোলাকার ল্যাম্প শেডে এসে ফ্রিজ হয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



বিশ্বমাতার আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালো বাসতে হবে। মায়ের আশীর্বাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আশীর্বাদ লাভ করেন

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন



স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মা সারাদা হচ্ছেন সাক্ষ্যং মা ভবতারিনী। তাঁকে দিনে একবার প্রণাম করা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করেকাজ শুরু করতেন। মা সারাদা তো জগত

মাতা। তিনিই তো সিদ্ধিদাত্রী। তিনি সবাইকে পথ দেখিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত পবন ধন্য। মা আছেন বলে সন্তানরা বেঁচেবের্তে থাকে। এবং বড় হতে পারে। না হলে কবেই সবাই শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতো। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সবার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব দেখাতে পারল। নদীকে তরলবাসীরা মা হিসাবে পূজে করে থাকেন। দেশকে মা বলে সম্মান দান করেন। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি পরিবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে।

রবীন্দ্রভক্ত কবি জীবনানন্দ বাংলা কাব্য রসের একটি নতু ধারার প্রবর্তন

করলেন যা আজও বাংলার আধুনিক কবিতার জগতে ভাস্কর হয়ে রয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

একেবারে প্রথম যৌবনে জীবনানন্দের যে কাব্যপ্রয়াস, তার নমুনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। বোঝাই যায়, কবিতা নিয়ে নতুন কবির যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাকে বিশেষ পছন্দ না করলেও জীবনানন্দ দাশের কাব্য প্রতিভাকে চিনতে দেরি করেননি রবীন্দ্রনাথ। করেননি বলেই কবিতা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় জীবনানন্দের মৃত্যুর আগে কবিতাটি পড়ে সম্পাদক তাকে দেরি করেননি রবীন্দ্রনাথ। কবিতা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় জীবনানন্দের মৃত্যুর আগে কবিতাটি পড়ে সম্পাদক তাকে দেরি করেননি রবীন্দ্রনাথ। কবিতা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় জীবনানন্দের মৃত্যুর আগে কবিতাটি পড়ে সম্পাদক তাকে দেরি করেননি রবীন্দ্রনাথ। কবিতা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় জীবনানন্দের মৃত্যুর আগে কবিতাটি পড়ে সম্পাদক তাকে দেরি করেননি রবীন্দ্রনাথ।



কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করতেন জীবনানন্দ? যার মহীরহৃৎপিঠে ছায়া থেকে বের হয়ে আসার জন্য জোহাদ ঘোষণা করেছিলেন তিরিশের কবিরা, তাদেরই অন্যতম এবং পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান পুরুষ হয়ে ওঠা জীবনানন্দ দাশ কোন দৃষ্টিতে দেখতেন তার সমকালে বাংলা সাহিত্যের চূড়ান্ত অভিব্যক্ত করে ওঠা কবিগুরুকে? কবিতা, প্রবন্ধ এবং চিঠি পত্র; তিনভাবেই রবীন্দ্রনাথকে অবলোকন করেছিলেন জীবনানন্দ। কোনো বিশেষণ ছাড়াই; কোনো রকমের অন্তরাল না টেনেই কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ শিরোনামেই পাঁচটি কবিতা লিখেছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার অবিস্মরণীয় রূপকার। অগ্রভূত পর্বায়ের এই কবিতাগুলোর প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথকে স্বরণ করে বিভিন্ম পত্রিকায় লেখা। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্বস্রা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পরিচয় পত্রিকা এবং জ্যোতির্বিদ্র মৈত্র সংকলিত পচিচ্ছে বৈশাখ নামক সংকলনে এটি করে রবীন্দ্রনাথ শিরোনামে কবিতা

জীবনানন্দের কোনো প্রকাশিত কাব্যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো কবিতা নেই। আবার না হতে পারে এই জন্য যে, কবিতা চর্চার শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন রূপসী বাংলার কবি। সমসাময়িক অন্য তরুণ কবিদের মতো জীবনানন্দও তার প্রথম কাব্য ব্যাপালক এর কপি পাঠিয়েছিলেন কবিগুরুর কাছে। রবীন্দ্রনাথও একটা উত্তর দিয়েছিলেন। উত্তরটা অপ্রকাশিত থাকলেও তা যে জীবনানন্দের জীবনের একটা মূল্যবান সম্পদের মতো ছিল তা পরের এক পত্রে জীবনানন্দ নিজেই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা যে দুটি চিঠির স্বাভাবিক সন্ধান মেলে সেখানে অগ্রজের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার পাশাপাশি স্নেহভাষির গর্বও প্রকাশিত হয়েছে। ৩ পৌষ ১৩৩৭ তারিখে কলকাতায় বসে লেখা পত্রে বরা পালাকের কবি শুরংতেই লিখেছেন, শ্রীচরণেষু, আপনার মেহাশিষ্য লাভ করে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আজকালকার বাংলাদেশের নবীন লেখকদের সময়ে হেড়া সৌভাগ্য এই যে, তাদের মাথার ওপরে স্পষ্ট সূর্যালোকের মতো আধুনিক পৃথিবীর

শ্রেষ্ঠ মনীষীকে তারা পেয়েছে। এরপর ধুরার পাণ্ডুলিপির একখানা কপি পাঠিয়ে তার সঙ্গে যে পত্র লিখেছিলেন সেখানেও অভিন্ন সম্বোধনে বলেন, আপনি আধুনিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষী। আপনি মহামানব। আপনার সাহিত্যসৃষ্টি ও জীবন পৃথিবীর ইতিহাসে এক গভীর বিশ্ময় ও গরিমার জিনিস। জার্মান সাহিত্যে গ্যোটে, ইংরেজি সাহিত্যে শেক্সপিয়র এর যে স্থান আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে আপনার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। এ যুগের বাঙালির ও বিশেষ করে বাঙালি যুবকের সবচেয়ে বেশি গৌরবে ও আনন্দ এই যে, আপনার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও জীবনের নিতা-নুতন দীপ্তি তার সম্মুখে রয়ে গেছে।

বস্তুত, রবীন্দ্রকাব্যের বিরাটত্বকে যে বেশ ভালোভাবেই পরিমাপ করেছিলেন মহাপৃথিবীর মহান কবি, তা এই পত্রদ্বয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর কবিতায় তিনি যখন রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, অনন্ত আকাশবোঝে ভরে গেলে কালের দুর্ঘট মরুভূমি, তখন রবীন্দ্রসাহিত্যের সীমার মাঝে অসীমের সন্ধানেরই অনুরণন ধ্বনিত হয়।

বাংলার আকাশে রবীন্দ্রনাথ সূর্যের মতোই বিভাধারী। সূর্য যেমন নীলিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারী তেমনি আমাদের প্রাণের আভাও রবীন্দ্রনাথ ও তার গানের কাছে ঋণী। জীবনানন্দের রবিপ্রশস্তির অত্যন্ত উজ্জ্বল নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ নামের আরো একটি কবিতা। সেখানে পুরো পৃথিবীরই একজন হয়ে যেন তিনি বলেছেন, ‘তারপর তুমি এলে, এ পৃথিবী সলের মন ভেঙে প্রতীক্ষা করে বসেছিল’ সত্যই তো,সত্যই তো, রবীন্দ্রাথের মতো মহামানবেরা হর-হরমেশাই পৃথিবীতে আসেন না, অনেক প্রবন্ধের দীর্ঘতর প্রতীক্ষার পর তবে দেখা পাওয়া সে কথটা ভালো ভাবেই জানতেন জীবনানন্দ দাশ। জানতেন মানুষের লালসার শক্তি এত বেশি যে, সমুদ্রের মতো বেদনাকেও সে বইতে পারে। বয়ঃ। আবার বাথার সমুদ্রে ফেটে সৌন্দর্যের সূর্যমুখী। যেখানে ক্ষমা ছিল না, প্রেম ছিল না, সহিষ্ণুতা ছিল না, ব্যথা ছিল না, ছিল না বিশ্ববোধও। সেখানে র বীন্দ্র স্পর্শমর্মেতেই এগুলোর জন্ম হলো। বিশ্বকবির গান এই সব ব্যথা -বেদনা, প্রেম-ক্ষমার সৌন্দর্যবস্ত্ত। রবীন্দ্রসংগীতে অপরিমেষ শক্তির প্রশংসাও হয়ে উঠেছে পরম নান্দনিক। ‘ তুমি এই পৃথিবীরে তোমার গানের নুত্না দিয়ে আকাশের অন্য সব, নক্ষত্রের সাথে বেঁধে দিয়ে রেচ গেছ।, আজও নক্ষত্রেরা এত কাছে, সুন্দর নিকটে এত শান্তি প্রেম ক্ষমা।’

অভিনেতা তরুণ কুমারের কলমে দাদা উত্তম কুমার এবং তাঁর মঞ্চ অভিনয় জগতে প্রবেশ

বিশেষ প্রতিবেদক

নায়ক উত্তমকুমার যেহেতু আমার দাদা তাই একটা সময় অনেকে একে একে দুই মেলাবার চেষ্টা করত। ভাবত, অনেক অভিনেতা -অভিনেত্রীর কেরিয়ারের শুরুতে যেমন বাবা-দাদার হাত যশ থাকে, আমার ক্ষেত্রেও নিশ্চয় তা ঘটেছিল। জীবনে সব সময় যে পরিচিতি নিয়ম মেনে উদ্ভ মেলানো যায় না, তার একটা উদাহরণ ছিল হ্রদ। ‘হ্রদ’ এর নায়ক ছিল আমার দাদা উত্তমকুমার, তবু দাদা কিন্তু আগ বাড়িয়ে সেদিন ছোট ভাইয়ের জন্য কোনও রকম সুপারিশ করেনি। এবার দ্বিতীয় উদাহরণ দিই। আমার জীবনে প্রথম পেশাদার মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল।



পুনরাবৃত্তি। একদিন কাগজে পড়লাম;বিশ্বরূপায় নতুন নাটকের জন্য অভিনেতা খোঁজা হচ্ছে। কণাল টুকে একটা আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলাম। আবেদনপত্র কর্তৃপক্ষের নামে।

ক্ষীণ একটা আশা ছিল মনে। বিশ্বরূপা-র তখনকার দুই কর্ণধার; দক্ষিণেশ্বর ও রাসবিহারী সরকার,

যাহোক, দিনের পর দিন যায় বিশ্বরূপা থেকে কোন জবাব এল না। শেষমেষ একদিন রোখ চেপে গেল। রাসারি হাতির হলাম বিশ্বরূপা কর্তৃ পক্ষের সম্মানে। একটা হেস্তুনেস্ত করতে হবে। আমি কি এতই অনভিজ্ঞ অভিনেতা যে একটা পরীক্ষারও সুযোগ দেওয়া যাক না। দক্ষিণেশ্বর ও রাসবিহারী সরকার পাশাপাশি বসেছিলেন ঘরে। আমাকে দেখে তো ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। বললেন; আপনি উত্তমবাবুর ভাই তরুণকুমার না! এখানে কী প্রয়োজনে? সব কথা খুলে বলার পর রাসবিহারীবাবু বললেন;আপনি যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন বাড়িতে বদলেননি কেন। আপনাদের বাড়িতেই তো বহুবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে যখন আমরা যেতাম আপনার দাদার কাছে।

তারবণ্যের রক্ত টগবগ করে উঠেছিল শরীরের প্রতিটি ধমনীতে। উত্তর দিয়েছিলাম; পরীক্ষা দিয়ে যখন শিল্পী নিচ্ছেন, তখন নিজের জন্য সুপারিশ করতে যাব কেন? রাসবিহারীবাবু বললেন; ব্যাপারটা তা নয়। অকেক আবেদনপত্র আসে। বাড়ি-ই-বাছাই করার সময় সব ব্যাপারটা যে খুঁটিয়ে দেখার সময় পাওয়া চা় তা নয়। তাই হয়তো আপনার আবেদনপত্রর দশাও অমন হয়েছে। তারপর অসহ্যের মতো মুখ করে বললেন;মুশকিল হয়েছে কী জানেন। নাটকের সব চরিত্র অভিনেতাদের মধ্যে বিলি হয়ে গেছে। এখন তো আর কিছু করার নেই।

চিরায়ুমান শরীরে তার মন আত্মার মতো, যে রকম মিশে রয়েছে, অন্য কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে তাদের সেরকম মিলন কোনো দিনও হয়নি। শুধু বাংলাদেশ কিংবা বাংলা ভাষা-ভাষীদের ভেতরে নয়, সমগ্র পৃথিবীতেও রবীন্দ্রনাথের মতো কালজয়ী মহাপ্রতিভা অনেক অনেক দিন আবির্ভূত হননি সে কথাও অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গেই বলেছিলেন জীবনানন্দ। আমাদের ভাষা, সাহিত্য, জীবনদর্শন ও সময়ের ভেতর দিয়ে সময়ান্তরে অগ্রসর হওয়ার যে পথ নির্মাণ করে গেছেন তা পৃথিবীর আদিমকালের মতোই বাক্য ও মহাসুধীরাই তা পারতেন... এমন অভিমত ব্যক্ত করার পর আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অবস্থান নিয়ে যে মন্তব্য জীবনানন্দ করেছেন তা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সুস্টিত ও সুদূরপ্রসারী ছিল, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।বিশ্বকবি সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও ভাবাবেগপূনা শিল্পমানসতায় রবীন্দ্রকবিতার আলোচনা করেছেন তিরিশের এই কবিশ্রেষ্ঠ। সে আলোচনায় শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধাক্তা তা নেই; প্রশংসা আছে, প্রশংসার তেলময়ন নেই। রবীন্দ্রনাথের মতো মহাপ্রতিভার কবির ছায়া থেকে যখন বাংলা কবিতা বের হতে চেয়েছিল বা বের হয়ে আসছিল, তখন মাদে হাত ধরে নতুন সুরের ধ্বনিত হচ্ছিল বলেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। এই তথ্য অনেকেই জানেন; কিন্তু তুল্যমূল্য বিচারে সত্যেন্দ্রনাথ যে বিষয়ও আঙ্গিক কোনো দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অতিক্রম, নয় একথা সপ্রমাণ উল্লেখ করেছেন জীবনানন্দ। বরং সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরই যে আধুনিক কবিতা যাকে খুব বেশি ডিমান্ড করে সেই সমাজ ও ইতিহাস সচেতনতা রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও ছিল;কিন্তু তা স্বভাবজাতভাবেই অনেকাংশে আধুনিক কবি ও কবিতা থেকে ভিন্নতর। রবীন্দ্র ছায়া থেকে বের হওয়ার, রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা আধুনিক কবিদের মধ্যে তীরতর হচ্ছিল একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা যে সহসা কোনো উল্ক্ষনয়ন নয়, রবীন্দ্রনাথের কবি কতবড় এক প্রেম ও প্রেরণার নাম ছিল প্রবন্ধগুলোই তার নীরব সাক্ষী। সন্দেহাতীতভাবেই জীবনানন্দ মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ বাঙালির সবচেয়ে বড় প্রতিভাই শুধু নয়, বাংলার সংস্কৃতি, বাঙালি জাতি ও তার জীবনান্তিতও রবীন্দ্রনাথের কাছে অতুলনীয়ভাবে ঋণী। কবিগুরুর মৃত্যুর পরই রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, রবীন্দ্রসত্তার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও বাঙালী জাতি, কোনো

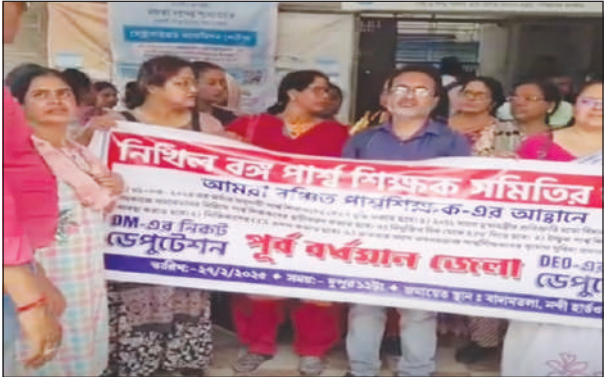
বৃহ্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা বলে তাই করবেস্ত এই ধারণা প্রত্যেক যুগসন্ধির মুখে নিতান্তই বিচারসাপেক্ষ বলে বেধে হলেও অনেক কাল পর্যন্ত অমূলক বা অসঙ্গত বলে প্রমাণিত হরেনাশ্ত এই আমার মনে হয়। (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা)। শুধু এই কথা নয়, তিরিশের কবিদের অনেক সফলতা সত্ত্বেও তাদের সীমাবদ্ধতার কথা এবং অবিস্মরণীয় কাব্য পণ্ডিত নির্মাণে অপারগতার কথাও বলেছেন রূপসী বাংলা কবি। তাঁর উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য নম্রক প্রবন্ধটিই এর প্রমাণ। একবার মৃত্যুর পরও রবীন্দ্রনাথ যে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক এবং তিরিশের অনেক প্রধান কবির তুলনায় আধুনিক ছিলেন, এই রকম সত্যটিও উল্লেখ করেছেন জীবনানন্দ দাশ। বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেকেই যেন স্পর্শ বাঁচিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আধুনিক, আরো আধুনিক, জ্যেষ্ঠ কবি কিংবা সমর, সুভাব প্রভৃতি অনুজ কবিদের ভিড়ের ভিতর থেকে। প্রকৃত প্রস্তাবে, কেবল তিরিশের কবি নন, বিশ্ব মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কবিদেরই অন্যতম একজনের নাম যে রবীন্দ্রনাথ, একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বিশ্বাস করতেন জীবনানন্দ দাশ। তার এ বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ শিরোনামে লেখা আর ও দু-দুটো প্রবন্ধে। দুটো প্রবন্ধেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ব ইতিহাসের অপর দুই শ্রেষ্ঠ কবি দাতেও শ্রেষ্ঠায়েরের সমস্তারলে নিয়ে ধরেছেন। একটি অভিনেতা জানিয়েছেন, রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবেশ করলে একটি বড় জগতের সিংহদ্বার দিয়ে এক আশ্চর্য পট্টিদগন্তলোকে আমরা এসে পড়ছি, এটা অনুভব করতে পারিষ্ঠ যেমন দান্তের কাব্যের সংস্পর্কে এসে আমরা ট্রেপ পাই, কিংবা শেক্সপিয়রের। তবে দান্তে বা শেক্সপিয়রের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের যে স্বভাবজাত তফাৎ বিদ্যমান তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।অভিব্যক্তিতে তুলে ধরেছেন অপর রবীন্দ্রনাথ গদ্যটিতে। জার্মান কবি গের্টেকেও টেনে এনেছেন আলোচনায়। বলেছেন, রবীন্দ্রনাথেরা শুধু স্বভাবজাত কল্পনামানীষায়ই গরিমায় নয়। তার প্রতিভার ভিতর এমন অলৌকিক ধীশক্তি ও তার নিপুণ প্রয়োগবৈচিত্র্যের বিশিষ্টতা রয়েছে যে এই দুইটি ধারার নিবিড় সামঞ্জস্য তাঁকে একজন অসাধারণ গীতিকরকে শ্রেণী থেকে অলোকসামান্য বিশ্বকবির পর্যায়ে উন্নীত করেছে। দান্তে এই রকম শাস্ত্রত রস সাহিত্যিক কবি শেক্সপিয়র আর একজন জার্মান কবি। লেখকঃ কুমার দীপ

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ চোঁরের মানবিকতা

বিশেষ প্রতিবেদক

গদাধর বাবু দীর্ঘদিন স্কুলে শিক্ষকতা করে অবসর নিয়েছেন। পেশনশ পান। ওতে স্বামী স্ত্রীর ভালো ভাবেই চলে যায়। উনি কলকাতায় একটি সুন্দর ফ্ল্যাট কিনেছেন,,এখন ওখানেই থাকেন। ছেলে মেয়েরা বাইরে থাকে। সুপ্রতিষ্ঠিত। গদাধর বাবুর থামের বাড়িতে যাওয়ার খুব ইচ্ছে হল,...সেই মত গোছগাছ করে ফেললেন,, কিন্তু, ওনার চিন্তা হল,, এতদিন ফ্ল্যাটটা ফাঁকা পড়ে থাকবে,,যদি চোর ঢোকে,,টাকাপয়সা,সোনার গহনা তো কিছু পাবে না,তখন যদি নিচে পাচুবাবুর জোয়ারতিরা ব্যবসা জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়, নষ্ট করে দেয়,, তাতে ও তো অনেক ক্ষতি! অনেক ছেবে উনি একটি উপায় বের করলেন। সেন্টার টেবিলের উপর দুটি ৫০০ টাকার নোট পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে দিলেন,, সঙ্গে একখান চিঠি, ‘‘ সম্মানীয়,চোর সাহেব, আমি কিছু দিনের জন্য আমার থামের বাড়ি তে যাইতেছি। ইতাবসরে, আপনি যদি দয়া করিয়া আমার ফ্ল্যাটে পদার্পন করেন,,তো আপনার দুঃখ হইতে পারে,,কারন, তাকা কড়ি,সোনাদানা কিছুই পাইবেন না,,কারন,আমি একজন সস্ত্রীক গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেন। সেখানে ছোটবেলার বন্ধু দের সঙ্গে জন্মিয়ে আড্ডা মারলেন,, গ্রামের টাটকা শাকসবজি, পুকুরের টাটকা পোনা মাছ, সকালে খেজুর রস, খেজুর গুড়,পাটালি খেয়ে মাস দুই পর কলকাতায় ফিরে এলেন। ফ্ল্যাটে ঢুকেই অবাক! কিছুই হয় নি, সব ঠিকঠাক আছে। হতাঃ,ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকাতেই নজর পড়ল। টেবিলের উপর দুটা ৫০০ টাকার ব্যাল্কল রয়েছে,তার নিচে একখান চিরকুট। সম্মানীয় মাস্তার মশাই, প্রণাম। আপনার টিপস দার্কন কাজে লেগেছে। ঐ ফ্লট টাটকা পরিদর্শন করে প্রচুর ওলাক সোনাদানা সংগ্রহ করতে পেরেছি,, এখন পর্যন্ত কোন সমস্যা হয় নি। তাই,উপটেকন হিসেবে এক লাখ টাকা রেখে গেলাম।

দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যে ন্যায্য বেতন থেকে বঞ্চিত পার্শ্ব শিক্ষকরাঃ বর্ধমানে ডেপুটেশন



সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ০১.০৩.২০২৪ এর অর্ডার অনুযায়ী সমগ্র শিক্ষার সাথে যুক্ত পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষনাত বিধানসভায় রিল এবে সকল পার্শ্ব শিক্ষকদের সম বনেতনের নিরিখে স্থায়ী শিক্ষকের মর্যাদা প্রদান, বদলির সুযোগ, নিয়োগের দিন থেকে ইপিএফ কার্যকর করা, ন্যূনতম ৯ হাজার টাকা পেনসন চালু করা সহ মোট ১১ দফা দাবী নিয়ে বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রকল্প সমগ্র শিক্ষা মিশনের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২১১০৭ জন প্রাথমিক পার্শ্ব শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং ২১১০৩ টা উচ্চ প্রাথমিক পার্শ্ব শিক্ষক ও শিক্ষিকা কর্মরত

কালেক্টরেট ভবনে যান, সেখানে তারা অতিরিক্ত জেলাশাসক (শিক্ষা) এবং জেলা প্রকল্পাধিকারিকের (সর্বশিক্ষা) কাছে তাদের স্মারকলিপি পেশ করেন। নিখিলবঙ্গ পার্শ্ব শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক অসিত চক্রবর্তী সহ সজল চ্যাটার্জী, মুমায় চক্রবর্তী, মধুসূদন যশ, শুক্লা রায়, অপর্ণা ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য পার্শ্বশিক্ষক পার্শ্ব শিক্ষিকারা। এদিন সংগঠনের জেলা সম্পাদক অসিত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রকল্প সমগ্র শিক্ষা মিশনের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২১১০৭ জন প্রাথমিক পার্শ্ব শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং ২১১০৩ টা উচ্চ প্রাথমিক পার্শ্ব শিক্ষক ও শিক্ষিকা কর্মরত

আছেন। প্রত্যেকে প্রায় ১৯- ২০ বছর ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু পার্শ্ব শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের বেতন এতটাই কম যে ন্যূনতম জীবন ধারন করাও সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান সময়ের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অর্থের অবমূল্যায়নের কারণে অর্থাভাব এতোটাই বেড়েছে যে চিকিৎসার অভাবে এবং হতাশাপ্রস্থ হয়ে অনেক পার্শ্ব শিক্ষক ও শিক্ষিকা অকালে প্রয়াত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। তথাপি সমাজের সব থেকে মূল্যবান কাজের সাথে জড়িত পার্শ্ব শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের দীর্ঘদিন বেতন বৃদ্ধি হয় নি, এমনকি বিগত বছরের পে কমিশনের সুযোগ পর্যন্ত পার্শ্ব শিক্ষিক ও শিক্ষিকারা পান নি। অথচ ০১.০৩.২০২৪ তারিখের চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নতুন বেতন সংক্রান্ত নির্দেশনামা বের হয়, যার মোমা নং- 1091F(P2)। যেখানে ন্যূনতম ১৫ বছর কাজ করলে গ্রুপ সি কর্মচারী ৬২০০০ টাকা, গ্রুপ ডি কর্মচারী ৬০০০০ টাকা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন এবং ২০ বছর কর্মরত থাকলে গ্রুপ সি কর্মচারী ৬৯০০০ টাকা, গ্রুপ ডি কর্মচারী ৬৭০০০ টাকা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। অথচ প্রাথমিক ও

যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে হলদিয়া- নন্দীগ্রামের খেয়াঘাটে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ফেরি যাত্রী কমিটির ডাকে নদী- ঘাটে বিক্ষোভে নন্দীগ্রামের বাসিন্দাদের। খেয়া ঘাটের ইজারাদারের মনপলি ভাড়া বৃদ্ধি ও অনৈতিক খেয়া ব্যবসার প্রতিবাদে বিক্ষোভ। হলদি নদীতে হলদিয়ার টাউনশিপ থেকে নন্দীগ্রামের কেন্দেমারি যাতায়াতের পথে লক্ষ্মের যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাতেই বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন স্থানীয় মানুষজন। এই খেয়াঘাট দিয়ে প্রতিদিন হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে কর্মসূত্রে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। নন্দীগ্রাম থেকে শ্রমিক, অফিস যাত্রী, নিত্যযাত্রীরা যাতায়াত করে থাকেন। ভাড়া বৃদ্ধির ফলে প্রত্যেকে সমস্যায় পড়ছেন।

দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ ফেব্রুয়ারি : বীরভূম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বার বার সকলকে সচেতন করছে। পথ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে লাগাতার সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি করা সত্বেও হুঁশ ফিরছে না গাড়ি চালকদের। আজ সদাইপুর থানার বাঁধেরশোল গ্রামের কাছে রানিগঞ্জ মোরগাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি লরির ধাক্কায় আহত ২। একটি লরির চালক আহত ও খালাসিফে সিউডি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে আসে সদাইপুর থানার পুলিশ। দাড়িয়ে থাকা একটি লরিকে ধাক্কা মেরে অপর একটি লরি। কিছুক্ষণ জাতীয় সড়কে যানজট সৃষ্টি হলে সদাইপুর থানার পুলিশ এসে যানজট মুক্ত করে এবং ঘাতক লরি দুটিকে অন্যত্র সরানো হয়।

বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত প্রেমিক, হাসপাতালে ভর্তি প্রেমিকা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৭ ফেব্রুয়ারি : কুলতলির পর এবার গোসাবা। জমিতে ইঁদুর মারতে বাধা বিদ্যুৎ এর তার লেগে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটলো প্রেমিকের। আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি প্রেমিকা। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। প্রেমিকার হাতে হাত রেখে ধান খেতে ঘুরছিলেন বছর বাইশের আদিবাসী এক যুবক। আন্দাজও করতে পারেননি সে কী বিপদ অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। আচমকা ইঁদুরের উৎপাত রুখে আলো ফেলে রাখা বিদ্যুতের তারে তড়িদ্দাহ হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে তাঁর প্রেমিকা। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাক্ষুষ ছড়িয়েছে গোসাবা বিধানসভার সুন্দরবন কোস্টাল থানার সোনাতালির বোড়িয়া এলাকায়। জমির মালিকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জানা যায়, মৃতের নাম রোহিত মাহাতো। আদিবাসী ওই যুবক সোনাতালির বোড়িয়া এলাকার বাসিন্দা। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ফুটবল খেলতেন ওই যুবক। বুধবার ছোট মোল্লা খালির গ্রামে ম্যাচ ছিল তাঁর। সঙ্গীরা ফিরে এলেও ওই যুবক পরে ফিরবেন বলে জানান। শোনা যাচ্ছে, ওই গ্রামেই এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাঁর। বিকেলে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করেন রোহিত। গ্রামেরই ধান খেতে ঘুরছিলেন তাঁরা। আচমকা ফেন ও ভাবে পা পিছলে পড়ে যায় রোহিত। ওই জমির আলো ইঁদুরের উপাত রুখতে ফেলে রাখা ছিল বিদ্যুতের তার। আর তাতেই তড়িদ্দাহত হন ওই যুবক। প্রেমিককে বাঁচাতে গিয়ে তরুণী ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। কিন্তু রাতে কেউ কিছু টের পাননি। এদিকে পরিবারের সদস্যরা দুজনকেই খোঁজাখুঁজি করে। বৃহস্পতিবার সকালে জমিতে ৬ জনকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় গোসাবা গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকরা রোহিতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে তাঁর প্রেমিকা।

শুক্রবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫। ৫

সরকারের জমিতে বেসরকারি ভবন! দলের দুর্নীতি রুখলেন তৃণমূল নেতাই

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল নেতারদের ঘনিষ্ঠ এক প্রভাবশালী শুল চুরি ঠেকালেন তৃণমূল নেতাই। শিলিগুড়ির চাঁদমণি টি এস্টেট জমিয়ার বেসিক শুলের নতুন ভবনের উন্মোচনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ। গত মঙ্গলবার তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে ই-মেলে চিঠি পাঠান। এরপরেই বৃহস্পতিবার বেসরকারি চাঁদমণি অরাইমারি শুল। রাস্তার ধারে ছয় বিঘা জমির উপরে চলত এই শুল। সেই জমিতে নজর পরে অসাধু চক্রের বলে খবর। এরপরেই একটি বেসরকারি সংস্থা নিজেদের উদ্যোগে মূল যে জমিতে শুল, তার থেকে কিছু দূরে দোতলা শুল নির্মাণ করে। মূল শুলের নিজেদের উদ্যোগে মূল যে জমিতে শুল, তার থেকে কিছু দূরে দোতলা শুল নির্মাণ করে। মূল শুলের নতুন ভবনে সরানোর উদ্যোগ শুরু হয়। ঘটনা সামনে আসতেই হৈ টৈ শুরু হয়। এলাকার তৃণমূল নেতাদের দাবি, শুলটিকে নতুন জায়গায় সরাতে পারলেই কোল্লাফতে! সরকারি জায়গা দখল হয়ে যেত। এরপর মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি ভোলা ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যসচিব, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার, শিলিগুড়ি হলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান, মুখ্য কার্যনিবাহী আধিকারিককেও চিঠি দিয়ে সব জানান। এরপরেই তদন্ত করে দেখা যায়, নতুন যে ভবন নির্মাণ হয়েছে সেটিও সরকারি জমি দখল করেই হয়েছে। নির্মাণকারী সংস্থাকে নোটিস দেওয়া হয়। এর মালিকানা যদিহে হাতে রয়েছে তাঁরা তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী বলে অভিযোগ। গত ১৭ জানুয়ারি ওই ভবন ভেঙে ফেলার জন্য নোটিস ইস্যু করে এসজেডিএ। সাতদিনের মধ্যে ভবন ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ওই ভবন ভাঙেনি নির্মানকারী সংস্থা। এরপর এদিন প্রশাসনের তরফে বেআইনি ভবন ভেঙে দেওয়া হয়। এ দিন, ভোলা ঘোষ বলেন, শুধু নির্মান ভাঙলে হবে না। কারা এ কাজ করেছিল, তাদের গ্রেফতার চেয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিচ্ছি।



কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন রেশম বোর্ডের আঞ্চলিক রেশম প্রযুক্তিগত গবেষণা কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় রেশম প্রযুক্তিগত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রাজ্য রেশম দপ্তরের সহায়তায় আধুনিক প্রযুক্তিতে মালদা জেলার রেশম চাষী, রিলার্স এবং বয়ন শিল্পীদের প্রশিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে রেশম কৃষি মেলা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হল। প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন আঞ্চলিক রেশম প্রযুক্তিগত গবেষণা কেন্দ্র বহরমপুরের ডাইরেক্টর এম মহেশ্বরী, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী দেবশীখ চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সিদ্ধ বোর্ডের ডিরেক্টর সুরজিত চৌধুরী , মালদা সিদ্ধ প্রতিউসার অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি উজ্জ্বল সাহা সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত চাষী এবং বয়নশিল্পীরা। এই রেশম মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল রেশম চাষি সহ বয়নশীলদের আধুনিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের সুবিধা অসুবিধা গুলো জানা সেগুলোকে প্রতিকার করা।

‘রণক্ষেত্র’ বীরভূম! মাথা ফাটল সিভিকের, গ্রেফতার ১২ মহিলা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি : এদিকে এগোচ্ছে ভোট, অন্যদিকে কোন্দল কাটায় জেলায় জেলায় বিদ্ব অপরকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি করে বের হলেও হাওয়া খারাপ বীরভূমের। প্রায়শই আসছে গোষ্ঠীকোন্দলের খবর। এমতাবস্থায় আবার এদিন নেতাজি ইন্ডোরের বৈঠক থেকে মমতার বার্তা গেছে অনুরতের উদ্দেশ্যেও। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এদিকে নেতাজি ইন্ডোরের যখন ভোটের দামামা বাজিয়ে দিল তৃণমূল সেদিনই আবার গোষ্ঠীকোন্দলে ত গুশ শান্তিনিকেতন থানার রূপপুর পঞ্চায়েতের মোহিনপাড়া গ্রাম। ঘটনায় এক সিভিক ভলান্টিয়ার আহত হয়েছেন বলেও জানা যায়। সূত্রের খবর, এই এলাকায় অনুরত মণ্ডল গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই আশঙ্কিত চলছিল বাবু দাস গোষ্ঠীর লোকপাধ্যাকের। একইসঙ্গে ছাব্বিশের বিধানসভাকে সামনে রেখে সাংগঠনিকে আরাও মজবুত করতে একটি কমিটি তৈরির কথা শোনা

কাগজের কিউআর ভিত্তিক একাধিক টিকিট চালু করা হবে

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর!! আজ, অর্থাৎ ২৮.০২.২০২৫ তারিখ থেকে বেগুনি লাইন ছাড়া সকল লাইনে কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে একক লেনদেনে কাগজের কিউআর ভিত্তিক একাধিক টিকিট জারি করবে। যেকোনো যাত্রী বুকিং কাউন্টারে নগদ অর্থ বা UPI মোডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ভাতা পরিশোধ করে একক লেনদেনে সর্বাধিক ৭টি কাগজের কিউআর টিকিট কেনা যাবে। বর্তমানে, যেকোনো যাত্রী একবারে কোল একটি কাগজের কিউআর টিকিট কিনতে পারেন। এটি কাউন্টারে টিকিটের জন্য লাইনের দৈর্ঘ্য এবং অপেক্ষার সময় কমাতে সাহায্য করবে। গত মাসে, মেট্রো রেল মাস ৩০ এরও বেশি ডিজিটাল লেনদেন অতিক্রম করে একটি মাইলফলক স্থাপন করেছে। যাত্রীদের ডিজিটাল লেনদেন গ্রহণ করার জন্য এবং মেট্রো স্টেশনে পৌঁছানোর আগে অনলাইনে টিকিট কেনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে বুকিং কাউন্টারে দীর্ঘ লাইনের কারণে ভিড় এড়াতে।

১০ লক্ষ টাকা করত পেলে ভালো লাগছে জানালেন বিধায়ক শংকর ঘোষ।

 করতে পেলে ভালো লাগছে জানালেন বিধায়ক শংকর ঘোষ।	 করত পেলে ভালো লাগছে জানালেন বিধায়ক শংকর ঘোষ।
---	--

শুক্রবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫। ৫



তার ছিঁড়ে ট্রেন চলাচলে বিপত্তি, ভোগান্তি যাত্রীদের

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ ট্রেন চলাচলে বিপত্তি। যার জেরে মাথায় হাত অফিসযাত্রী থেকে নিত্যযাত্রীদের। বন্ধ ট্রেন চলাচল। জানা যায়, ওভারহেড তার ছিঁড়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি। যার জেরে বর্ধমান ও কাটোয়া দুই লাইনে বন্ধ থাকে ট্রেন চলাচল। বৃহস্পতিবার সকাল বেলা এই ঘটনা ঘটায় কাব্যত প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়েন্নে যাত্রীরা। রেল সূত্রে খবর, ব্যান্ডেল ও হুগলি স্টেশন ও ব্যান্ডেল ও আদি সপ্তগ্রাম স্টেশনের মাঝে আপ ও ডাউন দুটি লাইনেই বন্ধ ট্রেন চলাল। যার জেরে ডাউন কাটোয়া লোকাল ৩৭৯১৬ দাড়িয়ে থাকে কুস্তিখাট স্টেশনে। পরের ডাউন ট্রেন ৩৭৯১৮ গুপ্তিপাড়া স্টেশনে দাড়িয়ে থাকে বলে জানা যায়। প্রায় আধ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ট্রেন গুপ্তিপাড়া দাড়িয়ে থাকে সেখানে। রেল সূত্রে খবর, রেলে আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে প্রায় দু ঘণ্টা সময় লাগে। এ দিকে, ব্যান্ডেল হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জংন। প্রচুর যাত্রী এই স্টেশন থেকে প্রতিদিন্যত যাতায়াত করেন। এরপর পর এক ট্রেন দাড়িয়ে থাকায় বিপাকে তাঁরা। এক নিত্যযাত্রী জানান, নেমাইট থেকে ব্যান্ডেলে যাচ্ছিল। এখন পায়ে পায়ে হেঁটে যেতে হচ্ছে কি না। আমি বর্ধমান যাব। ভাবছি অন্য গাড়িতে চলে যাব। শুনেছি তার ছিঁড়ে গিয়েছিল। তাই কতক্ষণ এই কাজ চলবে, আর ট্রেন কখন চলবে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

উস্তির শুট আউট কাভে প্রেফতার ৮, উদ্ধার আয়েয়াক্স ও কার্তুজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৭ ফেব্রুয়ারি : উস্তির বাগাড়িটা বজায়েরে শুট আউটে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত থোকন মন্ডল সহ মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি শুট আউটে ব্যবহৃত ৩ টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৮ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করলো এবার উস্তি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারে সাংবাদিকদের মোখোমুখি হয়ে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল মিতুন কুমার দে। তিনি এদিন বলেন, গত ৬ ফেব্রুয়ারীর রাতে উস্তির বাগাড়িয়া বজায়েরে শুট আউটে খুন হন বুদ্ধদেব হালদার। ঘটনার পর ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে তদন্তের জন্য একটি বিশেষ টিম তৈরি করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়ে ২০ দিনের মধ্যে ঘটনার সাথে যুক্ত দের প্রেফতার করলো পুলিশ। পুলিশি তদন্তে খুনের কারন হিসাবে মাটি ব্যবসার ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে এই খুনের ঘটনা বলে জানানো হয়। আর এই ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীরা গোপন রেয় থেকে স্বাভাবিক ফেনে ব্যবহার করছিল না। পুলিশ নিজেদের ম্যানুয়াল সূত্র ধরে দুষ্কৃতীদেরকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের নিখুনেবে হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

আমরা মানবাধিকারের জন্য লড়াই করি



দুরন্ত বার্তা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আমরা মানবাধিকারের জন্য লড়াই করি। আমাদের লক্ষ্য এবং আমাদের দুষ্টিভঙ্গি হল অধিকারের অর্থাৎ। ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং সাম্য আমাদের স্তম্ভ এবং আমরা সারা দেশে এই নিয়ে কাজ করছি। এই সমস্ত কথা বলেছেন অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের জাতীয় সভাপতি সৈয়দ আতিক শাহ। আসলে, আমরা আপনাকে জানিয়ে রাখি যে অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলন ২০২৫ হাওড়ার শরৎ সপ্তাহ হলে আয়োজিত হয়েছিল। যেখানে বাংলার বিভিন্ন কোণ থেকে শত শত সদস্য অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সময়, অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল তার ওয়েবসাইটেও চালু করে। যেখানে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্য লেখা হয়েছিল। এই সময়, অলকে লোককে সদস্যপদও দেওয়া হয়েছিল এবং সমস্ত সদস্যকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়াও আমরা আপনাকে জানিয়ে রাখি যে অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল আপনার সমস্ত অধিকার রক্ষা করে। এটি সমতার অধিকার, নারী হয়রানি, শিক্ষার অধিকার, অবৈধ কাজ, পুলিশের কাজে ব্যর্থতা, এফআইআর নথিভুক্ত না করা, শিশুস্বন্দ, যৌন হয়রানি, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন সহ অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে। আপনি দেশের যেকোনো কোণ থেকে থাকতে পারেন। অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল সর্বদা আপনার জন্য রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে হিন্দু, মুসলিম,

শিখ এবং খ্রিস্টান সকল ধর্মের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এই সময় সকলেই আইনি ও সামাজিক মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন এবং জনগণকে বলেন যে, সবার আগে তোমাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানা উচিত। তবেই তোমরা অন্যদের অধিকার রক্ষা করতে পারবে। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে, এই বিশেষ অনুষ্ঠানে অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের জাতীয় সভাপতি সৈয়দ আতিক শাহ, ১) সৈয়দ আতিক শাহ জাতীয় সভাপতি ২) জিতেন্দ্র পাল সিং জাতীয় সহ-সভাপতি ৩) ডঃ সৈয়দ মাসুদ কোম্বাধ্যক্ষ ৪) রঞ্জিত কুমার গুপ্ত জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ৫) প্রশান্ত সর্দার জাতীয় সম্পাদক ৬) মিতা চক্রবর্তী জাতীয় সভাপতি মহিলা সেল ৭) দীপশিখা ভৌমিক সভাপতি মহিলা সেল পশ্চিমবঙ্গ, ৮) ফারাহ কামাল সাধারণ সম্পাদক মহিলা সেল পশ্চিমবঙ্গ, ৯) মেহা হা সম্পাদক মহিলা সেল পশ্চিমবঙ্গ, ১০) ডঃ অলোক মুখার্জি সভাপতি উপদেষ্টা কমিটি, ১১) স্ক. হাসান সাধারণ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ, ১২) নীরজ সিং সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ ১৩) দিলীপ কুমার চ্যাটার্জী চেয়ারম্যান লিগ্যাল সেল পশ্চিম ১৪) মোঃ জাওয়াদ ভাইস চেয়ারম্যান লিগ্যাল সেল পশ্চিম বাংলা ১৫) মোঃ রইস খান সাংগঠনিক সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ এবং দূর-দুরান্ত থেকে সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আসুন এই অনুষ্ঠানে সকলে কী বলেছিলেন তা শুনি। অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল যা কেবল তার নামেই নয় বরং তার কাজের জন্যও পরিচিত। এবং এর জাতীয় সভাপতি সৈয়দ আতিক শাহ সর্বদা অধিকারের কথা বলেন এবং মানবাধিকারের জন্য লড়াই করেন। এছাড়াও, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং সাম্যের জন্য কাজ করা হল অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ম্যানুবিচার, স্বাধীনতা এবং সাম্যের জন্য কাজ করা হল অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের পরিচয়। এই প্রসঙ্গে, ২০২৫ সালের বার্ষিক সম্মেলনের সময় ওয়েবসাইটটি চালু করা হয়েছিল এবং অনেককে সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল।

রাতের অন্ধকারে নিজের এলাকাতেই বামফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশু মৈত্রের মূর্তি ভাঙুর, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : নিজেরই এলাকায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর মূর্তি ভাঙলো দুকৃতীরা। ফরওয়ার্ড ব্লক দলের প্রাক্তন মন্ত্রীর মূর্তি ভাঙার এই ঘটনা সামনে আসতেই ব্যাপক চাক্ষল্য। নিশায় সব্ব সকল রাজনৈতিক দল। দুকৃতীরা থাকে তৃণমূলের ছত্রছায়ায়। এলাকায় সন্ধ্যার পর মন্ড্যপদের দৌরাড্বা বাড়ে অভিযোগে বাম এবং বিজেপার। যারা করেছে শান্তি হওয়া প্রয়োজন দাবি তৃণমূলের। ঘটনাস্থলে পুলিশ। হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বীৰেন্দ্র কুমার মেত্র ওরফে বিশু মৈত্র। এলাকার প্রত্যেকের কাছে বিনি শ্রদ্ধায় নিজের কাজের জন্য। দীর্ঘদিন বিধায়ক এবং মন্ত্রী থাকলেও কখনো দুর্নীতি বা বিতর্কে নাম আসেনি। বহু কাজ করেছেন এলাকার জন্য। বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিনমন্ত্রী ভাজমূল হোসেন থেকে শুরু করে রুক তৃণমূল সভানেত্রী মর্জিনা খাতুন প্রত্যেকেই বিশু বাবুর শিষ্য ছিলেন একদা। যারা পরবর্তীতে ফরওয়ার্ড



রুক থেকে তৃণমূলে আসেন। হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকা য়। পুলিশ বের করুক। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকার বিভিন্ন সিঁসিটিভি ফুটেজ। তৃণমূল নেতা বিনোদ গুপ্তা বলেন, আমরা বাড়ি তুলসীহাটা। উনিও ওই এলাকার মানুষ। আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়। আজ হরিশ্চন্দ্রপুর এসে দেখতে পেলাম। যারা করেছে তাদের শাস্তি হোক। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস বলেন, দুকৃতীদের পেছনে রাজনৈতিক দলের মদত রয়েছে। কারা এই রাজ্যে দুকৃতীদের আশ্রয় দেয় সকলেই জানে। বিশু বাবু আমাদের সবার অনেকে। উনি এই এলাকার জন্য আবেগে কিছু করেছেন। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেড়িয়া বলেন,এটা আমাদের জন্য কালো দিন। সন্দের পর এখানে মেরে আসর বসেছে। কারা মদত দিচ্ছে সেটা দেখার। সিঁসিটিভি আছে।পুলিশ গ্রেপ্তার করুক।

ভুয়ো ভোটার, নির্বাচন কমিশন জেলা প্রশাসনকে সতর্ক হতে নির্দেশ দিয়েছে

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন জেলা প্রশাসনকে এই বিষয়ে আরো সতর্ক হতে নির্দেশ দিয়েছে। এই মর্মে কোনো অভিযোগ পেলেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে তৃণমূল প্রত্নসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন আজ বৈঠকে বসে। রাজ্যের সব জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিবোদ্র দাস। রাজ্য নির্বাচন দফতরের অন্যান্য আধিকারিকেরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সব জেলার অভিযোগ এবং ইআরও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই নম্বরের একাধিক এপিক কার্ডের অভিযোগা গুঠায় প্রতিটি এডিএগে কেন্দ্রীয় কমিশনের কাছে জানানো হয়েছে। ওই কার্ডগুলি নিয়ে তদন্ত করবে নির্বাচন কমিশন। আগামী ৪ মার্চ সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন নবনিযুক্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনারে। সেখানেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।

বিয়ের পর চারপাশের লোকজন নানা পরামর্শ দেয়, তবে কোনটা শুনবেন সেই সিদ্ধান্ত নিজেদের নিতে হবে

বিয়ে ও সম্পর্ক বিষয়ক পরামর্শ, নতুন যেকোনো কিছুর শুরুতে ভুল হবে, এটাই স্বাভাবিক। বিয়ের পরেও তাই। নতুন দাম্পত্যে ভুলকে খুব বড় করে দেখা যাবে না। ভুল থেকে সমস্যা তৈরি হলে একে অপরের প্রতি সহনশীল থেকে সেগুলো সমাধান করতে হবে।

১. সামর্থ্যের বাইরে বাসা ভাড়াশহরে বাস করেন এমন নতুন দম্পতির আয়ের একটা বড় অংশই থাকার ব্যবস্থা করতে চলে যায়। নিজ নিজ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের মতো গুছিয়ে নিতে চাইলে খরচ এমনিতেই বেড়ে যায়। তার ওপর যদি দেখনদারির চাপে পড়েন, তাহলেই শেখ। অনেক সময় স্ট্যাটাস ঠিক রাখতে গিয়ে বাড়তি বাসাভাড়ার চাপে পড়েন দম্পতিরা। এ সময় পরিবার, আত্মীয় বা বন্ধুদের কথায় বায়বহুল বাসা নিয়ে বিপদ বাড়ান দম্পতিরা। কয়েক মাস যেতে না যেেইই বাসাভাড়ার বাড়তি খরচ জোগাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। এমন ঘটনা অহরহই ঘটছে। সামাজিক অবস্থানের কথা ভেবে অনেক সময় দম্পতিরা শুরুতেই বায়বহল বাসা নেন। কিন্তু নতুন সংসারে আর ও ব্যয়ের ভারসাম্য থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। না হলে কদিন পরই শুরু হয় অর্থনৈতিক টানাশোষণ। তাই স্থান-কাল এবং নিজেদের সামর্থ্য ও চাহিদা বিবেচনা করে বাসা নিতে হবে। লোকে কী বলবে না ভেবে দেখতে হবে, বাসাটি নিজেরের কর্মস্থলের কাছে কি না, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘর আছে কি না এবং দুজনের রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। বাড়তি খরচ ছাড়াই বাসাটি নেন



দুজনের থাকার উপযোগী হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর আয় যদি বেশিও হয় বাড়তি টাকাটা বাসাভাডায় না দিয়ে সঞ্চয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ২. দামি আসবাবনতুন সংসারের সবকিছুতেই নতুন করে কিনতে হয়। অনেকে এ সময় নবদম্পতিকে দাম দিয়ে ব্রান্ডের আসবাব কেনার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আর এমনিটি করতে গিয়ে অল্প সময়ে বেশ বড় অঙ্কের টাকা খরচ হয়ে যায়। নতুন সংসারে অনেক বেশি আসবাবের প্রয়োজন নেই। সেগুলো দামি হতে হবে, এমনটাও না। আসবাব কেনার আগে নিজেরা আলোচনা করতে হবে। একে অপরের রুচির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। একান্তই প্রয়োজনীয় আসবাবগুলো প্রথমে কিনতে হবে। পরে সময় নিয়ে শেখের আসবাবগুলো একে একে কেনা যেতে পারে। শুরুতেই খুব অহামরি দামি বাসা, দামি আসবাবে খরচ করার আগে দুজন মিলে

ভাবতে হবে, এটি তাঁরা দীর্ঘ মেয়াদে চালিয়ে নিতে পারবেন কি না। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সংসারের শুরুতেই লোক দেখানোর জন্য বড় বাসা, দামি আসবাব না নেওয়াই ভালো। ৩. পরিবার থেকে দূরে দূরে থাকবিয়ের পর পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজ নিজ পরিবার থেকে আলাদা বাসস্থানে থাকতে শুরু করেন অনেকে নবদম্পতি। এ সময় অনেকেই বলেন, নবদম্পতিদের শুরুর দিনগুলোয় সবার থেকে আলাদা হয়ে একবারে একান্তে থাকা উচিত। অন্যদিকে নতুন পরিবার পরিস্থিতি সামলে নিজে নিজ পরিবারের জন্য সময় দিতে বাধ্য হন তাঁরা। লোকের পরামর্শ মেনে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার খুব একটা চেষ্টা করবেন না। এতে নিজ নিজ পরিবার ছাড়াও একে অপরের পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাবা-মা, ভাই-বোনের সম্পর্কে ছেদ

পড়তে শুরু করে। কিন্তু বাসস্থান আলাদা হলেই যে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না, ব্যাপারটি এমন না। হঠাৎ আলাদা থাকা শুরু করলে অভিভাবকেরা দুশ্চিন্তা করবেন, এটাই স্বাভাবিক। তাঁদের সঙ্গে আগের মতো প্রতিদিন দেখা না হলেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। কেননা, আপনার যেকোনো বিবাদ বা প্রয়োজনে তাঁরাই প্রথম এগিয়ে আসবেন। ৪. নিজেকে তৈরি না করেই সন্তান নেওয়া ‘ভূমি তো বুড়িয়ে যাচ্ছে, দেরিতে সন্তান নিলে বড় করবে কবে?’, ‘আর বেশি দেরি হলে যদি সন্তান না হয়?’ বিয়ের কয়েক মাস না যেতেই নবদম্পতিকে দেওয়া হয় দ্রুত সন্তান নেওয়ার এমন নানা পরামর্শ। নতুন জীবনে নিজেদের খাপ খাওয়াতেই হয়তো কাহিল তাঁরা। ‘তোমরা বাচ্চা নাও, আমরা পেলে দেব’ বলা লোকের কথায় সন্তান নিয়ে লালনপালনের সময় আর পরামর্শদাতাদের খুঁজে পান না দম্পতিরা। যাঁস সন্তান তাঁকেই পালতে হয়। তাই লোকের কথায় সন্তান না নিয়ে নিজেরা ভেবেচিন্তে, দুজন আলোচনা করে, মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে তারপর সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করা ভালো। সম্পর্ক বিষয়ক পরামর্শ, বিয়ের পর কেউ দ্রুত সন্তান নেওয়ার পরামর্শ দিলে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই, তবে, সন্তান নিতে চাইলে আগে নিজেদের বয়স, স্বাস্থ্যের অবস্থা ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে। সর্বোপরি, স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সম্মান করতে হবে।

৫. নিজেদের মধ্যে ‘পারসোনাল স্পেস’ না রাখাবিয়ের আগের দীর্ঘ একটা জীবনের অভ্যস্ততা ছেড়ে নতুন করে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন নবদম্পতিরা। একে অপরের জীবনব্যবস্থা, চিন্তাধারা, ভালো-মন্দ অভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত হন তাঁরা। অনুভব করতে শুরু করেন একে অপরের ব্যক্তিগত ব্যাপার গুলোকেও। কিন্তু অনেক সময় দুজনের একজন বা দুজনই ‘পারসোনাল স্পেস’ বা ব্যক্তিগত পরিসরের অভাব বোধ করেন। এমন পরিস্থিতিতে মনে হতে পারে, একান্ত ব্যক্তিগত বলতে আর কিছুই থাকল না। অনেকে আবার সহকর্মী বা কাছের মানুষজনের চাপে সঙ্গীর ওপর নজরদারি শুরু করেন। চেষ্টে বলেন ফোন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাসওয়ার্ড, যা একবারেই ঠিক না।‘বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু থাকে না’। বিয়ের পরের সময়টা একই সঙ্গে যেমন আনন্দময়, তেমনি আবেগপূর্ণ। একে অপরের সবকিছু জানতে ইচ্ছে হয়, সব সময় একসঙ্গে থাকতে ইচ্ছে হয়, ব্যাংকের অ্যাকাউন্টও অনেকে একসঙ্গে খুলতে চান।

তবে এটাও স্বাভাবিক যে এই অনুভূতি ও ইচ্ছা সবার সমান না। হতে পারে। তাই নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়গুলো একে অপরের সঙ্গে শোলাখুলি আলাপ করতে হবে। একে অপরের ইচ্ছাকে সম্মান করতে হবে। ব্যবৃতে হবে, এটি তাঁর ব্যক্তিগত স্থান। উদাহরণ স্বরূপ, দাম্পত্যের সম্পর্কেও একে অপরের আর্থিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই শ্রেয়।

নারী দিবসে কলকাতায় জিনাত আমান তার সঙ্গীত-কথোপকথনের লাইভ শো নিয়ে শাম মস্তানি নিয়ে ফিরে আসছেন

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৫ মুম্বাই এবং দিল্লির দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করার পর, ও.জি. ডিভা, জিনাত আমান, ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কলকাতায় নিয়ে আসছেন সঙ্গীত-কথোপকথনমূলক লাইভ শো - কারবা লাইভের ইয়ে শাম মস্তানি । ৮ মার্চ যোনো থ্যালা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য এই অনন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি, বলিউডের স্বর্ণযুগের স্মৃতিচারণ, সঙ্গীত এবং গল্পের এক সন্ধ্যার প্রতিশ্রুতি দেয়। শিল্প, সঙ্গীত এবং সিনেমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার জন্য পরিচিত শহুর কলকাতা এই মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতার জন্য উপযুক্ত মঞ্চ। দর্শকরা জিনাত আমানের বিখ্যাত গানের মাধ্যমে অতীতে ফিরে যাবেন, প্রগতি নাগপাল এবং প্রণব চন্দ্রন ও একটি লাইভ ব্যান্ডের সাথে পরিবেশিত, যা পর্দার পিছনের গল্প এবং কিংবদন্তি অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত উপাখ্যানগুলির সাথে মিশে শোকে। দুর্দান্ত কথোপকথন এবং কিরোজ খানের মতো কিংবদন্তি পরিচালকদের সাথে কাজ করার পাশাপাশি অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দের মতো কো স্টারদের সাথে তার কেমিস্ট্রি সম্পর্কে তার অন্তর্ভূটিও শোয়ার করবেন, যার মধ্যে রয়েছে পর্দার পিছনের মজার গল্প এবং সেটে প্রতিক্রিয়া। বলিউডকে নতুন করে সজ্জায়িত করেছেন, ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন, জিনাত আমান হলেন করুণা এবং ক্ষমতায়নের একজন প্রতীক। তার সাথে নারী দিবস উদ্‌যাপন করা আমাদের জীবনের উল্লেখযোগ্য নারীদের সম্মান জানানোর একটি নিখুঁত উপায় - তা সে স্বামীস্ত্রী, সন্তান বা বন্ধুদের সাথেই হোক না কেন।ইয়ে শাম মস্তানি নিয়ে জিনাত আমান বলেন, সিনেমা কেবল আমাদের তৈরি করা ছবিগুলো নয়, বরং যাত্রাপথে আমরা যে গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকি সেগুলোর উপর নির্ভর করে। আমি এমন এক জীবন কাটিয়েছি যেখানে আডভেঞ্চার, সঙ্গীত এবং এমন কিছু মুহূর্ত আছে যা আমাকে গড়ে তুলেছে। ইয়ে শাম মস্তানি হলো তোমাদের সকলের সাথে সেই অভিজ্ঞতাগুলো ভাগ করে নেওয়ার আমার উপায়সঙ্গীত, স্মৃতি এবং সর্বোপরি গল্প বলার শক্তি উন্ময়ণ করে।।

নারী দিবস উদ্‌যাপনের জন্য আনন্দ এবং স্মৃতির সন্ধ্যায় একত্রিত হওয়ার চেষ্টে ভালো আর কোন উপায় আমার মনে হতে পারে না। সারোগেয়ার ফিল্মস আন্ড ইভেন্টস-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সিদ্ধার্থ আনন্দ কুমার আরও বলেন, ‘সারোগেয়ার কাছে কালজয়ী সুরের এক সমৃদ্ধ ক্যাটালগ রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে, সারোগেয়া কারওয়ান অতীতের শিল্পীদের ভক্তদের কাছে স্মৃতিকাতরতাকে এক বাস্ত্বে পৌঁছে দিয়েছে। কারবা লাইভের মাধ্যমে, আমরা এখন সেই অভিজ্ঞতা মধ্যে নিয়ে আসছি। ‘ইয়ে শাম মস্তানি’ হল কিংবদন্তি শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, যা ক্লাসিক হিট গানের মাধ্যমে দর্শকদের এক স্মৃতিকাতর প্রাণায় নিয়ে যায়। জিনাত আমানের সাথে আমাদের প্রথম এডিশন মুম্বাই এবং দিল্লিতে বিশাল সাফল্য পেয়েছিল এবং এখন আমরা এটি কলকাতায় আনতে পেরে রোমাঞ্চিত। জিনাত আমান একজন বলিউড কিংবদন্তির চেষ্টেও বেশি কিছু - তিনি প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা। সঙ্গীত, স্মৃতি এবং একজন আইকন - নারী দিবস উদ্‌যাপনের এর চেষ্টে ভালো উপায় আর কী হতে পারে?

বসার ঘরেই করে তুলতে পারেন আপনার পারিবারিক লাইব্রেরি

ছোট একটা বসার ঘর। অতিথি আগ্যাবনের জায়গা। আসার ঘরিতে আলাদাভাবে পারিবারিক বসার ঘর থাকে না। তাই পরিবারের অভড্ডা কিংবা চা-নাশতাও সেখানেই চলে। একে পাশে হয়তো টেলিভিশন রাখার ব্যবস্থা। কোনো এক দিকে খানিক সবুজের ছোঁয়া। চাইলে এই ঘরেই বাড়ির আরও কিছু প্রয়োজন মেটাতে পারেন। যেমন বসার ঘরটাকেই করে তুলতে পারেন আপনার পারিবারিক লাইব্রেরি। জায়গার টানাটানি থাকলে বসার ঘরে পড়ালেখাও করা যায়, আবার সেখানেই হতে পারে ঘুমের আয়োজন। ছোট্ট বসার ঘরে কীভাবে হতে পারে এত সব কাজ?

বই যখন বন্ধু

বসার ঘরের একটা দেয়ালভূড়ে থাকতে পারে বই রাখার তাকা বইয়ের জন্য সুবিধাজনক ন্য। তাক বইয়ের নিম্নে ঘরের জায়গা কিন্তু কমে না।



বই পড়ার আয়োজনও হতে পারে বসার ঘরে। সোফা কিংবা ডিভানে বসে আয়েশ করে বই পড়তে পারেন যেকোনো সময়। ঘরে একখানা হ্যামক ঘোলানোর ব্যবস্থাও রাখতে পারেন। ব্যবহার শেষে খুলে ভেতরের কোনো ঘরে রেখে দিন। ধরা যাক, রাতে পেশাগত কাজের জন্য বইপত্র কিংবা ল্যাপটপ কম্পিউটার নিয়ে বসতে হয় আপনার। সে ক্ষেত্রে আপনি ভেতরের ঘরে রেখে দিতে পারেন ছোট আকারের হালকা একটা টেবিল, যা ভাঁজ করা যায়। প্রয়োজনের

সময় টেবিলখানা বসার ঘরে বিছিয়ে নিন।

লুকানো আসন, লুকানো খাট

ছোট বসার ঘরে অনেক আসন রাখা মুশকিল। তাতে চলাচল বিঘ্নিত হয়। ভালো দেখায় না। এমন ক্ষেত্রে সোফা কিংবা টেবিলের নিচে লুকানো আসনের ব্যবস্থা করতে পারেন। সোফা বা টেবিলের নিচে মাপমতো টুনজরতায় আসন ঢুকিয়ে রাখলে প্রয়োজনের সময় বের করে নেওয়াটা সহজ। বসার ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করতে চাইলে এমন আসবাব বেছে নিতে পারেন, যা ভাঁজ করলে হয়ে যায় সোফা, ভাঁজ খুললে খাট। এমন খাটের ব্যবস্থাও করতে পারেন, যা ভাঁজ করে দাঁড়ালে ভুলে রাখা যাবে। এ ক্ষেত্রে খাটের নিচের অংশটা এমনভাবে গড়া হয়, যা দেখলে মনে হয় দেয়াল। অর্থাৎ, ভাঁজ করে ফেললে খাটের নিচের দিকের দেয়ালের একটা অংশ বইয়েই মনে হয়। কিংবা টেলিভিশন

ট্রিলির সঙ্গে ড্রয়ারের মতো পদ্ধতিতে ছোট একটা খাটের ব্যবস্থাও করা যায়। টেনে আনলে বেরিয়ে পড়বে খাট, ঠেলে দিলেই নাই হয়ে যাবে।

গোছানো অন্দর

সোফা কিংবা ডিভানের নিচের অংশে আপনি এমন বহু জিনিস রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন, সচরাচর যা আপনার প্রয়োজন হয় না। তাতে জিনিসগুলো গোছানো থাকে, আবার প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। এসব জিনিস রাখার জন্য বাড়ির অন্য কোনো ঘরে বাড়তি জায়গারও দরকার পড়ে না। জিনিসগুলো ঢোকানো বা বের করার জন্য আসবাবের ওপরে বসার জায়গাটুকু খোলা-বন্ধ করা যায়, এমন ব্যবস্থা থাকতে পারে। তবে তাতে আসবাবটির বসার জায়গাটা খুব বেশি মজবুত হয় না।

আরও বেশি করে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংস্থা গুলোকে নির্দেশ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড

ট্রাম্পের প্রশাসন আরও বেশি করে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে। গতকাল বুধবার এ নির্দেশ দেওয়া হয়। এমনিতেই ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ ইলন মাস্কের তথাকথিত ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট ইফিসিয়েন্সি (ডিওজিই) কর্তৃক ছাঁটাই ও বিভিন্ন কর্মসূচিতে কাটাছাঁটের কারণে কেন্দ্রীয় কর্মীরা বিপর্যস্ত। এর মধ্যে আবার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে নতুন একটি টিটি দেওয়া হয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় জনবল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কমানো সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলো আগামী ১০ মার্চের মধ্যে দাখিল করতে বলা হয়েছে। নতুন ছাঁটাইয়ের সংখ্যা কত হবে, তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। টিটিটি মার্কিন সরকারের জনবল কমানোর জন্য ট্রাম্প ও মাস্কের ব্যাপক তৎপরতাকেই প্রতিনিধিত্ব করছে। এখন পর্যন্ত মূলত শিক্ষানবিশ কর্মী, যাদের বর্তমান পদের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে ও চাকরির সুরক্ষাও কম, তাঁদের ছাঁটাইয়ের হুমকিপত্র করতে দেখা গেছে। পরবর্তী দফায় অভিজ্ঞ সরকারি কর্মচারীদের বিশাল সংখ্যক কর্মীকে লক্ষ্য করে ছাঁটাই চালানো হবে। মন্ত্রি পরিষদের বৈঠকে ট্রাম্প বলেছেন, এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সির প্রশাসক টি জেলডিন তাঁর ১৫ হাজারের বেশি কর্মীর মধ্য থেকে ৬৫ শতাংশ কর্মীকে ছাঁটাই করার পরিকল্পনা করছে।। এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি হলো যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পরিবেশ সুরক্ষাবিষয়ক স্বাধীন সংস্থা।গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র রয়টার্সকে বলেছে, ইউএস ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ সার্ভিস ও বুরো অব ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্সকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কব্বী

ছাঁটাইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেশটির ২৩ লাখ বেসামরিক ফেডারেল কর্মী মধ্যে প্রায় এক লাখ কর্মীকে রক্ষাও করা হয়েছে কিংবা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। ট্রাম্প মাস্ককে রষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভায় তাঁর কাজ প্রচারের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি অসাধারণ সর্মর্ঘনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সাম্প্রতিক দাবি থেকে সরে এসেছেন যে তাঁদের সব কর্মচারী তাঁদের কাজকে নায্যাতা দেবেন, অন্যথায় চাকরিচ্যুত হবেন।মাস্ক মন্ত্রিসভা স্তরের কোনো কর্মকর্তা নন। মার্কিন সিনেটের তাকে অনুমোদন দেওয়াসংক্রান্ত কোনো ভোটাভুটিও হয়নি।

সম্প্রতি আদালতে জমা দেওয়া কাগজপত্রে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, মাস্ক ডিওজিইর দায়িত্বে নেই। যদিও ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ও মাস্ক ডিওজিইর কর্মীদের সহায়তা করেন।এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি কর্মীদের ব্যাপক হারে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে গতকাল মার্কিন সিনেটের হলগুলোয় ফেডারেল কর্মীদের বিক্ষোভ হয়েছে। বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী মার্কিন সিনেট হলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যায় এবং তাঁদের ক্ষেপে বার্টা জানিয়ে দেন।ব্যস্ত হলগুলোে বন্ধ না করার জন্য বিক্ষোভকারীদের সতর্ক করেন নিরাপত্তাকর্মীরা।এরপর ফেডারেল কর্মীরা মেজরিটি লিডার জন খুনসহ কয়েকজন রিপাবলিকান সিনেটরের কার্যালয়ে গিয়ে তাঁদের হতশাা প্রকাশ করে।

Name Change I, Ranjit Maiti (old name) S/O Ajay Maity, resident of VILL- Salgechia, P.O.- Tamluk, P.S.- Tamluk, East Medinipur, 721636, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjit Maity (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 27/02/2025. That Ranjit Maiti (new name) and Ranjit Maiti (old name) both are the same and one identical person.	ভয়াবহ আঙুন মহেশতলা থানার মেহানপুর বজ বজ টাঞ্চ রোডের পাশে চায়ের দোকানে আশুান, স্বামীয়রা দেখার পর আশুান নেভাবার চেষ্টা করলেও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আশুান নিয়ন্ত্রণে আনে।
Name Change I, Ajay Maiti (old name) S/O Kalipada Maity, resident of VILL- Salgechia, P.O.- Tamluk, P.S.- Tamluk, East Medinipur, 721636, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ajay Maity (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 27/02/2025. That Ajay Maity (new name) and Ajay Maiti (old name) both are the same and one identical person.	
Name Change I, Malay De (old name) S/O Anil Kumar De, resident of 44/A, Hospital Road East, South Purbachal, Hailtu, PS- Garfa, Kolkata- 700078, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Malay Kumar De (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 27/02/2025. That Malay Kumar De (new name) and Malay De (old name) both are the same and one identical person.	
Name Change I, Neelam Devi Jaiswal (Old Name) son of Jaigobind Jaiswal, residing at 2, Raghunath Chatterjee Street, Beadon Street S/O, Kolkata- 700006, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Neelam Jaiswal (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 27/02/2025. Neelam Jaiswal (New Name) and Neelam Devi Jaiswal (Old Name) both are same and identical person.	Name Change I,SWAPAN ADHIKARI (OLD NAME), SON OF NEPAL CHANDRA ADHIKARY, RESIDING AT SURAY SEN PALLY, MATKHAL PO - RABINDRANAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 700065,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN ADHIKARY (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/02/2025.THAT SWAPAN ADHIKARI AND SWAPAN ADHIKARY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.
Name Change I,IQBAL ANSARI,SON OF AYUB ANSARI, RESIDING AT 168/2 KESHAB CHANDRA SEN STREET,PO - RAJA RAM MOHAN SARANI, KOLKATA - 700009,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD IQBAL ANSARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/02/2025.THAT IQBAL ANSARI AND MD IQBAL ANSARI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.	Change of Name I, Mursalin Sekh (Old Name) S/o-Mojahar Sekh, resident at, Vill-Gudhiya Majhipara, PO-Gudhiya, PS & Dist-Murshidabad, 742302, I have changed my name to Mursalm Sk (New name) I shall be known as Mursalm Sk vide affidavit before the Executive Magistrate at Berhampore on 21/02/2025 Mursalm Sk and Mursalin Sekh same and one identical person.
Name Change I,TABRAZ ANSARI,SON OF MD IQBAL ANSARI, RESIDING AT 168/2 KESHAB CHANDRA SEN STREET,PO - RAJA RAM MOHAN SARANI, KOLKATA - 700009,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TABREZ ANSARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/02/2025. THAT TABRAZ ANSARI AND TABREZ ANSARI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.	Name Change I, Piyush Bidyasaria (Old Name) S/o Niranjankumar Bidasaria residing at Pratima Appt, Block-B, Flat-2C, 2nd Floor, Teghoria Dhalipara, North 24 Parganas-700157, West Bengal, India have changed my name and henceforth shall be known as Piyush Bidasaria (New Name) as declared before Notary Public, Kolkata vide affidavit dated 21.02.25. Piyush Bidyasaria and Piyush Bidasaria both are same and one identical person
Name Change I, Gaisuddin Mondal (old name) S/O Ombar Ali Mondal, resident of Vill & P.O.- Sanekpur, P.S.- Gopal Nagar, North 24 Parganas, Pin- 743701, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Giasuddin Mondal (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 27/02/2025. That Giasuddin Mondal (new name) and Gaisuddin Mondal (old name) both are the same and one identical person.	Name Change I, Nafisa Parvin (old name) wife of Abu Hassan Mondal, residing at Kusumba Mondal Parua, Rajpur Sonarpur (m), P.S.- Narendrapur, Barulpur, Pin: 700103, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Nafisa Parveen Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 25/02/2025. Nafisa Parvin (old name) and Nafisa Parveen Mondal (new name) both are same and one identical person.
Name Change I,SHARANANA MAJUMDAR (OLD NAME), SON OF GOUR CHARAN MAJUMDAR, RESIDING AT PLOT NO-201, VIVEKANANDA PALLY, R.R. SIDE, VIVEKANANDA PALLY, R.R SIDE, NORTH 24 PARGANAS - 700156, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHARANAN MAJUMDER (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2025. THAT SHARANANA MAJUMDAR AND SHARANAN MAJUMDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.	Name Change I, Anup Kumar Manna S/o Late Madan Mohan Manna Residing at 60B, Jainuiddin Mistri Lane, Alipore, District - Kolkata, Pin - 700027 West Bengal India shall henceforth be known as Anup Manna. I declare that Anup Kumar Manna and Anup Manna is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public, Kolkata on 27-02-2025
Name Change I, AJIT KUMAR PURIA (OLD NAME), SON OF SHYAMSUNDAR PURIA, RESIDING AT WARD NO-2, KABAL-IBAGANNEAR ADVATA VIDYALAYA PO-PS-BIJNIASSAM -783390,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJIT PURIA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2025. THAT AJIT KUMAR PURIA AND AJIT PURIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.	Name Change I, Sagarkita Banik Das W/o Asish Das Residing at 9/1B, Sahanager Road, P.o - Kailghat, P.s - Tollygunge, District - Kolkata, Pin - 700026 West Bengal India shall henceforth be known as Sagarkita Banik. I declare that Sagarkita Banik Das and Sagarkita Banik is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public, Kolkata on 27-02-2025
Name Change I, MAJIDA BEGUM (New Name) W/O MOHUBBIL ISLAM, D/O ABDUL HAMID PURKAIT Resident of Vill-Chandakhali, PO- Kumharhat, PS-Barulpur, Dist-South 24 Parganas-743387 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MAJIDA BEGUM (New Name) instead of MAGIDA KHATUN (Old Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Barulpur on 26/02/2025. MAJIDA BEGUM and MAGIDA KHATUN both are same and one identical person.	Name Change I, Lakhi Prasad Jaiswal /Lakhi jaiswal(Old Name) S/o Late Katwaru Ram Shaw Residing at 4/1,Sarat Dutta Lane, Kadamtala, P.s - Bantra, District- Howrah, Pin- 711101 West Bengal have Changed my name and shall henceforth be known as Lakshmi Prasad Shaw (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate (1st Class) at Howrah vide affidavit no 3094/25 Dated 24-02-2025. Lakhi Prasad Jaiswal (Old Name) and Lakshmi Prasad Shaw (New Name) both are same and one identical person.
Name Change I, N.C Saha, Nema! Chandra Saha & Neamal Chandra Saha (old names) son of late Ni Ratan Saha, residing at Jaffarpur, Purva Majhipada Post Office, Nona Chandan Pukur, Police Station Tilagaraj Dist 24 PGS Northwest Bengal-7.00122, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nimala Chandra Saha (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/02/2025. Nimala Chandra Saha (New Name) and N.C Saha, Nema! Chandra Saha & Neamal Chandra Saha (old names) all are same and identical person.	Name Change I, Francisca Mary Grey alias Francisca Nathan (Old Name) W/o Gerard Rajesh Nathan Residing at 17/27 Picnic Garden Road, Shiv Niketan Apartment, Near Purbasree Palli Club, Picnic Garden Naskar Hut, P.o - Tiljala,District - Kolkata, Pin - 700039 West Bengal India shall henceforth be known as Francisca Mary Nathan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit. Date 27-02-2025. Francisca Mary Grey, Francisca Nathan (Old Name) and Francisca Mary Nathan (New Name) both as same and one identical person.
Name Change I, MD AHSAN IMAM (Old Name) S/O MOHAMMED UMER Residing at 18D/1, Dr. Biresh Ghosa Street, Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MOHAMMED AHSAN IMAM (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 27-02-2025. MD AHSAN IMAM (Old Name) and MOHAMMED AHSAN IMAM (New Name) both are same and one identical person.	Name Change I sri Rohan Singh s/o Sri Dinesh Singh Residing at 21,Nonadanga Road,Sheoraphuli,Baidyabati (M), Piarapur (P),Dist-Howghy,State - W.B.Pin-712223, That ROHAN SINGH and LAKSHYA SINGH is the same and one identical Person Vide Affidavit(No-20962) in the court of Ld.Judicial Magistrate (1st Class) Alipore,Dist-South 24 Parganas , Date -10/09/2024

কালনার হিমঘরে গ্যাস লিক করে মৃত ২ শ্রমিক, অসুস্থ একাধিক

দূরন্ত বার্তা, কালনা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : হিমঘরের অ্যামেনিয়া গ্যাস লিক করে বড়সড় দুর্ঘটনা কালনায়। হিমঘরের মেশিন রুমে বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু ২। আহত একাধিক শ্রমিক। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। পুলিশ সত্বে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা নাগাদ কালনার ২ ব্লকের ভবানন্দপুরের একটি হিমঘরে অ্যামেনিয়া গ্যাস লিক করে। সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। হিমঘরের ভিতর থেকে বিকট শব্দ শোনেন স্থানীয়রা। অনুমান, মেশিন ঘরে গ্যাসের বিস্ফোরণ ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল ও পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে দুই শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বাকিরা কালনা হাসপাতালেই চিকিৎসায়ীনা। মৃত দুই শ্রমিকের মধ্যে একজনের বাড়ি বিহারে। অন্যজন কালনারই বাসিন্দা। হাসপাতালের বেডে শুয়ে এক শ্রমিক বলেন, আমরা সকালে কাজ করছিলাম। মেশিন ঘরে ছিল ২-৩ জন। বাইরে কাজ করছিলাম ৭ জন। সেই সময় অ্যামেনিয়া গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে যায়। আমরা কয়েকজন আহত হয়েছি। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, বাড়িতেই ছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পাই। প্রথমে ভেবেছিলাম কোনও গাড়ির ঢাকা ফেটেছে। পরে শুনি হিমঘরের গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেছে। আশপাশ সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে যায় এলাকা। চোখ জ্বলতে থাকে। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ঘটনাস্থলে যান কালনা এসডিপিও এবং কালনা থানার আইসি। কী করে দুর্ঘটনা ঘটল দেখছেন তদন্তকারীরা।

বিএসএনএল অফিসে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসলেন সাংসদ

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িতে বিএসএনএল অফিসে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসলেন সাংসদ রাজু বিস্তা। পরে একাধিক



বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। অন্যদিকে এদিন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেনছেন, নেতাজি ইন্ডোরে ডাকা বৈঠক আসলে ২০২৬ সালের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয়ের প্রকল্পিত রাজু। তার মতে, এবারই প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী পরাজিত হতে লেগেছেন। মাত্র বিস্তার অভিযোগে, সিপিএম আমলেও রাজ্যের এমন দূরবস্থা হয়নি, যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনবারের শাসনে হয়েছে। তিনি সিপিএমের ব্যর্থতার ওপরে নিজের ব্যর্থতাও চাপিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি, তিনি অভিযোগ করেন যে মুখ্যমন্ত্রী তৃপ্তিকরণের রাজনীতি করে নির্বাচনে জেতার চেষ্টা করছেন। রাজু বিস্তার দাবি, তৃণমূল যেখানে ৬০ শতাংশ ভোট ধরে নির্বাচনী পরিকল্পনা করে, বিজেপি সেখানে ৭০ শতাংশ ভোটের লক্ষ্য নিয়ে এগোয়।

সূচী অনুযায়ী ফলক উন্মোচন করা হলো গৌরান্ধ্র বিহারের

গোলাপ বিশ্বাস, নদীয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি : সময়টা ছিলো ১৯৯২, শেষ বারের জন্য নবদ্বীপ ধামে এসেছিলেন তিনি, তারপর কেটে গেছে কয়েক দশক, আর ২০২৫ এ ফের নবদ্বীপ ধামে আসলেন শ্রী শ্রী ১০৮ বিনোদ বিহারি দাস মহারাজ। পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী ২৭ ফেব্রুয়ারী ফলক উন্মোচন করা হলো

নবদ্বীপ মণিপুর ঘাট সংলগ্ন গৌরান্ধ্র বিহারের, পাশাপাশি সকলের মঙ্গল কামনায় শিবলিঙ্গের বিশেষ পূজারও আয়োজন করা হয় এদিন সকালে। ফলক উন্মোচন ও বিশেষ পূজা করেন বৃন্দাবন থেকে আগত শ্রী শ্রী ১০৮ বিনোদ বিহারি দাস মহারাজ। জানা যায় রাজ্যের মধ্যে সর্ববৃহৎ (আনুমানিক ৮০ ফুট) শিব মূর্তি সহ গৌরান্ধ্র বিহার এর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডটাই হয়েছে এই শ্রী শ্রী ১০৮ বিনোদ বিহারি দাস মহারাজের ঐকান্তিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়। এদিন তিনি একান্ত সন্মোক্তকারে জানান এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে বাইরের কারও কোন অদানান নেই, তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও ভক্তদের সহায়তায় এই সামগ্রিক প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে, পাশাপাশি তিনি আরও জানান আগামী দিনে এখানে একটি হাসপাতাল সহ দাতব্য চিকিৎসালয়, ভক্তদের থাকার ব্যবস্থাও, গো সপবা সহ নানাবিধ সামাজিক কাজও করা হবে, এছাড়াও এখানে আরও একটি মন্দিরও নির্মান করা হবে। তবে সে ক্ষেত্রে সকলের সহায়তাও তিনি চেয়েছেন। দীর্ঘ কয়েক দশক পর শ্রী শ্রী ১০৮ বিনোদ বিহারি দাস মহারাজ চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপে এসেছেন, ফলত এদিন সকাল থেকেই বাবা মহারাজকে দেখতে ও তার আশিস পেতে নবদ্বীপ শহরের বহু সাধু সন্ত সহ বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন।

শালবনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্য শিশু ক্রীড়া উৎসব

দূরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি : মেদিনীপুরের শালবনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্য শিশু ক্রীড়া উৎসব। মালদা জেলার শিশু ক্রীড়াবিদেরা রাজ্য শিশুক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে মেদিনীপুরের উদ্দেশে



রবীনা দিলা ফুল-চন্দন-মিষ্টি দিয়ে বরণ করে যেন, নেওয়া হল রাজ্য শিশু ক্রীড়া উৎসবের মালদা জেলার খুদে ক্রীড়াবিদদের। জেলা প্রশ্রমিক বিদ্যাদায় সংসদের পক্ষ থেকে রাজ্য শিশুক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারী সকল শিশুদের বরণ করে নেন সভাপতি বাসন্তী বর্মন, ডি আই মলয় মন্ডল, এ আয় নয়ন কুমার দাস সহ একাধিক শিক্ষাঅধিকারিক বৃন্দ। মালদা জেলায় তিনটি বিভাগের মোট ৬০ জন শিশু রাজ্য শিশু ক্রীড়ায় যোগ দেবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত মেদিনীপুরের শালবনি স্টেডিয়ামে রাজ্য শিশু ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি শিশুক্রীড়াবীদের হাতে একটি করে গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে মিষ্টি মুখ করান মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ-সভাপতি বাসন্তী বর্মন ও এ আই নরান কুমার দাস, সহ একাধিক অধিকারিক। হাংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটির গবেষক আলিশা ইব্রাকার এদিন সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের গোলাপ দিয়ে শিশুদের বরন করেন। মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ-সভাপতি বাসন্তী বর্মন বলেন, এ বছর রাজ্য শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মেদিনীপুরের শালবনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেখানে অংশগ্রহণ করতে মালদা জেলার ৩৪ জন খুদে প্রতিনিজি বরন রওনা দিল। জেলা শিশুক্রীড়া উৎসবে প্রতিটি ইভেন্টের প্রথম স্থান অধিকারীরাই রাজ্য ক্রীড়া উৎসবে সুযোগ পেয়েছে। আশা করব মালদা জেলা খুব ভালো ফল করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পাঁচটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয় । অঞ্চল, চক্র, জোনাল, জেলা হয়ে সবশেষে রাজ্য শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। রাজ্যের সর্ববৃহৎ এই খেলায় রাজবাণী সর্বাধিক লক্ষাধিক শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। খেলা হবে মোট ৩৪ টি ইভেন্টে।

কম খরচে হাতি সাফারি! গরুমারার অত্যাধুনিক ব্যবস্থায় খুশি পর্যটকরা

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : এবার থেকে কম খরচে গরুমারায় হাতি সাফারি করতে পারবেন পর্যটকরা। সংশ্লিষ্ট টিকিট কাটার সাইট বন্ধ রয়েছে, তবে অফলাইনেও হাতি সাফারির টিকিট মিলবে। লাটাগুড়ি প্রকৃতি ও পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি মূর্তি টিকিট কাউন্টার থেকেও সাফারির টিকিট কাটা যাবে। গরুমারায় হাতি সাফারির জন্য দুটি জায়গায় এলিফ্যান্ট ক্যাম্প রয়েছে। একটি ধূপঝোয়ার, অপরটি রামশাইয়ে। তবে রামশাইয়ের পরিয়েবাটি বন্ধ রয়েছে। ধূপঝোরা ক্যাম্প থেকে হাতি সাফারির জন্য অনলাইনে টিকিট পেতেন পর্যটকরা। তবে, গত প্রায় দু’মাস ধরে অনলাইনে টিকিট কাটা যাচ্ছিল না। বন দপ্তর সূত্রে খবর, টিকিট কাটার সাইটের কিছু কাজ চলছে। তাই বন্ধ রয়েছে এই সাইটটি। জলদাপাড়ায়

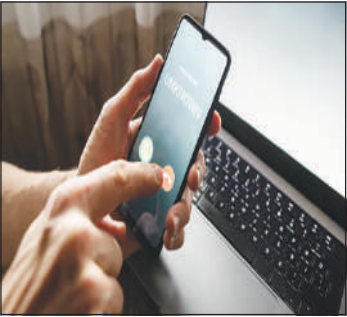
অফলাইনে হাতি সাফারি টিকিট দেওয়া হলেও গরুমারায় অফলাইনে তা দেওয়া না হওয়ায় হাতি সাফারি থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন গরুমারায় বেড়াতে আসা পর্যটকরা। তবে ফের গরুমারায় হাতি সাফারির সুযোগ করে দেওয়া হওয়ায় খুশি পর্যটকরা। কয়েকদিন আগে থেকেই পর্যটকদের জন্য হাতি সাফারির টিকিট অফলাইনে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর।



প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৬টা, সাড়ে ৭টা ও বিকলে সাড়ে ৬টা থেকে দিনে তিনবার ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প থেকে হাতি সাফারির সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। এর জন্য পর্যটকদের মাথাপিছু গুনতে হবে ১২০০ টাকা করে। যা এতদিন ছিল ১৪০০ টাকা। প্রতি শিফটে ছয়জন করে হাতি সাফারির সুযোগ পাবেন। জানা যাচ্ছে, কুনকি হাতি মাধুরী ও জেনি সকল জায়গা যোরাবে।

অপারেশন অ্যান্টিভাইরাস, কোটি কোটি টাকার সাইবার প্রতারণা দেশে

দূরন্ত বার্তা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : জামতাজার দিন বহুদিন আগে শেষ। রাজস্থানের ভরতপুর সহ একাধিক এলাকা এখন সাইবার ক্রাইমের ঘাঁটি হিসেবে গড়ে উঠেছে। গত এক বছরে রাজস্থানের ভরতপুর, আলওয়ার, নুহ এলাকা থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রতারণা হয়েছে দেশভরা। এসব জায়গার টটলুবাজরা (সাইবার প্রতারক) কখনও ডিজিটাল অ্যারেস্ট কখনও বা সেক্সটরশনের ভয় দেখিয়ে ঠিকিয়েছেন ডাক্তার, আইনজীবী এমনকী খোদ আইপিএসদেরও। কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাইয়ের মতো শহর ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একের পর অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে চার রাজ্যের পুলিশ। ২০২৫-এর শুরু থেকে রাজস্থান-উত্তরপ্রদেশ-হরিয়ানা-দিল্লির সীমান্তে শুরু হয় ‘অ্যান্টি ভাইরাস।’ আর সেই অপারেশন থেকেই পাওয়া



যায় উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় সক্রিয় থাকা সিম চক্রের হদিশ। সূত্রের খবর, চারটি রাজ্যের পুলিশকে নিয়ে তৈরি দিটের অভিযানে এখনও পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার সিম কার্ড সাইবার ক্রিমিনালদের ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। যার মধ্যে অন্তত দেড় হাজার সিম এই রাজ্যের। রাজস্থান পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাজেয়াপ্ত করা সিম কার্ডগুলি প্রিঅ্যান্টিভেটোড। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে তিনশোরও বেশি সিম রয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকেও এই সিমকার্ডগুলির বিষয়ে রাজ্য পুলিশকে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, এখনও অনেক সিমের মালিকানা কার নামে রয়েছে সেগুলি পরীক্ষা করার কাজ চলছে। একই সঙ্গে অভিযান চালু থাকায় প্রায় প্রতি

সিম কেনা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, নতুন সিমকার্ড কিনতে গিয়ে যে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সেখানে মেশিনে আঙুলের ছাপ দেওয়ার পরে প্রতারকদের সঙ্গে যুক্ত থাকা দোকানদারেরা বন্দকে বলেন, আপনার বায়োমেট্রিক পদ্ধতি ফেল করেছে। ফলে আরও একবার ছাপ দিও। দ্বিতীয়বার ছাপ দিতেই সিম-প্রতারণা হয়। কারণ, দু’বারের ছাপে দুটি সিম তুলে নেওয়া হয়। একটি গ্রাহক পেলেও অন্যটি বিক্রি করা হয় চড়া দামে। এক গোয়েন্দা কর্তার কথায়, এই ধরনের সিম ব্যবহার করে ‘জনধন যোজনা’য় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও খোলা হয়। তারপর সেই অ্যাকাউন্টে এসে জমা হয় প্রতারণার টাকা। ফলে হারত প্রতারণার পথ ধরে ডুয়ারের সিম পৌঁছে যায় রাজস্থানের আলওয়ার কিংবা নুহতে।

টমেটো, বিনসের সঠিক দাম না পেয়ে চিন্তায় চাষী ও ব্যবসায়ীরা

দূরন্ত বার্তা, হলদিবাড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ২ টাকা কেজি টমেটো, বিনস মাত্র ৫ টাকা কিলো হলদিবাড়ির বাজারে। সঠিক দাম না পেয়ে চিন্তাগ্রস্ত চাষি থেকে সাধারণ ব্যবসায়ীরা। অথচ হলদিবাড়ি সংলগ্ন জলপাইগুড়িতে খোলা বাজারে অনেক বেশি দামে টমেটো, বিনস সহ বিভিন্ন সবজি বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ কৃষকদের। খোলা বাজারে টমেটো প্রতি কিলো ১০ টাকা, বিনস ২০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। হলদিবাড়ি ও সংলগ্ন এলাকা উত্তরবঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন সবজি চাষে খ্যাতি রয়েছে। এখন টমেটো, বিনস, আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মটরশুঁটি সহ লক্ষার মরশুম। ফলন ভালো অথচ সঠিক দাম না পেয়ে হতাশ সাধারণ কৃষক থেকে ব্যবসায়ীরা। জলপাইগুড়ি জেলা এবং পার্শ্ববর্তী হলদিবাড়ি তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকা যেমন, বেলভলি, পারমেখলিগঞ্জ, হেম কু মারী, দেওয়ানগঞ্জ, ডিয়াবাড়ি, সাতকুড়া, মানিগঞ্জ, মালকানি, নন্দনপুর বোয়ালমাড়ি এইসব এলাকায় বিপুল পরিমাণে সবজি চাষ হয়ে থাকে বলে খবর। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ভিন্ন রাজ্যও টমেটো সহ বহু সবজি এইসব এলাকা থেকেই পাঠানো হয়ে থাকে বলে ব্যবসায়ীরা জানান। উল্লেখ্য গতবছর ধাপে ধাপে দাম বেড়েছিল টমেটোর, পাশাপাশি বিনস বাজারে টমেটো বিক্রি করে চাষিরা হালিমুখে বাড়ি ফিরেছেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে টমেটো পাঠিয়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে পেরেছিলেন। তবে এবছর ঠিক তার উল্টো পরিস্থিতি। একদিকে যেমন বাজারে দাম নেই টমেটোর অন্যদিকে বাইরেও টমেটোর চাহিদা কম। এই কারণেই দুই টাকা কেজি দরে টমেটো বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা এবং ব্যবসায়ীরাও বাইরে টমেটো না পাঠাতে পেরে টানা পঁয়ছে তাদের উপার্জনে। সেই রকমটাই জানালেন হলদিবাড়ি বাজারের এক টমেটো ব্যবসায়ীরা। তিনি বলেন, দুই থেকে আড়াই টাকা কেজি দরে টমেটো

এলাকাতেও চাষ হয়ে থাকে। এমনকি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মায়ানমারেও কম বেশি বিনস চাষ হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে ৫ টাকা কেজি বিনস বিক্রি করে অনেকটাই চিন্তাগ্রস্ত চাষিরা। এমনই জানাচ্ছেন হলদিবাড়ি বাজারের ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলেন বর্তমানে ছয়- সাত টাকা কেজি দরে বিনস বিক্রি হচ্ছে হলদিবাড়ি বাজারে। তবে উৎপাদন বেশি থাকলেও চাহিদা কম থাকার কারণে চাষিরা তেমন লাভবান হতে পারছেন না।

চা পর্যটনে বানিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করার জন্যে কার্যবিধি এস ও পি তৈরি করেছে

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকার চা পর্যটনের উন্নয়নে বন্ধ ও বাগানের অব্যবহৃত অংশের জমিকে লিজ চুক্তিতে দিয়ে তা বানিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করার জন্যে একটি মান্য কার্যবিধি এস ও পি তৈরি করেছে। জমি দেওয়ার আগে সচিব পর্যায়ের একজন অধিকারিক ঐ এলাকা পরিদর্শন করবেন বলে কার্যবিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। চালু থাকা এলাকায় কর্মরত বাগিচা শ্রমিকদের সব ধরনের স্বার্থ বজায় রেখে এবং ঐ এলাকার ৮০ শতাংশ মানুষকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। কোন সংস্থা জমি হাতে পাওয়ার পরে চালু থাকা বাগান বন্ধ করে দিলে রাজ্য সরকার আবার সেই জমি ফিরিয়ে নেবে। কোন সংস্থাকেই একগুণে তিরিশ শতাংশ পর্যন্ত জমি দেওয়া হবে না। প্রাথমিকভাবে পনেরো শতাংশ জমি দেওয়ার পরে সরেজমিনে সব দিক খতিয়ে দেখে ধাপে ধাপে লিজ চুক্তিতে জমি দেওয়ার পরিনাম বাড়ানো হবে বলে কার্যবিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly
NOTICE INVITING e-TENDER
Notice inviting e-Tender for 1 no of works, e-NIT No. 09/2024-25 bearing Memo no-188/EO/ Singur, Dated-27/02/2025 of the Office of the Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly, mentioned in the portal www.wbtenders.gov.in. For more details related to this e-NIT please login website : - www.wbtenders.gov.in(Closing date:-07/03/2025 at 6:50 PM)

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

GOSWAMI MALIPARA GRAM PANCHAYAT
VIII & P.O.-Goswami Malipara
P.S-Dadpur, Dist-Hooghly, Pin-712305

NOTICE INVITING e-TENDER No. GMPG/27/2024-25
For and on behalf of the Goswami Malipara Gram Panchayat, Prodhan invites tenders through E- tendering for total 10 (Ten) Nos. works. Last date of Submission of Bid **03.03.2025 at 12:00 Noon.** Date of Opening of Bid (online) on: **05.03.2025 at 12.30 Hrs.** For details visit website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Goswami Malipara Gram Panchayat

নির্ধর্দিদন পূরে হলেও গরুমারায় ফের হাতি সাফারির সুযোগ মেলায় খুশি পর্যটকরা। এক পর্যটক বলেন, তিনি খুবই খুশি এই অভিনব ব্যবস্থার কারণে। কিন্তু দু ঃ খের বিষয় তাঁর হাটুর সমস্যা থাকায় উঠতে পারেননি কিন্তু তাও তিনি খুবই খুশি। তিনি বলেছেন অনলাইনে টিকিট কাটার সিদ্ধান্ত খুবই ভালো কিন্তু য়ারা অনলাইনে টিকিট কাটতে পারেন না, তাদের জন্য অফলাইনটা খুবই সুবিধার। তাই এই দুই ব্যবস্থা থাকার কারণে সব মানুষেরই খুব সুবিধা হবে। আর এক পর্যটক জানান, গরুমারার ধূপঝরাতে এই ব্যবস্থা হওয়ায় সকল পর্যটকই খুশি হয়েছেন। ভবিষ্যতে যারা আসবেন তাঁদেরও খুব সুবিধা হবে। সব মিলিয়ে গরুমারার পর্যটকদের মনে এবার খুশির জোয়ার, সকলেই অত্যন্ত উদ্দীর্ণ হাতি সাফারি করার জন্য।

সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দূরন্ত বার্তা, ফারাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : মুর্শিদাবাদের ফারাকা ব্যারেজ এলাকায় উদ্ধার হল এক সদ্যোজাতের দেহ। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গেছে, এদিন সকালে ক্ষতবিক্ষত শিশুটির দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফারাকা থানায় পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

Notice inviting e-Tender for NIT No- **306/SBM/Jangipara/24-25 for 02 nos & 305/MPLAD/Jangipara/24-25 for 01 no.** works by the undersigned through online mode (<https://wbtenders.gov.in>). Last date of submission of online bid on **05 Mar 2025 15:00 Hrs. & 12 Mar 2025 15:00 Hrs.**

Sd/-
Block Development Officer
Jangipara Development Block

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No-1) NleT-19/2024-25 (Tender ID-2025_ZPHD_820832) Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 4 no (Four) works. Last date of documents download & bid submission is 7 th March 2025 at 6:30 p.m. For details please visit website: www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

NIQ, Govt. of West Bengal
Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata - 700091 from eligible contractor for the following work : Name of Work: 1. "Temporary IT Works in connection with Hon'ble Vice-President of India and Dr. (Smt.) Sudesh Dhankhar on 28/02/2025 in the District of Birbhum, West Bengal." **SHORT NOTICE INVITING BID QUOTATION No: WBPWD/EE/ BIT/NIQ-66 of 2024-25.** Last date of submission of Quotation: 28.02.2025 up to 08:00AM. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (<https://www.pwdwb.in>)

Sd/- EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার নোটিশ নং : টিএম-জিয়ারসি-আরএল-এমওডিআরএল-এইচবিউ-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে অ্যান্ডিস্ট্যান্ট সিনিয়াল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (টিএম), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গাওলিওড়া, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নির্মালিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের বিবরণঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে গাওলীওড় টেলিকম অ্যাস্টেগুলির আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন এবং রেরামতির কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ১,০২,২৮,৮৬২.৫১ টাকা। বাসনা অর্থঃ ২,০০,৭০০ টাকা। টেন্ডার খবির মূল্যঃ ১ নুনা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ০২.০৪.২০২৫ বিকলি এটোয়। সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ ১২ মাস। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.irps.gov.in কয়েকসইটে পড়ায় যাবে। (PR-1188)

Notice inviting e-Tender for NIT No- 307/FSDA/Jangipara/24-25 for 01 nos. works by the undersigned through online mode (<https://wbtenders.gov.in>). Last date of submission of online bid on **13 Mar 2025 15:00 Hrs.**

Sd/-
Block Development Officer
Jangipara Development Block

Notice inviting e-Tender for NIT No- **304/ISALE/Jangipara/24-25 for 01 nos.** works by the undersigned through online mode (<https://wbtenders.gov.in>). Last date of submission of online bid on **01 Mar 2025 16:30 Hrs.**

Sd/-
Block Development Officer
Jangipara Development Block

বিজ্ঞপ্তি
যমাবর মঙ্গল শ্রী নিমিষ সামন্ত, বৃত্ত ভাবনক সামন্তের পুত্র, দিলি পুত্রসন মেদিনীপুর জেলার নারায়ণপুরের ডিলা-তারগোয়া, পোঃ খান্দিলানাবার, থানা-নারায়ণপুর-এ করণাল কেন্দ্র, ডিউ নং ১৮.০১.০১০০০ তারিখের একটি মূল বিক্রয় দলিল হারিয়ে দেওয়ায় যা এস.ডি.এস.থান, নারায়ণপুরের অফিসে যথার্থভাবে নিবন্ধিত ছিল এবং ২০০০ সালের জন্য বিটিং নং ৩৭৪ ডিলাসে প্রকট করা হয়েছিল এবং ২৭.০২.২০২৫ তারিখের বি.ডি. এটি নং ১৮৬৮ অনুযায়ী সেরেতোমালি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছিলেন। যে কোনও ব্যক্তির এই বিষয়ে কোনও দাবি, ডাঙ্গা, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, বা যে কোনও অসঙ্গতি থাকলে, এই তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে সনাক্ত দলিল তথ্য সহ তা নিদ্রাশঙ্করকার্যে অবধিত করে হবেন, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মহকুমা বহল থানা করা হবে এবং যার কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পদবী কর্তৃক
আইডিতেসই

ফোন নম্বর ৯০৭৮২৪৯৫৭

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
VIII-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal
E-Tender are invited by the Prodhon of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA ,Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work **SL NO 1 : -NIT no-18/CGP at 27.02.2025 TenderId-2025_ZPHD_820977** , 1 Publish Date- 27.02.2025 06.00 PM : Name of The Work - Construction of CC Road from H/O Joydeb Das to Panchan Das at Old Sansad 3.;Estimated Amount-Rs. 199690. 00 **SL NO 2 : -NIT no-19/CGP at 27.02.2025 TenderId- 2025_ZPHD_820952** , 1 Publish Date- 27.02.2025 06.00 PM : Name of The Work - Construction of CC Road from Roypara to Harisabha At Sansad IX .;Estimated Amount-Rs. 196252. 00 **SL NO 3 : -NIT no-20/CGP at 27.02.2025 TenderId- 2025_ZPHD_821014** , 1 Publish Date- 27.02.2025 06.00 PM : Name of The Work - Construction of CC Road from H/O Dinanath Ghosh to H/O Gobinda Ghosh at Old Sansad X.;Estimated Amount-Rs. 195226. 00 **SL NO ৪ : -NIT no-23/CGPSL2 at 27.02.2025 TenderId-2025_ZPHD_821080** , 1 Publish Date- 27.02.2025 06.00 PM : Name of The Work - Construction of CC road from H/O Arup Maity to Nityananda Maity at Sansad III.;Estimated Amount-Rs. 148923 00 **SL NO 5 : -NIT no-23/CGPSL1 at 27.02.2025 TenderId- 2025_ZPHD_821115** , 1 Date-27.02.2025 06.00 PM : Name of The Work - Construction of Concrete Drain from Majhipara Dakshin Pukur to H/O Ashok Das with Slab at Sansad XVI.;Estimated Amount-Rs. 195226. 00 **SL NO 6 : -NIT no-23/CGPSL2 at 27.02.2025 TenderId-2025_ZPHD_821115** , 2 Date-27.02.2025 06.00 PM : Name of The Work - Construction of pucca drain from H/O Sanat Ghosh to Krishna Mondal at Sansad IV .;Estimated Amount-Rs. 198450. 00 **SL NO 7 : -NIT no-23/CGPSL3 at 27.02.2025 TenderId- 2025_ZPHD_821115** , 3 Date-27.02.2025 06.00 PM : Name of The Work - Construction of Pucca Drain from H/O Gopal Ghosh of Baganipara to Majhipara Lane at Sansad X.;Estimated Amount-Rs. 197890. 00 **SL NO ৪ : -NIT no-23/CGPSL4 at 27.02.2025 TenderId- 2025_ZPHD_821115** , 4 Date-27.02.2025 06.00 PM : Name of The Work - Construction of Pucca Drain from Deuleswar Va Gayakupur Sambhu Manna to Math at Sansad II.;Estimated Amount-Rs. 149112 00 Completion Time- 15 days. Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **07.03.2025, 06.00 PM.**DATE of opening technical & Financial BID **10.03.2025,11.00 AM** For details visit website <https://wbtenders.gov.in>

OFFICE OF THE SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT
ELIPUR , HARIPAL , HOOGHLY , PIN – 712706
NOTICE INVITING E-TENDER

MEMO No: 025/SEGP/2025 **Date:- 19/02/2025**
On behalf of Prodhon Sripatipur Elipur Gram Panchayat Offer On line E-tender Invited from bonafide, resourcefull reputed and experience contractor for total 5(Five) Nos. different works at different places. Date of Publishing **27/02/2025 at 10:30 am.** Date of Sale of Tender Form **27/02/2025 10:30 am to 03/03/2025 10:00 am.** Date of dropping of Sealed Tender Form up to **07/03/2025 (up to 10.00 am).** Date of Opening of Bid on **08/03/2025 at 10:00 am.** For details please visit office of the undersigned on any working days or website <https://wbtenders.gov>.

Sd/- Pradhan
SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT

রূপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড
45/৪, শ্রুতম কমপ্লেক্স, ১ম এ মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেসালুক – 56007৪
স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা স্বর্ণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনসাধারণের জানানো হচ্ছে যে, নিচ উল্লিখিত স্বর্ণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বকেয়া পরিসোধ না করার কারণে নিলাম করা যাবে। একটি অনলাইন পোর্টাল <https://gold.samil.in>-এর মাধ্যমে **10/03/2025** তারিখে নিলাম হবে। যদি উপরে উল্লিখিত তারিখে কোনো কারণে ই-নিলাম বাস্তবায়িত না হয়, বন্ধক রাখা অলস্কাপগুলির যে কোনও বা সমস্ত আইটেমকে ক্ষেত্রে, রূপিক পরবর্তী যে কোনও তারিখ/সেগুলিতে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইটেমগুলির ই-নিলাম/বাক্তিগত বিক্রয় পরিচালনা করবে।

খণ্ডের তালিকা (LOS ID)
12011075
আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - 1800 419

দিল্লি ক্যাপিটালসে ওয়াপসি কেপির, এ বার বড় দায়িত্বে প্রাক্তন ক্যাপ্টেন

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ দীর্ঘ ৯ বছর পর দিল্লি ক্যাপিটালসে ওয়াপসি কেভিন পিটারসেনের। ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল অবধি আইপিএলে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের জার্সিতে খেলোছিলেন ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার কেপি। এ বার ১৮তম আইপিএল শুরু হওয়ার আগে সেই দিল্লি শিবিরেই ফিরলেন পিটারসেন। দলের প্রাক্তন অধিনায়ককে বড় দায়িত্ব দিয়েছে দিল্লি। পঁচিশের আইপিএলের আগে পুরো কোটিং টিম বদলে ফেলেছে দিল্লি। সেখানে এ বার এক বিশেষ ভূমিকায় পিটারসেন। লোকেশ রাহুল এ বছর আইপিএলে খেলবেন দিল্লি ক্যাপিটালসে। এ বার সেই টিমের মেন্টর হলেন কেভিন পিটারসেন। দিল্লির হেড কোচ করা হয়েছে হেমঙ্গ বাদানিকে। তার সহকারী কোচ



ম্যাথু মটা দিল্লির বোলিং কোচ হয়েছেন মুনাক্ষ প্যাটেল। দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অব ক্রিকেটের দায়িত্ব পেয়েছেন বেণুগোপাল রাও। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ অবধি আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কেপি। তিনি দুটো মরসুম আরসিবিতে খেলোছিলেন। পরে চলে যান দিল্লিতে। ২০১৪ সাল অবধি দিল্লিতে খেললেও পরবর্তীতে টিমের অন্যতম মালিক জিএমআর গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর বরাবরই ভালো ছিল। গত বছরের স্টেটসমেনে হ্যাম্পশায়ার কাউন্টি ক্লাবের মালিকানা কেনে জিএমআর গোষ্ঠী। সেই ডিলের নেপথ্যে বড় ভূমিকা ছিল ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়কের। আপাতত তিনি পেলেন এ বার নতুন দায়িত্ব। আইপিএল ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ, পাকিস্তান সুপার লিগ এবং ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলোছেন কেভিন পিটারসেন। সব মিলিয়ে তিনি ২০০টি টি-টোয়েন্টি খেলোছেন। করেছেন ৫৬৯৫ রান। আইপিএলে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ইংল্যান্ডের হয়ে ১৫টি ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। ইংল্যান্ডের জার্সিতে ১০৪টি টেস্টে ৮১৮১ রান করেছেন কেপি। এ ছাড়া ১৬৬টি ওডিআই এবং ৬৭টি টি-২০-তে তিনি যথাক্রমে করেছেন ৪৪৪০ ও ১১৭৬ রান।

‘আসেনসিও মরো’ শ্লোগান গ্যালারিতে, থামল খেলা, জিতল রিয়াল মাদ্রিদ

সান সেবাস্তিয়ান, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ সান সেবাস্তিয়ানে ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে থেমে গেল খেলা। রেফারি হোসে মারিয়া সানচেজ মার্ডিনেজই খেলা থামালেন। কারণ, রিয়াল মাদ্রিদ অধিনায়ক ডিনিসিয়ুস জুনিয়র তাঁকে জানান, গ্যালারি থেকে রাউল আসেনসিওকে উদ্দেশ্য করে ‘আসেনসিও মরো’ শ্লোগান শুনতে পেয়েছেন খেলোয়াড়েরা। রেফারিকে তাই বাধ্য হয়েই স্পেনের ‘অ্যাপিটি হেট প্রটোকল’ নিয়মের অধীন খেলা থামতে হলো। এরপর স্টেডিয়ামের বড় পর্যায় ভেসে উঠল একটি বার্তা, যৌা লাউডস্পিকারেও পাঠ করে শোনানো হলো দর্শকদের, ‘বর্গবিদ্বেষী, জাতিগত-বিদ্বেষী ও অসহিষ্ণু শ্লোগান দেওয়া যাবে না। দলকে সমর্থন দিন, প্রতিপক্ষকে সম্মান করুন।’ রিয়ালের ২২ বছর বয়সী সেন্টারব্যাক আসেনসিও সাম্প্রতিক সময়ে স্পেনের বিভিন্ন স্টেডিয়ামে তাঁর বিরুদ্ধে দর্শকদের শ্লোগান শুনছেন। কিন্তু সে জন্য ম্যাচে খেলা থামারের ঘটনা এই প্রথম। তাঁর বিরুদ্ধে দর্শকদের বেগে ওঠার কারণ একটি পুলিশি মামলা। রিয়ালের বয়সসীমিত দলের দুজন খেলোয়াড় অপ্রাপ্তবয়স্ক এক মেয়ের আপত্তিকর ভিডিও করেছিলেন, যৌা সামাজিক

আগামী মরশুমেই মোহনবাগান ছাড়বেন পেত্রাতোস? মাথায় হাত মেরিনার্সদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ দিমিত্রিয়াস পেত্রাতোস। এই অস্ট্রেলিয়ার ফরোয়ার্ডের পরিচয় আর আলাদা করে দেওয়ার দরকার নেই। সোনি নর্ডির পর যদি কোনও বিদেশি ফুটবলার মোহনবাগান সমর্থকদের এতটা ভালবাসা অর্জন করেন, তাহলে সেই নামটা অবশ্যই পেত্রাতোসের। তবে সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, দিমি নাকি আগামী মরশুমে আর মোহনবাগান সুপার জায়ন্টের হয়ে খেলবেন না। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই সবুজ-মেরুন সমর্থকরা বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। কী হয়েছে ঘটনাটি, আসুন বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। গত কয়েকদিন ধরেই গুজবটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল যে আগামী মরশুমে নাকি দিমিত্রিয়াস পেত্রাতোস মোহনবাগান সুপার জায়ন্ট ফ্রান্সাইজি ছেড়ে পাবেন। সেই আগুনে যুতাহতি করেছে ‘আওয়ার স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড’ নামে একটি ফেসবুক পেজের খবর। সেখানে লেখা হয়েছে, অস্ট্রেলিান এ-লিগের বেশ কয়েকটা ক্লাব থেকে মোহনবাগানের তারকা ফুটবলার দিমি পেত্রাতোস নাকি অফার



মিডিয়ায় কার্যত দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। কারণ দিমি যে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার, সেটা আজ আর নতুন করে বলার দরকার

পড়ে না। বর্তমানে তিনি বাগান সমর্থকদের আগেই নিজের জায়গা করে নিয়েছে। সঙ্গে ওই পোস্টে আরও দাবি করা হয়েছে, ‘ইন্ডিয়ান সুপার লিগের থেকে অস্ট্রেলিয়ার লিগ যে হাজার গুণে ভাল, সেখান সবাই জানে। এই পরিস্থিতিতে দিমি কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেদিকেই আপাতত সবাই তাকিয়ে রয়েছে।’ এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানিয়ে রাখি, বাগানে আপাতত বসন্তের হাওয়া বইছে। গত রবিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) হোসে মলিনার দল ওডিশা এফসি-কে ১-০ গোলে পরাস্ত করে ২০২৪-২৫ আইএসএল টুর্নামেন্টের লিগ শিল্প হয় করে। এই ম্যাচে জয়সূচক গোলাট করেছিলেন পেত্রাতোসই। আগামী শনিবার (১ মার্চ) পরবর্তী ম্যাচ খেলতে নামবে মেরিনার্সরা। কার্ড সমস্যার কারণে এই ম্যাচে খেলতে পারবেন না জেসন কামিস। এই পরিস্থিতিতে পেত্রাতোসকে প্রথম একাদশে রেখেই মালিনা যে গুটি সাজাতে চাইবেন, সেটা আলাদা করে বলে দেওয়ার দরকার পড়ে না।

ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে বাবা রক্ষণ সামলাতেন, ছেলে আক্রমণের মূল স্তম্ভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ বাবা রক্ষণ সামলাতেন আর ছেলে আক্রমণ তৈরি করতে ওস্তাদ। কলকাতার ময়দান থেকেই সাদা জাগিয়েছিলেন মেহরাজউদ্দিন ওয়াদা। কাশ্মীরি ফুটবলার কলকাতার তিন প্রধানই চুটিয়ে খেলোছেন। এখন আইএসএল-এ মরশুমে স্পোর্টিংয়ের কোচ। মেহরাজের ছেলে ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে অনুর্ধ্ব-১৬ দলের হয়ে দুর্দান্ত ফুটবল খেলছে। বাবা রক্ষণ সামলানোর কাজ করলেও, ছেলের ভূমিকা একেবারে উল্টো। অ্যাটাকিং মিডফিল্ডই খুশন্দের জয়গা ১২ বছরের মহম্মদ আহমেদ ওয়াদাদ। ইস্টবেঙ্গলের বয়সভিত্তিক দলে এ বছরই এসেছে মেহরাজের ছেলে। মূলত ডানদিক দিয়ে খেলতে পছন্দ করে। ফেডারেশনের অনুর্ধ্ব-১৬ সাব জুনিয়র লিগে এদিন অ্যাডামাস ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে

গোল করে মহম্মদ আহমেদ ওয়াদা। ৩-১ গোলে জেতে ইস্টবেঙ্গলের ছোটরা। লিগে দু-নম্বরে আছে ইস্টবেঙ্গল। একে মোহনবাগান। ইস্ট জেন থেকে প্রথম দুটো দল জায়গা করে নেবে পরবর্তী জেনে। ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলে খেলেন মেহরাজ। বাবা-ছেলে একই দলের জার্সিতে খেলছে, এমন নজির বিরল। বয়সভিত্তিক দলে মেহরাজের ছেলে খেললেও, লাল-হলুদ জার্সি এক করে দিয়েছে কাশ্মীরের বাবা-ছেলেকে। তার আগে ২০০৪-০৭ পর্যন্ত খেলোছেন মোহনবাগানে। সবুজ-মেরুন জার্সিতে পরে আবার এক বছর খেলছিলেন। ২০১৬-১৪ মরশুমে মহম্মেডানে খেলেন মেহরাজ। আইএসএলে চোমাইয়ন এফসি, মুম্বই সিটি এফসির হয়েও খেলেন ভারতের প্রাক্তন ডিফেন্ডার।



লিভারপুল কবে চ্যাম্পিয়ন হবে?

লিভারপুল, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ ‘লিভারপুল কি প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে’-এই প্রশ্নটা এখন আর প্রাসঙ্গিক নয়। বরং এখন এই প্রশ্নই করা ভালো ‘লিভারপুল কবে চ্যাম্পিয়ন হবে?’ এই মুহূর্তে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার যে অবস্থা তাতে ধরেই নেওয়া যায় ইংলিশ লিগ জয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলতে যাচ্ছে লিভারপুল। গতকাল রাতে আরেকবার দুর্দান্ত ফুটবলের প্রদর্শনীতে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারিয়ে ২০তম শিরোপা জয়ের পথে আরেকটু এগিয়েছে লিভারপুল। দমিনিক সর্বোসলিই ও অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের দুই অর্ধে দুই গোলে জিতছে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দলটি। এই রাতেই শিরোপা লড়াইয়ে অল রেডদের মূল প্রতিদ্বন্দী আর্সেনাল আবারও পয়েন্ট হারানোয় ১৬ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে আছে আর্নে স্লটের দল। নটিংহাম ফরেস্টের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে আর্সেনাল। নিউক্যাসল ম্যাচে ডাগআউটে ছিলেন না লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। এভারটন ম্যাচে হাদামায় জড়ানোয় দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পাওয়া ডাচ কোচ খেলা দেখছেন গ্যালারিতে। তবে ডাগআউটে কোচের না থাকার কোনো প্রভাব পড়েনি লিভারপুলের খেলায়। ‘দর্শক’ হিসেবে ম্যাচটি দেখার স্লট

ম্যাচ শেষে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন খেলোয়াড়দের, ‘‘খেলোয়াড়েরা মাথা ঠান্ডা রেখে তাদের যা করার দরকার সেটি করেছে। আমাদের বিপক্ষে খেলা কতটা কঠিন কাজ সেটি আমরা যতটা সম্ভব প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে দিছি। এরপর স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মান পার্থক্য গড়ে দিছি।’’ ঠিক আগের ম্যাচে পেপ গার্ডিওলার ম্যানচেস্টার সিটিকেও ২-০ গোলে হারায় লিভারপুল। স্লট মনে করেন ইতিহাসের সেই জয়টি মানসিকভাবে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে তাঁর দলকে, ‘‘ম্যান সিটিকে হারানোর পর সবাই খুব ইতিবাচক ও চানমনে হয়ে গেছে। সবার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। যারা



কিছু অর্জন করতে চায় তারা পরের ম্যাচটিও জেতার উপায় পেয়ে যায়।’’ নিউক্যাসলের বিপক্ষে লিভারপুল যদি কিছু মিস করে সেটি সালাহের গোলা। টানা আট ম্যাচ গোলা করার পর কালই প্রতিপক্ষের জাল খুঁজে নিতে ব্যর্থ হলেন মিসরীয় তারকা। তবে ম্যাক অ্যালিস্টারকে দিয়ে একটি গোল করিয়ে মরসুমে ২২তম ‘অ্যাসিস্ট’ পেয়ে যান সালাহ। নিউক্যাসলের তিন খেলোয়াড়কে ঘোল খাইয়েই অর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারকে নির্মুখ এক পাস দিয়েছিলেন। প্রিমিয়ার লিগে টানা ২৪ ম্যাচে অপরাজিত লিভারপুলের পয়েন্ট ২৮ ম্যাচে ৬৭। এক ম্যাচ কম খেলা আর্সেনালের পয়েন্ট ৫৪।

কিউয়ি ম্যাচের প্রস্তুতি জোরকদমে প্র্যাক্টিস মিস রোহিত-গিলের কী চলছে ভারতীয় শিবিরের অন্তরে?

দুবাই, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানকে বধ করার পর বেশ কয়েকটা দিন হাতে পেয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী ম্যাচ আগামী রবিবার। তার আগে এ বার অনুশীলন শুরু করল মেন ইন ব্লু। কিউয়িদের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবেন রোহিত শর্মা। গ্রুপ-এ-র শীর্ষ থেকে কোন টিম শেষ চারে যাবে, তা জানা যাবে রবিবার। বৃহ ও বৃহস্পতিবার অনুশীলনে মগ্র থাকতে দেখা যায় বিরাট কোহলি, মহম্মদ সামিদের। টিমের অন্যান্য ক্রিকেটারদের ব্যাটিং-বোলিং বাঁলিয়ে নিতে দেখা গেলেও ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং তরুণ ক্রিকেটার শুভমন গিলকে প্র্যাক্টিস করতে দেখা যায়নি। দুই তারকা অনুশীলনে না থাকায় ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের মনে প্রশ্ন জাগছে, ঠিক কী চলছে ভারতীয় শিবিরের

অন্দরে। রোহিত শর্মা ভারত-পাক ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেরিয়েছেন। যদিও ম্যাচ শেষে জানিয়েছিলেন, গিল অসুস্থ থাকার কারণে অনুশীলন করেননি। এও জানা গিয়েছে যে, কিউয়ি ম্যাচের আগে তিনি হয়তো

ফিট হয়ে উঠবেন। বোর্ডের ইন্সটাগ্রামে এক ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাডেজা, হার্দিক পাডিয়া, শ্রেয়াস আইয়ার, মহম্মদ সামি, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত

রানা, লোকেশ রাহুলরা অনুশীলন করছেন। ওই ভিডিওর শুরুতে দেখা যায় টিম বাস থেকে নামার পর ক্যানেদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন হার্দিক পাডিয়া। এরপর গৌতম গম্ভীরের পাশে দাঁড়িয়ে কুলদীপ যাদবকে হাওয়া নিয়ে কিছু বলতে শোনা যায় রোহিতকে। তারপর ক্যাচ প্র্যাক্টিসের চেষ্টা করতে থাকেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। খোশেমজাজে দেখা যায় সকলকে। বিরাট কোহলির পাশের নেটে রবীন্দ্র জাডেজা ব্যাটিং অনুশীলন করেন। হার্দিক, লোকেশ, ঋষভরাও নেটে ব্যাটিং প্র্যাক্টিস করেন। ভাইরাল ছবির কারণে ঋষভ পন্থকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্বে ভারতের প্রথম ২ ম্যাচে খেলতে দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার তিনি দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং অনুশীলন করেন। বিরাটকে বল করতে থাকেন হর্ষিত রানা এবং নেট বোলাররা।



বাটলারদের বিধলেন সুনীল

দুবাই, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ ‘হিংসে নয়, চেষ্টা করো’। দূরপাল্লার ট্রাকের পেছনে লেখা সুপরিচিত বাহনলিপির সুর-ই শোনা গেল প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকারের গলায়। এরই ধারাবাহ্যে বয়ানে বিধলেন ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের। তিনি বলেন, ‘হারার পরদিন সকালেই ইংল্যান্ড টিম আসবে আর কাঁদুনি গাইবে। ইংরেজরা মনে করে, ওরা অপরাজিত। আর যদি হারে তাহলে তার পেছনে একটা অজুহাত থাকবেই থাকবে। যেমন-তেমন অজুহাত নয়, ওরা বলবে না বিপক্ষ দল ভাল ছিল কিংবা ওরা সেদিন ভাল খেলেনি। এর বদলে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা সবকিছু নিয়ে অভিযোগ শুরু করবে।’’ গাভাসকারের মতে, এই কারণেই চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের নামে যা নয় তাই বলছিল ইংল্যান্ড ক্যাম্প।

নেতা কে? পাক শিবিরে ধুম্‌ধুমার! ট্রফির দৌড়ে নেই, তবু লড়াই দলে!

করাচি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ এ রোগ পাকিস্তানের বহু পুরনো। যে কোনও বড় টুর্নামেন্টে মুখ খুবড়ে পড়লেই গ্রিন আর্মিতে একে অপরকে দোষারোপের পালা চলে। পাক ক্রিকেট টিমে আবার শুরু হয়ে গিয়েছে সেটাই। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। তারাই কিনা গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছে। এর পর থেকে ফের পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের নিয়ে চলছে বিরাট আলোচনা। দুবাইয়ে ভারতের কাছে একপক্ষে ম্যাচ হেরে কার্যত বিদায় হয়েছিল রিজওয়ানদের। এরপর নিউজিল্যান্ডের কাছে বাংলাদেশ গ্রুপ পর্বের ম্যাচে হেরে যেতেই সরকারিভাবে পাকিস্তান টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যায়। এ বার পাক টিমের ক্রিকেটাররা নিজেদের মতোই লড়াই শুরু করেছেন। এ কথা জানিয়েছেন, পাক ক্রিকেটার ইমাম উল হক। মহম্মদ রিজওয়ানকে পাকিস্তান টিমের অধিনায়ক ঘোষণা করার পর অনেকেই স্কোভ প্রকাশ করেছিলেন। পাক টিমের বৈজ্ঞানী পর করতে পারেন, এমন অধিনায়ক খুঁজেই পাচ্ছে না পিসিবি। আর সেখানে যখন এমনিই লগে রয়েছে ‘গৃহযুদ্ধ’, তাতে লাভের গুড সর্ককেই খেতে চাইছেন। তবে দলের সুরাহা হচ্ছে না। এরই মাঝে পাক ক্রিকেটার ইমাম উল হক জানিয়েছেন, দলের সকলে

নিজেদের মধ্যে লড়াই করছেন। আসলে তাঁকে এক পডকাস্টে প্রশ্ন কার হয়েছিল যে, দলের লিডার কে। এই প্রশ্ন শুনেই হেসে ফেলেন তিনি। এবং বলেন, ‘‘আমি লিডার হিসেবে কার নাম নেব? সবাই তো নিজেদের মধ্যে লড়াই করে চলেছে।’’ ইমাম এরপর রিজওয়ানকে লিডার হিসেবে বেছে নেন। পাকিস্তান অধিনায়কের ভাবনা চিন্তা নিয়েও বলেন তিনি। ইমাম জানান যে, রিজওয়ান নামাজের জন্য সাদা চাদর বিছিয়ে রাখেন। নামাজের সময় জানানোর জন্য তিনি একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও তৈরি করেছেন। ইমাম এ বিষয়ে বলেন, ‘‘রিজি হোটোলে নামাজের জন্য ঘর সাজিয়ে রাখা। নামাজের জন্য সকলকে একসঙ্গে আসতে বলে। নামাজের জন্য সাদা চাদর বিছিয়ে দেয়া। যারা মুসলিম নয়, তাদের ওই রুমে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞাও জারি করে। এমনকি নামাজের সময়সূচীর জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও তৈরি করেছে।’’ রিজওয়ানের এই চেষ্টা থেকে বোঝা যায়, তিনি দলের সকলকে একসঙ্গে বেঁধে রাখার চেষ্টাতে কোনও কসুর রাখতে চান না। কিন্তু তাঁর ক্যাপ্টেনিতে পাক টিম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সুবিধা করতে পারেনি। তাই এ বার চর্চা লসছে যে, রিজওয়ানের ক্যাপ্টেনি কি এ বার হবে হাতছাড়া?

শ্রীলা প্রভুপাদের স্থায়ী উত্তরাধিকারঃ শ্রদ্ধাঞ্জলির এক বছর

শ্রীলা প্রভুপাদের বিশাল সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অবদানকে সম্মান জানাতে, সারা বছর জুড়ে দেশজুড়ে ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তাঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, ২০২৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একটি বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

১৫০তম অবির্ভাব স্মরণসভার সমাপনী অনুষ্ঠান গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীলা ভক্ত সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীলা প্রভুপাদ

প্রধান অতিথি শ্রী জগদীপ ধনখড় ভারতের মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপতি

‘‘শ্রীলা প্রভুপাদের চিন্তাভাবনা এবং বার্তা এখনও ভারতের জনগণকে পথ দেখাচ্ছে।’’

নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী

২৮শে ফেব্রুয়ারি। সকাল ৯:৩০ প্রধান অডিটোরিয়াম, সায়েন্স সিটি, কলকাতা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের হাইলাইটস মহানৃত্য। বাউল সঙ্গীত। সংকীর্তন

মর্যাদাপূর্ণ উপস্থিতি শ্রী সি.ভি. আনন্দ বোস পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল

শ্রী সুরেশ গোপী পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

বিশেষ অবদানঃ গৌড়ীয় মিশন সরাসরি সম্প্রচার দেখুন ডিডি নিউজে

CBC 09/10/13/0018/2425

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নন্দর কর্তৃক সত্যজয় এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রভুঙ্গ সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ ইইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ ইইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নন্দর
Printed & Published by Alok Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajog Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Profulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com